শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা

পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বলিত গ্রন্থ। মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্ত-সমন্বিত প্রামণিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। তথা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থ ও প্রসিদ্ধ মহাজনগণের প্রকাশিত বাণী ও লেখনী হইতে সংগৃহীত; এই গ্রন্থরাজ ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। বিশেষতঃ গৌরভক্তগণের পরমোল্লাস বর্দ্ধন করিবে।

শ্রীগৌরশক্তি প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উচ্ছিষ্টভোজী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড,
কলিকাতা—৫৩।

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পোঃ—শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান,
মায়াপুরঘাট, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্,
কলিকাতা—২৬।

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, **কলিকাতা**—১২।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির তিরোভাব তিথি—৩১ জ্যৈষ্ঠ-১৩৭৫।
ইং ১৪ই জুন ১৯৬৯।

আনুকূল্য— ৬

বিবরণী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা

যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌॥
বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্‌।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥
মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ (চৈঃ চঃ)

অদ্বৈততত্ত্ব

শক্তিমান্‌ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চ-বৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নিরসভাবের ব্যতিক্রমে সারস্যের উদ্দেশে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর বিবিধ-শক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্র-লীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ,' 'ভক্তস্বরূপ,' 'ভক্তাবতার', 'ভক্তশক্তি'

ও 'শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদবিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং', 'প্রকাশ' ও 'অংশ'-রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নাই। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য' —উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলার অভাব ঘটে।

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বর-প্রকাশদ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইহাঁরা অপর সকল-তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ-ভক্ততত্ত্ব,—এই উভয়েই 'আরাধক-তত্ত্ব'; 'আরাধ্য' সেবক-রূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক' তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও, সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত। শ্রীমহাপ্রভু,—তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত,—সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম-আস্বাদনরূপ নিত্য বিহার এবং জগতে কীর্ত্তন-প্রচাররূপ প্রেম দান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধ-ভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-

রসাশ্রিত হন। অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ত্ব মধুর-রসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। (চৈঃ চঃ অনুভাষ্য ৭ম পরিচ্ছেদ ১৬-১৭)।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গল বিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট-মুক্তিলাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে-গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদিজ্ঞানে যে সকল মায়ামোহিত অসুর-স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ-মায়াদ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ-মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈতপ্রভুর

অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃতগুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুকরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তব-সত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞানলাভ-দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ হয় (চৈ চঃ অনুভাষ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

"ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যূহো যোহপি সদাশিবঃ। স এবাদ্বৈত-গোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥" ব্রজের আবরণরূপত্বপ্রযুক্ত যে সদাশিবব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই অদ্বৈতগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর। ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে কৃষ্ণসন্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেন। শিবতন্ত্রে ভৈরব বাক্য যথা : "একদা কাত্তিকমাসে দীপযাত্রা-মহোৎসবে রাম ও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন; তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্রভ্রমণলীলার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও দুই প্রকার হইয়াছিলেন, একমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব, ও অপর মূর্ত্তি গোপালবিগ্রহ"।

গৌর-আনা-ঠাকুর ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব, যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন,

যিনি জগৎকর্ত্তা, তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'। সেই ভক্তিশিক্ষক জগদাচার্য্যের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌর-কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' এই দুই মূর্ত্তিতে বিশ্বসৃষ্টি কার্য্য করেন। তিনি নিমিত্তাংশে মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং উপাদান অদ্বৈত-রূপে বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।

চৈঃ চঃ আঃ ১।১২-১৩ শ্লোকে—"যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।"

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥
'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।১৬।১৭)

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন॥

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৫-২৭)

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু, গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৭)

এক 'মহাপ্রভু', আর 'প্রভু' দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)

অদ্বৈতাচার্য্যই সদাশিব—যথা—'ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। (গৌঃ গঃ দীঃ ১১ সংখ্যা)। অর্থাৎ যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্য ৪।৪৭০—৪৭৩ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥
মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে!
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে ॥
বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।
'এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার ॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥
গৌর-আনা-ঠাকুর।
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' নাম, সর্ব্ব-লোকে ধন্য ॥

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদ ভক্তি সার'॥
তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইল সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥
এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায়॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৭৮-৮৫)

স্বভাবে অদ্বৈত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
'মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে ত' 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥

নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণপদ-একচিত্ত হৈয়া॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৯০-৯৫)

সৃষ্টি-রহস্য :—মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
মায়া নিমিত্ত হেতু, প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন॥
ইহোঁ মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব—মায়া-পার॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭১-২৮০

শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্ম সন্দর্ভের (৪৯ সংখ্যায়) অর্থ—

ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দুইটী অংশ—সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবত একাদশস্কন্ধে চব্বিশ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে। অন্যত্র দশমস্কন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে (২৬) উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে—'হে ভগবান্, ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম' ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব', তৎসংস্কার 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশ-বিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই ষোল বিকার,—ইহাদের একত্র-সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুররূপ দেহ এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ,—ইহাই 'মায়া'। হে প্রভো, তুমি নিষেধাবধিভূত তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি'। জীব নিমিত্ত-শক্ত্যংশ হইলেও, উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদানবর্গেরও অনুসরণ করেন। 'নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানের' লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণ-ত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত'-সংজ্ঞানির্দ্দেশে হেতু এই যে, বিশেষরহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান' সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' * *

নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান'। (অনু-ভাষ্য আদি ৫।৫৮)।

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৯—২৬১)।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণব-শায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ, প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্ত-লৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদক-শায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান-প্রতিমা দাহিকা বা তাপপ্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তি-মাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৪০), যথা :—যদিও ধূম, জ্বলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান

থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক (জ্বলন্তকাষ্ঠ) হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু ; ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ' বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান', সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফলমাত্র। (অনুভাষ্য আঃ ৫।৫৯-৬১)।

বৈদিক-বিচারে বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত জগৎ সৃষ্ট। অবৈদিক-বিচারে দৃশ্যজগৎ প্রকৃতি হইতে জাত। বস্তুশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি চিৎ, অচিৎ ও উভয়ময়ী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ; বৈদিক-বিচারে উহা স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদ্বস্তু চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন। অচিন্ময়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাৎকালিক নশ্বর চিদ্ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। * * * ভগবানের অচিৎশক্তি 'মায়া' নিমিত্ত ও উপাদানরূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্তু গ্রহণে পরাঙ্মুখ করায়। জীব, স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' এই দ্বিবিধা চেষ্টা

লক্ষ্য করেন। ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে প্রকার দ্বিবিধ, তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যজগৎ এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামক বস্তুবিচারে শক্তিমৎতত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট। শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মায়া, গুণের দ্বারা উপাদানাংশ ভূত-সমূহের পরিচালন করে। তটস্থাখ্যশক্তি জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়া ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিৎপ্রতীতি কৃষ্ণবৈমুখ্যের ফলমাত্র। 'অচিৎ প্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেবোন্মুখতায় ভগবৎপ্রতীতিতে নিজ সম্বন্ধ-দর্শন। কৃষ্ণই নিত্য চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ, এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাতা। অচিৎপ্রতীতি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া এবং চিৎ-প্রতীতি—অন্তরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া। চিন্ময়প্রতীতির বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাকরত্ব ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই বস্তু বৃহৎ, তাঁহার খণ্ডাংশই 'জীব' শব্দবাচ্য। সেই ভগবদ্বস্তু বিভক্ত হইয়া খণ্ডত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ করেন না; পরন্তু খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ড-প্রতীতির সহিত অভিন্ন হয় না। ব্যাপ্য-ব্যাপক-বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয় হইলেও ঈশ্বরবস্তু—মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্তু— মায়ার অধীন। মায়াধীন মায়াধীশের অধীন হইলে তাহার মায়াধীন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। (অনুভাষ্য আঃ ৫।৫৯-৬৬)।

দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে দুইপ্রকার বিচার-প্রণালী দৃষ্ট

হয়। একপ্রকার মত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বস্তু হইতে জগৎ গৌণ-ভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। অপর মত এই যে, অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আকর—দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত ও বস্তুভাব। বেদ-প্রয়োজন—বেদের চরমফল বেদান্ত—পূর্ব্বোক্ত মতের বক্তা, আর সাংখ্যাদি স্মৃতি বস্তুবাদের বিরোধোদ্দেশ্যে তদ্বিপরীত শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎ-প্রতীতিময়। প্রাণীগণে যে চিদাভাস-ধর্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাদৃশ চেতন ধর্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্তৃক উৎপন্ন,—এই বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্তমতের সহিত ভেদ স্থাপন করেন। সর্ব্বকারণকারণ আকর-বস্তুই শক্তিমৎতত্ত্ব, শক্তিও শক্তি-মৎতত্ত্বে অবস্থিত। দৃশ্যজগৎ যে প্রকার শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শক্তিসমূহও সেই বৃহৎ, পালক-বস্তুতে নিত্য-কাল অবস্থিত। যাঁহারা দৃশ্যজগতের বিষয়-সেবায় আবদ্ধ, তাঁহারা জাগতিক শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহারই শক্তিমান্-মাত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মনে করেন। তাঁহারা, একমাত্র শক্তি হইতে শক্তিমৎতত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে এবং খণ্ড-শক্তিমানগুলিকে প্রাকৃত-জ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তাও প্রকৃতি হইতে জাত—এরূপ অপসিদ্ধান্ত করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব, এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তিবিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকাল-পাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া

বহু-বিচিত্রতাময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে অনুমিতি-ন্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি 'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। অবরোহ-বিচারে বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ, তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষ তত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব ও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্‌বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়া-প্রকৃতিই মূল-কারণ, এরূপ ধারণা—বাস্তবসত্য হইতে পৃথক। অনন্ত-শক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণশক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিৎশক্তি পরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান হইতে প্রাপ্ত শক্তিলাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাল দেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্ত শক্তিমান্ বাস্তব-বস্তু জগৎনির্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হ'ন। বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচারভ্রান্তি জীবের 'বীবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান পান না। (অনুভাষ্য আঃ ৬।১৬-১৭)।

"যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মানে॥
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।

অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥
ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয় ॥ (ভাঃ ১০।১৪)
'অংশ' না কহিয়া, কেন কহ তাঁরে 'অঙ্গ'।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম ॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হৈল 'আচার্য্য' ॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥
কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংশ ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৬।১৮-৩০

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রঃ সূঃ ২য় অঃ ২য় পা গোবিন্দ-

ভাষ্যে নানা যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা কপিলের সাংখ্যমতের শোধন করিয়াছেন।

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥

(চৈ: চঃ আঃ ৬।৩২-৩৬)।

মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য, এইজ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে॥
লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে॥ (ঐ ৩৯-৪২)
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি-তাঁর ভক্ত,'—মনে ভাবে নিরন্তর ॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ (ঐ ৮৯-৯২)
অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যার সম।
অতএব অদ্বৈত-'আচার্য্য' তাঁ'র নাম ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ?
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৭-১৯)

জগতের তাৎকালিক অবস্থা—শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণন :-

কৃষ্ণরাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ-কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী,মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে ॥
না বাখানে 'যুগধর্ম' কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥
যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ' সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার!
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম!
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬৩-৭৫

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ॥

কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।

চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৮৬-৮৯

এই মহা দুর্দ্দিনে সকলেই ভোগে উন্মত্ত। নিজ মঙ্গলা-মঙ্গল বিচারহীন হইয়া সকলেই মোহগ্রস্ত হইয়া কেবল পর-হিংসায় ব্যস্ত। এ সময়ে জীবদুঃখে দুঃখী পরম দরদী বৈষ্ণব-গণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। একমাত্র পরম বান্ধব, যাঁহাদের কোমল হৃদয় জীব দুঃখে বিদীর্ণ হয়, তাঁহাদের নিন্দাই বিমুখগণের রোচক হইল। ভগবন্নিন্দা, ভক্তনিন্দাই তাহাদের কবিত্বের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল।

আবির্ভাব সূচনা—এ সময়ে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন এমন একজন মহাশক্তিমানের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়া শ্রীহট্টের নিকট নবগ্রামবাসী নৃসিংহ সন্তান কুবের পণ্ডিতের করুণ হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিল। তাঁহার তীব্র আরাধনার ফলে তাঁহার গৃহে সেই মহাশক্তিশালী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে আবির্ভূত হইলেন। যিনি পূর্ব্বে শিবমিত্র কুবের ছিলেন এবং কৈলাসে সাধনা করিয়া 'ভগবান শিবকে' পুত্ররূপে পাইবেন এই বর পাইয়াছিলেন, তিনিই কুবের পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কুবের পণ্ডিত ছিলেন লাউরাধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী। তিনি গঙ্গাবাস করিবার জন্য শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তথায় তাঁহার পতিব্রতা সহ-ধর্ম্মিণী নাভাদেবীও তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা কোন ভ্রষ্টাচার পাষণ্ডীর মুখে তীব্র বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ

করিয়া এই বহির্ম্মুখ পাপময় সংসার হইতে চলিয়া যাইবার বাসনায় প্রাণত্যাগের জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন। বিধির ইচ্ছায় কোন ভাগবত আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া একটী মহতী আশার বাণী শ্রবণ করাইলেন। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন "কোন এক বিশাল শরীর, হেমবর্ণ, দিব্য তেজোময় পরম সুন্দর পুরুষ অন্য একজন ঐপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত পুরুষের করধারণ করিয়া পরম গম্ভীর মধুরবচনে বলিতেছেন, 'কলির পাতকীতারিতে তুমি আমাকে লইয়া ত্বরায় অবতীর্ণ হও' এই বলিয়া উভয়ে একত্রিত হইয়া এক মহাতেজ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে শ্রীনাভাদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন" (ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুদ্ধসত্ত্বতনু বিপ্রবর নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া নানাবিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন কোনও মহাপুরুষ বুঝি তাঁহাদিগকে কৃপা করিতে আসিতেছেন। অশ্রুবিগলিত নেত্রে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রীনাভাদেবীকে বর্ণন করিলেন। শ্রীনাভাদেবীও ঠিক ঐ প্রকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। উভয়েরই একই প্রকার স্বপ্ন। উভয়েই এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই শ্রীনাভাদেবীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

লাউরাধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহ অপুত্রক কুবের পণ্ডিতের সন্তান সম্ভাবনা অবগত হইয়া এবং পরম বান্ধব ও হিতৈষী সভা-পণ্ডিতের বিরহে ব্যাকুল হইয়া বহু অনুনয় ও বিনয় বচনে স্বরাজ্যে আনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রবল আকর্ষণে

কুবের পণ্ডিত সস্ত্রীক নবগ্রাম গমন করিলেন (ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)।—অন্যত্র বর্ণিত আছে, একদা জীবের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হৃদয় তপোব্রত কুবের আচার্য্য গঙ্গাজলে ধ্যানমগ্ন আছেন, এমতাবস্থায় তিনি বোধ করিলেন, যেন কি এক দিব্য জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং কে যেন তাঁহাকে বলিল, "তুমি তপস্যা পূর্ণ করিয়া পত্নীসহ দেশে গমন কর, তোমার এক অসামান্য পুত্ররত্ন লাভ হইবে।" ইহাতে কুবের মিশ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি গৃহে যাইয়া নাভাদেবীকে তাহা বলিলেন। তিনিও কহিলেন, আমারও হৃদয়ে যেন কি এক অপরূপ তেজঃপুঞ্জ প্রবেশ করিল। সেই সময় হইতেই গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ হইতে লাগিল। (ইহা ১৩৫৬ শকের প্রথমে।)

পূজনীয় আচার্য্য পুনরায় দেশে আগমন করিয়াছেন, এই প্রিয় সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে গ্রামবাসিগণ সকলেই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আচার্য্য রাজ-সভায় গমন করিলে রাজা, বহুদিনের পর তাঁহার সন্দর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া শ্রদ্ধাবনত শিরে অভিবাদন করিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিয়া তদীয় সমীপস্থ আসনে সুখোপবিষ্ট হইলেন। রাজা সাগ্রহে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া গঙ্গাতীর-বাসের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। এবং বলিলেন গঙ্গাতীর ছাড়িয়া এ অশুচি দেশে বাসের ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল দৈবাদেশে ও আপনার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া আসিয়াছি। রাজা বলিলেন,—তর্ক পঞ্চানন ! আপনার পবিত্র সংসর্গ আমার সুখকর ও সদানন্দের

হেতু। আপনি—কুশলকারী সুমন্ত্রী। আপনার বিরহে আমি যেন সমস্ত শূন্য দেখিতেছিলাম, রাজ্য ঐশ্বর্য্যে কিছু-মাত্র সুখ পাই নাই। আপনার শুভাগমনে আমি যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আচার্য্য কহিলেন, আপনার দয়া ও প্রেমঋণে আমি চির আবদ্ধ। তাই সুখময় শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া গর্ভবতী পত্নীসহ আসিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর গর্ভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা পরমানন্দিত হইলেন। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে জনৈক জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য! আপনি এক দেবরূপ পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হইবেন। তিনি দীর্ঘজীবী ও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা হইবেন। বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার করিতে তাঁহার আবির্ভাব হইবে।" এই বলিয়াই দৈবজ্ঞ চলিয়া গেলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করাইতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। সকলে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন দেবতা দৈবজ্ঞরূপে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন।

দৈবজ্ঞবচনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া আচার্য্য কুবের গৃহে গমন করিয়া গৃহিণীর নিকট সমুদয় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। বিষ্ণুর অর্চ্চনে সর্ব্ব-দেবার্চ্চন হয়। তাহাতেই মায়াবন্ধন খণ্ডন ও সর্ব্বার্থ সাধন হয়।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা শেষ রজনীতে নাভাদেবী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে এক

অপূর্ব্ব সুমধুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সুমধুর স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া গভীর হুঙ্কার করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তপননন্দন ধর্ম্মরাজ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর বহুবিধ স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন, "আপনার দর্শনে ও কৃপায় সমস্ত পাপী ত্রাণ পাইবে, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি বর্ণন করুন।" তদুত্তরে সেই তেজোময়বপু পুরুষপ্রবর বলিলেন, 'ধর্ম্মরাজ, এই তমোধর্ম্ম কলির প্রভাবে মায়ামোহের আধিক্যে জীব একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহারা স্বেচ্ছাচার করিয়া নিদারুণ দুঃখ দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। তাহাদের দুঃসহ দুঃখ দর্শনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ভবরোগনাশক ও প্রেমপ্রদায়ক হরিনাম বিতরণে সর্ব্বজীব উদ্ধার করিব ও গোলোক হইতে শ্রীভগবান্‌কে পৃথিবীতে প্রকটিত করিব। তিনি অবতীর্ণ হইয়া প্রেমবন্যায় জগৎ প্লাবিত করিবেন। কিন্তু পাষাণবৎ অপরাধী পাষণ্ডগণ সে প্লাবনে ভাসমান হইবে না, নিন্দুক পাষণ্ডী উদ্ধার পাইবে না। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ প্রণত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রীনাভা দেবী কুবের আচার্য্যকে বলিলেন। তাহাতে আচার্য্য বিস্মিত হইলেন।

আবির্ভাব—শ্রীনাভা দেবীর গর্ভ দশ মাস পূর্ণ হইল। সেই সময় শ্রীহট্ট দেশের প্রধান ব্রত মকর সপ্তমী। সেদিন সমস্ত শ্রীহট্টবাসী নৃত্য-গীত-বাদ্য ও কোলাহল সহকারে মহা আড়ম্বরে তাহার অনুষ্ঠান করেন। তদুপলক্ষে সকলে স্নান, দান ও হরিধ্বনি

সহকারে মহোৎসবে ব্যস্ত। এমন সময়ে নাভাদেবীর দিব্যকান্তি দেবোপম অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যময় এক পুত্ররত্ন আবির্ভূত হইলেন। কুবের আচার্য্য ভবন মহানন্দে ব্যাপ্ত হইল। সকলেই অপূর্ব্ব পুত্ররত্ন দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া গেল। যিনি সেই বালকের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিলেন তিনিই নির্নিমেষ নয়নে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। পুরবাসী এবং কুবের পণ্ডিত দেখিলেন সেই বালক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, কাঞ্চনবরণ, আজানুলম্বিত সুবলিত বাহু, সুগভীর নাভি, খঞ্জন নয়ন, অরুণ চরণ প্রভৃতি মহাপুরুষ-লক্ষণ সকল সমন্বিত। সকলেই বলিতে লাগিলেন 'আহা! কত পুণ্যফলে, কত কৃষ্ণ পূজার ফলে এই প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ-যুক্ত পুত্র লাভ করে। ধন্য কুবের পণ্ডিত, ধন্য নাভাদেবী ও তাঁহাদের আরাধনা। তখন কুবের পণ্ডিত সেই রাজসভায় দৈবজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আত্মহারা হইলেন এবং ভাবিলেন এ শিশু সামান্য শিশু নহে।

শিশুর শুভাশুভ নির্ণয়ার্থে কুবের পণ্ডিত বিচক্ষণ জ্যোতিষী আনয়ন করিলেন। তিনি গণনা করিয়া কহিলেন, 'আচার্য্য! আপনার এই পুত্র সাধারণ নহে, ইহার যেরূপ গ্রহ সন্নিবেশ, এরূপ আর দেখা যায় না। এই শিশু লোক-নিস্তারের হেতু হইবে। জগতের মঙ্গলের জন্য ইঁহার জন্ম হইয়াছে'। মতিমান কুবের সম্ভবাতিরিক্ত ধন দানে জ্যোতিষীকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর কুবের পণ্ডিত পুত্রের কল্যানার্থ ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্রদিগকে অকাতরে অন্নবস্ত্র স্বর্ণরজতাদি বহুবিধ ধন-রত্নাদি বিতরণ করিলেন।

রাজা দিব্যসিংহ প্রিয় সুহৃদের পুত্র জন্মের সংবাদে মহানন্দে দ্বিজ, দরিদ্র ও দাসদাসীদিগকে বস্ত্রালঙ্কার ও বহু ধন দান করিলেন। কুবের কুমারের আবির্ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী ধ্বনিত হইল,—

"সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে পৃথিবীতে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পাষণ্ড-দলন ও প্রেম-প্রচার করিব। জীবের দুঃখ দুর করিব, জগৎ আনন্দময় করিব, আচণ্ডালে সঙ্কীর্ত্তন সুধা পান করাইব, কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।" (ভক্তিরত্নাকর)

নামকরণ—কুবের-তনয় সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া সিত পক্ষীয় শশধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ছয় মাস বয়স হইলে আচার্য্য মহাশয় মহাসমারোহে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নাম-করণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। জ্যোতিষ পণ্ডিত শিশুর লক্ষণ দর্শন ও কোষ্ঠীগণনা করিয়া বালকের কমলনয়ন বিষ্ণুর অংশ ও অঙ্গ জানিয়া 'কমলাক্ষ' নাম রাখিলেন, এবং ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া 'অদ্বৈত' নামে বিখ্যাত হইবেন জানাইলেন। তিনি জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া 'মঙ্গল' নামেও পরিচিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও—"মহাবিষ্ণুর অংশ"—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম। (আঃ ৬।২৫)। কমল-নয়নের তেঁহো যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'। 'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস॥ (ঐ ৬।৩০)। জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥ (ঐ ৬।১২)।

কৌমার-লীলা—তাঁহার শৈশব লীলা অতি অদ্ভুত ও মধুর।

তিনি যখন স্তনপানে বিমুখ হইয়া ক্রন্দন করেন, তখন তাঁহার মাতা হরিনাম করিলে তাহা শুনিয়া শান্ত হ'ন। ক্রমে যখন তাঁহার বাক্যস্ফূট হইল, প্রথমেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার চূড়াকরণ সংস্কার হইল। ইতস্ততঃ বিচরণ ও ক্রীড়াকালে সর্ব্বদা হরিকৃষ্ণ নাম করিতেন। একারণ শিশুগণ তাহার নাম রাখিল 'কৃষ্ণ-বোলা'। তিনি শিশুকাল হইতেই কুবের পণ্ডিতের গৃহস্থিত তাঁহার গৃহদেবতা শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই ভোজন করিতেন না। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে প্রাণতূল্য পরমাদরের পাত্র জ্ঞান করিয়া আদর করিতেন। তাঁহার অমৃত-ময় বাক্য যিনি শ্রবণ করিতেন তিনিই বিমোহিত হইতেন। এ-কারণে আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র হইলেন।

বাল্যলীলা—বিদ্যারম্ভ—পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীঅদ্বৈতের বিদ্যারম্ভ হইল। একমাস মধ্যে তিনি সমস্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করিলেন। এক বৎসরের শিক্ষা তিনি এক মাসেই সমাপন করিলেন। তাঁহার পাঠোন্নতির প্রশংসা শুনিয়া কেহ "কি পড়?" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবে থাকিতেন।

বৃদ্ধ বয়সের অপূর্ব্ব গুণবান ও একমাত্র পুত্র বলিয়া স্নেহাধিক্যবশতঃ কুবের দম্পতি পুত্রকে কোন কার্য্যে বাধা প্রদান বা শাসনাদি করিতেন না। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতায় কমলাক্ষের কখনও ধৃষ্টতা, যথেচ্ছাচারিতা বা দুর্বিনীত-ভাবও উদিত হয় নাই। কমলাক্ষকে পাইয়া নবগ্রামবাসীর শোক দুঃখ বিস্মৃতি হইল। সকলেই তাঁহার গুণাবলি কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন।

কমলাক্ষ সর্ব্বদাই আপন-স্বরূপ গোপন রাখিতেন। ভগবদিচ্ছায় কখন কখন কিছু কিছু প্রকাশ করিতেন।

একদা নাভাদেবী পুত্রকোলে করিয়া রাত্রে নিদ্রিত আছেন, রজনী শেষে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে,—"তাঁহার ক্রোড়স্থ-শিশু পুত্র চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত শুভ্র-জ্যোতির্ম্ময়, ত্রিদিবারাধ্য ত্রিভুবনপতি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মহাবিষ্ণু, এবং নাভাদেবী তাঁহাকে স্তব-স্তুতি করিতেছেন। তাহাতে বালক ঐশ্বর্য্যভাবান্বিতা জননীকে শান্ত্বনা প্রদান করিয়া সমস্ত তীর্থগণকে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহাকে স্নান করাইবেন বলিলেন।" এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় কমলাক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতা তুমি কি চিন্তা করিতেছ বল।" মাতা বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কমলাক্ষ বলিলেন, "তুমি না বলিলে আমি হরি-কীর্ত্তন করিয়া আর নাচিব না।" নাভাদেবী সেই অপূর্ব্ব আনন্দে বঞ্চিত হইবার ভয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কমলাক্ষ বলিলেন—"মাতা তুমি রোদন করিও না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তোমার ইচ্ছা পূরনার্থে অদ্য রাত্রে সকল তীর্থ আনয়ন করিব, তাহাতে তুমি স্নান করিবে। ইহার অন্যথা হইবে না।"

শিশুর মুখে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া নাভাদেবী বিস্মিত হইলেন। পুত্র জাগিয়াই কহিলেন, "মা! পর্ব্বতোপরি সমুদয় তীর্থ আসিয়াছে; তুমি চল, তাহাতে স্নান করিবে"। মাতা

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রসহ চলিলেন। পুত্র মাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে পর্ব্বত হইতে ঝর ঝর শব্দে অনর্গল জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। কমলাক্ষ বলিলেন, "দেখ মা, তীর্থের জল ঝরিতেছে। শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্য ও হরিনাম করিলে অধিক বেগে জল ঝরে। তীর্থ আসিয়াছে, ঐ দেখ, মেঘের আকারে যমুনার জল-কণা আসিয়া তোমার সকল অঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, গঙ্গার পুণ্যময় বারিবিন্দু তোমাকে সিক্ত করিতেছে, অন্যান্য তীর্থসকলের তোমার মস্তকের পার্শ্ব দিয়া রক্ত পীতাদি পুণ্যজল ঝরিয়া পড়িতেছে। এখন তোমার বিশ্বাস হইল"?

পুত্রের বাক্য শ্রবণে ও আশ্চর্য্য-দর্শনে পরমভাগ্যবতী নাভা-দেবীর বিশ্বাস জন্মিল সত্য সত্যই তীর্থ আসিয়াছে। তিনি বিস্ময় ও ভক্তিভরে তীর্থসমূহকে প্রণাম করিয়া সেই জলে স্নান করিলেন। তদবধি সেই স্থান 'পণাতীর্থ' নামে খ্যাত হইল। নাভাদেবী বারুণীতে তীর্থস্নান করিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিল, বারুণীযোগে তথায় স্নান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চিত হয়। ধর্ম্মশিক্ষক অদ্বৈতপ্রভুর মাতৃভক্তি অপরিসীম, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতো-ভাবে মাতার মনোবাঞ্ছা পূরণ ও প্রীতিবিধান করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং সতীর্থদিগকে উপদেশ দান:— রাজা দিব্যসিংহের পুত্র কমলাক্ষের তুল্য বয়স্ক। কমলাক্ষের জন্মের অল্পদিন পরেই রাজপুত্রের জন্ম হয়। একরূপ বয়স এক-

পল্লীতে বাস এবং কুবের আচার্য্য রাজার সভাপণ্ডিত ও প্রণয়-ভাজন বলিয়া, কমলাক্ষ ও রাজপুত্র বাল্যকালে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান ও ক্রীড়াদি করিতেন। রাজপুত্রই কমলাক্ষের প্রধান বাল্য-সুহৃদ ও সহচর। বিদ্যারম্ভের কিয়দ্দিন পরেই উভয়ে একত্রে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। কমলাক্ষ শ্রীহট্টের চির-প্রচলিত কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতি-শক্তি দেখিয়া অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি দৃষ্টিমাত্র ব্যাকরণের সূত্রশিক্ষা, তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আপনি পদ সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি অধ্যাপকের বহু ছাত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। অধ্যাপকের অত্যন্ত স্নেহ ও আদরে অন্যান্য ছাত্রদের ঈর্ষ্যার পাত্র হইলেন। তাহারা কমলাক্ষের প্রতি নানাপ্রকার বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিল। কমলাক্ষের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। তিনি পাঠেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন এবং পাঠান্তে জয়কৃষ্ণ বলিয়া গ্রন্থ বন্ধন করিয়া গৃহে গমন করেন। পাঠের সময় অধ্যাপক মহাশয় কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিলে কমলাক্ষ সতীর্থ-বালকদিগকে বলেন, "বন্ধুগণ! কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি কর—কৃষ্ণস্মরণ কর—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর; কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন সমস্তই বৃথা,—কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্যই অধ্যয়ন;—জ্ঞান-চর্চ্চা বা শাস্ত্র পাঠের অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নাই, প্রেমভক্তি লাভ করাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য।" শান্তশিষ্ট ও সুবুদ্ধি বালকবৃন্দ তাঁহার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার সঙ্গে আনন্দে

হরিনাম কীর্ত্তন ও প্রমত্ত হইয়া নর্ত্তন করিতে লাগিল। দুষ্ট গর্ব্বিত ঈর্ষ্যান্বিত নির্ব্বোধগণ তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল। নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি তাহাদের বিরক্তি ও ক্রোধের কারণ হইল। অপরাধফলে তাহারা কমলাক্ষের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তিন বৎসরের মধ্যে কমলাক্ষ কলাপব্যাকরণ পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

একদা কমলাক্ষের জন্মতিথিতে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেছেন; নাভাদেবী তৈল, হরিদ্রা ও গন্ধ-দ্রব্যাদি স্নানোপকরণ লইয়া পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন—কমলাক্ষের দেখা নাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। সেদিন রাজপুত্র কমলাক্ষকে সঙ্গে করিয়া কালিকা-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া-ছিলেন, কমলাক্ষ তাহা করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া মূর্ত্তির সজ্জাদি দেখিতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহাকে বলেন,—কমলাক্ষ! দেবীকে প্রণাম কর, না করিলে ছাড়িব না, আমার অনুরোধেও প্রণাম করিতে হইবে। কমলাক্ষ তাহার কথা গ্রাহ্য না করায় রাজপুত্র কুপিত হইয়া ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এ কৃষ্ণবোলা কোথাকার! কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে! কালী মানে না—কালীকে প্রণাম করে না! ইহার অদ্ভুত কৃষ্ণভক্তিতে এ দেশ ছারখারে যাইবে।" এই তাচ্ছিল্য-প্রকাশক তীব্র ভক্তি-বিরোধময় উপহাস বাক্যে কমলাক্ষের অতিশয় ক্রোধোদয় হইল। তিনি আরক্তলোচনে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার করিয়া উঠিবামাত্র রাজপুত্র চমকিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এ সংবাদ রাজার নিকট সত্বর পৌঁছিলে, রাজা দ্রুতপদে অমাত্যবর্গসহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুত্র মৃতবৎ মন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে। কারণ অনুসন্ধানে এক বালকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা কুবের পণ্ডিতকে কমলাক্ষকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুবের পণ্ডিত বলিলেন, "আজ কমলাক্ষের জন্মতিথি, কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইতেছি না।'

কুবের কুমার পলায়ন করিয়া এক বল্মীকের গুহার মধ্যে লুক্কায়িত আছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সঙ্গীগণের সহিত সেই গুহা খনন করিয়া খেলা করিতেন। সেই গুহায় গম্ভীরভাবে তপস্বীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর বালকগণের নিকট ঐ স্থানের সন্ধানে বালকগণসহ কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পুত্রের অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কমলাক্ষ তপস্বীর ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। নাভা-দেবী তাঁহাকে কোলে করিয়া মিষ্টবাক্যে অনেক প্রবোধ দিয়া দেবী-মন্দিরে লইয়া গেলেন। নানা প্রকারে স্নেহ প্রকাশ করিয়া রাজপুত্রের অচৈতন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলাক্ষ বলিলেন,—'রাজপুত্রের বড় অহঙ্কার, সে অপরাধ করিয়াছে। আমাকে অতিশয় নিন্দা, অপমান ও কুবাক্য বলিয়াছে, তাহাতে আমি রাগ করি নাই। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রতি অপমান ও ঈর্ষাসূচক বিদ্বেষময় বাক্য প্রয়োগ করায় আমি বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চশব্দে তাড়ন করিয়া-ছিলাম। তাহাতেই এই অপরাধীর এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে।'

সকলে বিচার করিলেন কমলাক্ষ সাধারণ বালক নহে। ইহার অবমাননা-অপরাধ ফলে রাজপুত্রের এই অবস্থা হইয়াছে। কমলাক্ষের ক্রোধ সহজ নহে। রাজা ও রাণী প্রিয়তম পুত্রের এমতাবস্থার প্রতিকারার্থে কমলাক্ষের চরণ ধরিয়া কাতরে নানা-প্রকার স্তুতিবাক্যে প্রার্থনা করিয়া যাহাতে পুত্রের মঙ্গল লাভ ও সুস্থতা সম্পাদন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই রাজপুত্রের জন্য সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। নাভাদেবীও রাজপুত্রের সুস্থতার জন্য কমলাক্ষের মুখ-চুম্বন করিয়া অনুরোধ করিলেন। কমলাক্ষ সকলের কাতরতা ও মাতার অনুরোধে বলিলেন, রাজপুত্রের মুখে ভগবান, ভক্তি ও ভক্তের নিন্দায় এমতাবস্থা হইয়াছে। উহার মুখে শ্রীনারায়ণের চরণামৃতই প্রতিকার। তখন শ্রীনারায়ণের চরণামৃত রাজ-পুত্রের মুখে ও মস্তকে সিঞ্চন করাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ-পুত্রের সঙ্গালাভ হইল ও উঠিয়া বসিল।

রাজারাণী ও সকলেই আনন্দিত হইয়া কমলাক্ষের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন ও রাজপুত্রের মস্তকে প্রদান করিলেন। কমলাক্ষ বলিলেন—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দার ফলে তাহার উক্ত প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, তাহা প্রতিকারার্থে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করা কর্ত্তব্য। রাজা গৃহে যাইয়া কমলাক্ষের আদেশ পালন করিলেন। কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পুত্রসহ গৃহে যাইয়া কমলাক্ষের জন্মতিথিকৃত্য পালন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের আরও কতরূপ বাল্যলীলা হইয়াছিল, কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থে আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

ভক্তিরত্নাকরে—"অদ্বৈতের বাল্য-লীলা অতি চমৎকার। দেখে ভোগ্যবন্ত তা বর্ণিতে শক্তি কার"—বলিয়াই শেষ করিয়াছেন।

পৌগণ্ড লীলা—উপনয়ন:—কুবের পণ্ডিত কমলাক্ষের উপযুক্ত বয়সে শুভদিনে উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পাদন করিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি স্বভাবতই বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল ও মনোহর, আকৃতি সুগঠিত—অতিশয় সৌম্য, ভাব-গম্ভীর, উপনয়নকালে ব্রহ্মচারি বেশে তিনি অপরূপ শোভা ধারণ করিলেন; তাহা অতুল, অলৌকিক ও অবর্ণনীয়। যিনি সে বেশ ও শোভা দর্শন করিলেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—কুবের-কুমার কখনই মনুষ্য নহেন, কোন দেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিদ্যাবিলাস:—কমলাক্ষ স্বাভাবিক মেধা ও প্রতিভাগুণে অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া উচ্চতর দুরূহ গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের আদেশে অনেক ছাত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। সেই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন, তাঁহারা কমলাক্ষের নিকট অধ্যয়ন করিতে অতিশয় লজ্জা ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা মাৎসর্য্যবশে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যাপকের অসন্তোষ ও ক্রোধ উৎপত্তির ভয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্তরের সেই বিদ্বেষ ভাব ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সকল ছাত্র একদা রাজা দিব্যসিংহের নিকট যাইয়া কমলাক্ষের বিরুদ্ধে নানা

অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা শক্তি উপাসক, কৃষ্ণবিদ্বেষী ও বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণ। ছাত্রগণ বলিল—"কমলাক্ষ কালী মানেন না; —সর্ব্বদা কালীর নিন্দাবাদ ও অভক্তি প্রকাশ করেন;—আমাদিগকে কৃষ্ণভজন করিতে ও সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম জপ করিতে উপদেশ করেন, এজন্য তাঁহার সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদাই বিষম তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ হয়; আমাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট। যাহারা তাঁহার কথায় কৃষ্ণনাম করে, তাহারাই তাঁহার প্রিয়পাত্র—তাহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রণয়। তিনি অনেককে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তাহারা তাঁহার সহিত (পাঠ বন্ধ করিয়া) কীর্ত্তন ও নৃত্য করেন। ইহাতে আমাদের পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়; অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন।"

কমলাক্ষ রাজার পরমপ্রিয় সভাপণ্ডিতের পুত্র হইলেও কৃষ্ণানুরক্ত বলিয়া তৎপ্রতি রাজার বিলক্ষণ বিরাগ ছিল। ছাত্রগণ তাহা জানিত বলিয়াই রাজার নিকট কমলাক্ষের দোষ কীর্ত্তন করিতে সাহসী হইয়াছিল। রাজার ক্রোধোৎপাদন হইলেই কমলাক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অপমানের প্রতিশোধ হইবে, দুষ্ট ছাত্রগণ ইহাই মনে করিয়াছিল। ছাত্রগণের আবেদনের ছল পাইয়া রাজার পূর্ব্ব বিদ্বেষ অগ্নিতে ইন্ধন প্রাপ্তির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। গর্ব্বিত রাজা কমলাক্ষকে তিরস্কৃত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভক্তমহিমা ধন, বিদ্যা ও কুলাভিমানীর নিকট দুর্ব্বোধ্য। কমলাক্ষ বয়সে বালক, রাজা তাঁহাকে সামান্য বালক জ্ঞান

করিয়াই তিরস্কৃত ও অপমানিত করিতে সাহসী হইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে সেই বালকের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে ও তেজঃ দর্শনে তাঁহাকে ত্রস্ত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হইল।

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন রাজার কালিকালয়ে মহাসমারোহে উৎসব হয়। পূজা, উৎসব, গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। রাজা অমাত্যবর্গবেষ্টিত হইয়া উপযুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় কমলাক্ষও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন এবং কালীকে প্রণাম না করিয়া ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশপূর্ব্বক একস্থানে উপবেশন করিলেন। কালী প্রতিমাকে প্রণাম না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—কমলাক্ষ! তুমি সকলের প্রণম্যা জয়ন্তী দেবীকে প্রণাম করিলে না! শক্তিই সকলের আদি, শক্তি হইতে সকলের উৎপত্তি;—শক্তিই জীবের একমাত্র প্রণম্য ও উপাস্য-দেবতা, তুমি কি ইহা স্বীকার কর না? কমলাক্ষ বিনীত-ভাবে বলিলেন,—রাজন্! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমার সাধ্য ও আরাধ্য; তিনিই সকলেরই প্রণম্য ও একমাত্র আরাধ্য; তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত আধিকারীক দেবদেবীকে প্রণাম করা হইয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে আর কাহাকেও প্রণাম করিবার আবশ্যক হয় না বা তজ্জন্য কেহই রুষ্ট হ'ন না, বরং শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান, পূজা ও প্রণাম না করিলে অন্যান্য দেবদেবীগণ তাহার প্রতি রুষ্টই হন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেই সকল জীবের ও দেবদেবীর আনন্দ সম্পাদনই করা

হয়। অন্য কোন দেবতা কৃষ্ণভক্তের প্রণাম গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণভক্তও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রণাম করেন না, পূজা করেন না বা অবজ্ঞাও করেন না। অন্যথায় ঐকান্তিকী ও নিষ্ঠার অভাব হয়। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করে, তাহার ধর্ম্মজীবন লাভ বিষয়ে বহুবিধ বিড়ম্বনা ঘটে; বুদ্ধিমান ব্যক্তির এক ইষ্টে নিষ্ঠাবান হওয়াই কর্ত্তব্য।

এই কথায় রাজা রোষান্বিত হইয়া কহিলেন—কমলাক্ষ, তুমি যথার্থ তত্ত্ব অবগত হও নাই। ব্রহ্মের নানা রূপ, (ইহা বেদের সিদ্ধান্ত) দেবদেবী ব্রহ্মের রূপবিশেষ, দেবদেবীর বিদ্বেষে মহাপাতক জন্মে। সুধীব্যক্তি, ঈদৃশ পাপজনক কার্য্য কখনই করিবেন না, ভক্তি সহকারে সকল দেবতার পূজা করাই কর্ত্তব্য। সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রেতাযুগে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। জগন্মাতা দেবী ভগবতী, অতি দয়াবতী; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় জীবের মঙ্গল হয়, তাঁহার প্রতি ভক্তি, মুক্তি লাভের কারণ। জ্ঞানিগণ তাঁহার প্রতি কখনও বিদ্বেষ করেন না; বরং ভক্তিই করিয়া থাকেন। তুমি দুষ্টবুদ্ধি, ভ্রম-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর; কখনও কোনও বাধাবিঘ্ন ঘটিবে না, অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিবে।

এই কথা শুনিয়া কমলাক্ষ বিনীতভাবে কহিলেন—সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর স্বরূপ বিচারে বলেন :—
"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি-

দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ভগবানের স্বরূপশক্তি একটীই। তাঁহাকেই উপনিষদের পরাশক্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবন রক্ষয়িত্রী দুর্গা। সেই দুর্গাদেবী যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাবিধায়িনী, সেই মূল পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসমুদ্ভুত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজা ও স্বজনপরিত্যক্ত সমাধিনামক বৈশ্যের সময় হইতে ইহার পূজার প্রথা ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা দেবীর আরাধনায় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্ব্বিণ্নচিত্ত বৈশ্যকে জ্ঞান-লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সৌরাশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পূজার প্রথা জগতে প্রচলিত আছে, তাহা মহর্ষি বাল্মিকীকৃত মূল রামায়ণের কোনও স্থানেই পাওয়া যায় না। কথকতা শুনিয়া কবি কৃত্তিবাস যে বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ঐ বিষয় দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের স্থান বাঙ্গলা সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার কল্পিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া সারগ্রাহিগণ পরমার্থ জগতে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার রামায়ণে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় সাজাইয়াছেন। ব্রহ্মারুদ্রাদিদেবসেবিত বিষ্ণু, বিষ্ণুমায়া তাঁহার আজ্ঞাবাহিকা। দ্বিতীয়তঃ জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া,

তাঁহার প্রভাব ও কার্য্য প্রাকৃত বিমুখ ক্ষুদ্র বদ্ধ জীবের উপর সম্ভব। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবল্লীলার পোষকতা কল্পে যোগমায়ারই কার্য্য। তটস্থাশক্তিপ্রসূত অনুচিৎ বিভিন্নাংশ জীবগণ অনাদিবহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে যে প্রাপঞ্চিক জগতে পতিত ও কারারুদ্ধ হ'ন, তাহাই দেবীধাম বা দুর্গাদেবীর দুর্গ। পতিত অপরাধী জীবকে কারারক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটী আবরণে আবৃত করিয়া থাকেন। একটী মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ বা বাসনাময় কোষ, অপরটী বাসনাময় দেহের সহায়কস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ। এই দুইটী পোষাকে পরিহিত হইলে জীবের শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহে নানা প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়। কখনও মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করেন, কখনও বা পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, সুখী, দুঃখী, এইরূপ নানা প্রকার অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিরূপজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াভিনিবিষ্ট জীব নিজকে শোকে মোহে আচ্ছন্ন এবং অভাবগ্রস্ত মনে করে। তখনই ঐ কারা-কর্ত্রীর নিকট ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, রূপবতী ভার্য্যা, যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কামনা করিয়া পূজা করিয়া থাকে। কখনও সুখ-দুঃখ বোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অচিৎ হইয়া যাইতে চায়, কখনও বা জড়ীয় সুখ-দুঃখকে অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে জড়-ব্যতিরেক সুখলাভের আশায় ভগবানের আসন নিতে অগ্রসর হয়। দুর্গাদেবীও তাহাদিগের কামনা অনুযায়ী ধনজনাদি

প্রদান করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন, কখন ও বা তাহাদের আত্মবিনাশরূপ ভগবদ্বৈমুখ্যের দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সুকৃতিবান, তাঁহারা ঐ সকল ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাকে মহামায়ার কপট কৃপা জানিয়া বিষ্ণুমায়ার সংস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন, লিঙ্গ এবং স্থূলদেহের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিত্য ভাগবতী তনু লাভ করেন ও স্বরূপদেহে চিচ্ছক্তি হলাদিনীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

স্বরূপশক্তির ছায়ারূপা দুর্গার কার্য্যই বিমুখমোহন। সুতরাং কর্ম্মফলভোগী ও কর্ম্মফলত্যাগী বহির্ম্মুখজনগণ-কর্তৃক জগতে যে দুর্গাদেবীর আবাহন হয়, তাহা ভগবানের চিন্ময় ধামে বিরাজিতা চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী যোগমায়া দুর্গার ছায়া মাত্র। ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতা আছেন, তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্তি, কিন্তু জড়জগতে পূজিত দুর্গা-গণেশাদি দেবতা মায়াশক্ত্যাত্মক। ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবিকা যোগমায়াই ভগবৎ সেবা প্রার্থিনী ব্রজরাজকুমারীগণ কর্তৃক পূজিতা। সেই পূজায় কেবল ভগবৎ প্রীতি কামনা। নিজের ফলভোগ বা ফলত্যাগ কামনা নাই। যে সকল অতাত্ত্বিক অসারগ্রাহী ব্যক্তি ব্রজরাজকুমারীগণের কাত্যায়নী অর্চ্চন ব্রতের দোহাই দিয়া নিজ নিজ ভুক্তি-মুক্তি কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত মূর্ত্তির পূজাকে সমর্থন করিতে প্রয়াসী ; তাহারা কাত্যায়নীর চরণে, ব্রজরাজকুমারীগণের চরণে এবং শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া থাকেন। ব্রজকুমারীগণ কি প্রাকৃত বদ্ধ জীব?

তাঁহারা কি প্রাকৃত জড় দেশবাসী ? তাঁহাদের দেহ কি জড় দেহ ? তাঁহাদের কামনা কি বদ্ধজীবের কামনার তুল্য ? কিছুতেই নহে। তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হলাদিনীর কায়ব্যূহ, তাঁহাদের ধাম চিন্ময়, দেহ চিন্ময়, কৃষ্ণপ্রীতি-কামনাই তাঁহাদের কামনা।

এই জড়জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন। চিদ্বিলাসের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া এই জগতেও বর্ত্তমান। সুতরাং অপ্রাকৃত চিদ্ধামের প্রেমচেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কামচেষ্টা এক হইতে পারে না। ইহজগতে দেখা যায় প্রণয়িণী প্রেমিকের জন্য, পত্নী স্বামিসেবা লাভের জন্য ছায়াশক্তি মহামায়ার আরাধনা করে, তদ্দারা পত্নী বা প্রণয়িনীর স্বামী ও প্রেমিকের প্রতি ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই জড়জগৎ হেয়তা ও অবরতাপূর্ণ ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা কেবল নিজভোগমূলা। অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ হেয়তা ও অবরতা নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই একমাত্র ভগবৎ প্রতিই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। দেহাভিমানী জীব কি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারে যে, তাহাদের দুর্গা আরাধনা সেইরূপ ? ছায়াশক্তির কার্য্যই বিমুখমোহন। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবৎপ্রেম দান করিতে পারেন না। যাহার নিকট ধন নাই, তাহার নিকট ধন ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অতএব জগতের দুর্গা-আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনা মাত্র।

"নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা সংবাদে দৃষ্ট হয়—সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটীই পরাশক্তি আছে তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী পরাশক্তির বিজ্ঞান মাত্রেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু মহামায়া নামে একটী আবরিকা শক্তি ইঁহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইতেছে"। সুতরাং দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী, উভয়ে প্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরাশক্তির আবরিকা ছায়াস্বরূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে। রাবণ যে প্রকার মায়া-সীতা হরণ করিয়া চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি মনে করিয়াছিল, তদ্রূপ জগতের বদ্ধ জীব সকল ছায়াশক্তির আরাধনা করিয়াছি মনে করিলেও, তাহাদ্বারা প্রেমফল লাভ করিতে পারে না—অধিকন্তু মহামায়ার দ্বারা আরও মোহিত হয়। মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্তা। যে সকল বহির্ম্মুখ অপরাধী জীব সর্ব্বকারণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দের সেবা-বিমুখ, যাহারা গোবিন্দভজন পরায়ণ সাধু, সদ্‌গুরু বা সৎশাস্ত্রে আস্থাবান্ নহেন, সেই সকল পাষণ্ড জীবকে মহামায়া সংসার-দুর্গের কর্ম্মচক্রে পেষণ করিতে করিতে ভগবদুন্মুখ করিবার প্রয়াস পান। সুতরাং মহামায়ার ঐ চেষ্টা সাক্ষাৎ উন্মুখ করিবার চেষ্টা নহে, ব্যতিরেক চেষ্টা মাত্র। সেইজন্য মহামায়া

ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই ভাঃ (২।৫।১৩) বলিতেছেন—'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতিদুর্ধিয়ঃ' ॥

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ করেন, দুর্বুদ্ধি জীব সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি আমার এইরূপ শ্লাঘা করে। এখানে বিলজ্জমানা এই শব্দের দ্বারা এইরূপ বোধহয় যে মায়ার জীব-সম্মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে; কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বদাই জীব-গণকে সাধুগণের দ্বারা সাক্ষাৎ সেবাদানে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ইহা যদিও মায়া অবগত আছেন, তথাপি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হ'ন; তখন মায়া জীবের এই অনাদি-বহির্ম্মুখতা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবের স্বরূপের আবরণ ও অস্বরূপের আবেশরূপ কপট কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় স্বাবৃত জীবকে আমি আমার বুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্রাদি-ধন-জন প্রদান করিয়া আরও অস্বরূপের আবেশে বিপন্ন করিয়া থাকেন। এইজন্য মায়া লজ্জিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতে পারেন না। কিন্তু ইহা দ্বারা মায়া-কর্ত্তৃক ভগবানের প্রীতি ব্যতিরেক সেবা হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী যে দুর্গাদেবী, ভগবানের দৃষ্টিপথে যাইতে লজ্জা পান, তাঁহার আরাধনা দ্বারা পরম পুরুষার্থ ভগবৎ প্রেম লাভ হয় না, ধর্ম্ম-অর্থাদি অপবর্গ দ্বারা মোহিত হওয়া যায়।

ভগবান্ মায়ার কার্য্যে কোনও হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু পরমকারুণিক ভগবান্ জীবগণকে মায়ার কবলে পেষিত হইতে দেখিয়া মায়ার আশ্রয় করিলে তাহাদের ভয় অপগত হইবে না, ইহা জানিয়া তিনি জীবগণকে আপনার সম্মুখীন করিবার জন্য শাস্ত্ররূপে উপদেশ দিয়া থাকেন—"আমার এই ত্রিগুণময়ী দেবী মায়া দুষ্পারা, কেবল যাহারা একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ঐ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পান"। (গীতা ৭।১৪)। এবং "সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুমুখ-গলিত, মায়ার বিনাশ করিতে শক্তিশালী হৃদয় ও কর্ণ-পরিতৃপ্তিকারী আমার কথা সেবা করিতে করিতে শ্রবণ করিলে শীঘ্রই আমার সেবায় শ্রদ্ধা-রতি ও ভক্তির ক্রমশঃ উদয় হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সাধু ও গুরুর আশ্রয়ে একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভগবানে শরণাপন্ন হ'ন তাঁহারাই চরম মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।" ভাঃ ৩।২৫।২২। আরও যে দেবী প্রাণি-হিংসা-যজ্ঞে উল্লাসিতা, তাঁহার উপাসনা কখনও কর্ত্তব্য নহে। তিনি যদি জগন্মাতা হন্ —জগতের জীব তাঁহার সন্তান হয়, তবে সন্তান বধে কেমন করিয়া হর্ষ লাভ করেন? যদি বলেন "পশুবলি গ্রহণ তাঁহার নির্দ্দয়তা নহে; বরং সম্পূর্ণ সদয়তা। কারণ বলি গ্রহণে বলীকৃত পশু লাভবান্ হয়; পশুত্বমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। যজ্ঞার্থে পশু বধে মানবেরও পাপস্পর্শ হয় না; যজ্ঞের নিমিত্ত পশু হনন, হিংসা মধ্যে গণ্য নহে।" তদুত্তরে বলিতেছি যে,—মুক্তির এমন সহজ উপায় থাকিতে লোকে পিতামাতার উদ্ধার কামনায় নানারূপ কষ্ট ভোগ করে, কিজন্য?

কালী পূজা করিয়া বৃদ্ধ বা মুমূর্ষু পিতা মাতাকে বলিদান করিলেই ত তাঁহারা মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারেন ?

কমলাক্ষের এই সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এ বালক সাধারণ মনুষ্য নহেন। সকলেই আনন্দিত। কেবল রাজা এই সকল সুসিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যের কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কুবের পণ্ডিত রাজার এমতাবস্থা দর্শনে তাঁহাকে কিছু শান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—কমলাক্ষ ! এত বিচার ও তর্কের প্রয়োজন কি ? তুমি মহারাজের সন্তোষ বিধানের জন্য ও আমার আদেশ পালনার্থে দেবীকে একবার প্রণামটী কর না কেন। ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। "সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি"। তখন কমলাক্ষ রাজাকে সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা ও 'প্রণাম-দিবার জন্য ও পিতার আদেশে' বলিলেন "আচ্ছা আমি এখনই যাইয়া দেবীকে প্রণাম করিতেছি, দেখুন কি ফল হয়।" এই বলিয়া কমলাক্ষ দেবীর সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিলেন। কমলাক্ষ যে মহাবিষ্ণু ও সদাশিবের অবতার, দেবী কি করিয়া নিজ প্রভুর প্রণাম গ্রহণ করিবেন ! অমনি অকস্মাৎ সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির অঙ্গ বিদীর্ণ—বিভিন্ন ও মহাশব্দে ভূপতিত হইল। সকলেই এই অত্যাশ্চর্য্য অমঙ্গলময়ী ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্তব্ধীভূত হইল। রাজাও "কি হইল, কি হইল, সর্ব্বনাশ ঘটিল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বিবশ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পারিষদবর্গ রাজার অবস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন, মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। কমলাক্ষ তথা হইতে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কমলাক্ষ গৃহে আসিয়া পিতার সহিত পরামর্শ করিলেন, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে। রাজা অতি-পাষণ্ড, এখানে বাস করিলে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই রাজ্য পাপপূর্ণ হইয়াছে। অচিরে নানারূপ বিপদ ও অমঙ্গল ইহাকে শান্তিহীন ও অসুখের আগার করিবে। গঙ্গা-তীরস্থ পুণ্যভূমি শান্তিপুর আমার স্বদেশ, তথায় আপনাদেরও শান্তিস্থান। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর শান্তি-পুরে যাওয়াই কর্ত্তব্য। পুত্রের বাক্যে পিতা পরম আনন্দিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং সত্বর শান্তিপুরে গমনের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেশের সকলেই কমলাক্ষের মাহাত্ম্য ও রাজার দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাজার পাপে দেবী চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভাবী অমঙ্গলের আশা অবশ্যম্ভাবী, ইহাও বলিতে লাগিল। এই সকল কথা এবং আরও মর্ম্মান্তিক সংবাদ—"কুবের পণ্ডিত, যিনি রাজার পরম হিতৈষী মন্ত্রী, তাঁহাকে ছাড়িয়া শান্তিপুর গমন করিবেন" রাজার কর্ণগোচর হওয়ায় রাজা অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে কুবের আচার্য্যের আবাসে উপনীত হইলেন। রাজা কুবের পণ্ডিতের নিকট যাহাতে তিনি শান্তিপুর গমনের ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করেন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া সজলনেত্রে গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার ঐ অবস্থা দেখিয়া

কুবের আচার্য্যের হৃদয় দ্রবীভূত হইল ; তিনি কিরূপে রাজার প্রার্থনায় অসম্মত হইবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার হৃদয় বুঝিয়া কমলাক্ষ কহিলেন, পিতঃ ! আমি এখানে কিছুতেই থাকিব না। বিচক্ষণ কুবের আচার্য্য রাজার সম্মান রক্ষার্থ বলিলেন, 'মহারাজ ! আপনি প্রজাবৎসল প্রবলপ্রতাপ নরেশ্বর, পরম উদার, ক্ষমাশীল, গভীরবুদ্ধি ও মহাজ্ঞানী। আমার বালক পুত্রের দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি ইহাকে লইয়া শান্তিপুর গমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি ; আপনি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করুন। শুভদায়িনী দেবীর কৃপাতে আপনি চিরকাল পরমসুখে রাজ্য ভোগ করিতেছেন, উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সত্বর নূতন দেবী প্রতিষ্ঠিত করুন। আচার্য্যের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, ধীমন্ ! আপনার এই অসাধারণ সর্ব্বগুণময় সর্ব্বশক্তিমান পুত্রের নিকট আমি না বুঝিয়া ও দুষ্টলোকের প্ররোচনায় মহা অপরাধ করিয়াছি। উঁহাকে তিরস্কার ও অপমান করিয়াছি এবং উঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছি ; জানিনা সেই বিষম অপরাধে আমার কি নিদারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যে বালক, দেবী ভগবতীকে দণ্ড বিধান করিতে সমর্থ, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা অসাধারণ বালকের নিকট অপরাধ করিয়াছি, আমার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া কমলাক্ষের চরণে পতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, আমি মহা অপরাধী পতিত, অজ্ঞ, দীন, বিবেক-বুদ্ধি-হীন, পামর; না বুঝিয়া আপনার শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, এক্ষনে আপনার অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম।

আপনি পরম দয়াল, শরণাগতপালক, দীনবৎসল ও অভয়দাতা ; আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, নচেৎ আমার আর কোনও মঙ্গল নাই। আমি বুঝিয়াছি আপনি ঈশ্বর, সকলই আপনার পক্ষে সম্ভব। রাজার এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে কমলাক্ষ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি কৃষ্ণদাস—ক্ষুদ্র জীব, আমাকে এ প্রকার অযথা স্তুতি করিবেন না। আপনি ভক্ত ও ভগবানের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধীর সহিত বাক্যালাপেও জীবের পতন হয় সেজন্য তাহাদের সঙ্গত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি রাজা, রাজার সহিত প্রজার বিশিষ্ট সম্বন্ধ ; প্রজাকে রাজার ধর্ম্মাধর্ম্ম -পাপ-পুণ্যের ফলভাগী হইতে হয়। বিশেষতঃ আপনি কৃষ্ণনিন্দা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাসী দেবী কখনই কৃষ্ণনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না ; তিনি কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে অসমর্থা হইয়া আপনার সেবনীয়া দেবী বিদীর্ণা হইয়াছেন, আমি কি করিব" ?

নৃপতি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দৃঢ়ভাবে কুবের কুমারের 'পদধারণ করিয়া নানা কাকুবাক্যে স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গে যাইব, আমার রাজ্যে আর প্রয়োজন নাই, পুণরায় দেবী নির্ম্মাণেরও ইচ্ছা নাই। এতদিন সেবা করিলাম, তথাপি দেবী ছাড়িয়া গেলেন ! আপনার দৃষ্টিপাতমাত্র পলায়ন করিলেন। আমি নিঃসংশয় জানিয়াছি, মায়া যাঁহার দাসী, আপনি সেই সর্বশক্তিমান্

নিখিলেশ্বর বিষ্ণু। কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়া নিজ শরণাগত সেবককে পালন করুন। কুবের তনয় বলিলেন—আমি ক্ষুদ্রজীব, আমাকে ঐপ্রকার স্তুতি করিবেন না। রাজা সে কথায় ভুলিলেন না। পুনরায় নানা প্রকার কাকুবাদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে কমলাক্ষের শ্রীচরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাময় প্রভু রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—রাজন্, আর রোদন করিবেন না; কৃষ্ণনাম লউন,—কৃষ্ণের ভজন করুন। কৃষ্ণ অনন্তগুণধাম, পরম দয়াল, পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা, অগতির গতি, পতিতের বন্ধু, অপরাধীর ত্রাণকর্ত্তা; একান্তভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হউন,—তাঁহার সেবা পূজা করুন। বৈষ্ণবের সেবা করুন, কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করুন, কায়মনোবাক্যে ভক্তের গৌরব রক্ষা করুন, যে মুখে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করিয়াছেন, সেই মুখে নিরন্তর তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, অচিরে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন। গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মান ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা করুন ও কৃষ্ণের সেবক অভিমানে রাজত্ব করুন। কিছুদিন এইভাবে সৎসঙ্গে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে অপরাধ ক্ষয়ে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তখন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আমার নিকট গমন করিবেন। সেই সময় সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। রাজা অবনত মস্তকে তাঁহার কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া পুনরায় আরও কিছুদিন তথায় অবস্থানের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কমলাক্ষ কহিলেন, আমি শান্তিপুর গমনের

সমুদয় উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছি। শান্তিপুর গমনের জন্য আমার মনও খুব ব্যাকুল হইয়াছে; শান্তিপুর আমার স্বদেশ অতএব আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

রাজা অগত্যা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কুবের-আচার্য্য ও কমলাক্ষের বিচ্ছেদ-দুঃখ রাজার অসহনীয় হইল। কমলাক্ষের চরণে অপরাধ ক্ষালনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ রাজাকে বড়ই ক্লিষ্ট করিল। তখন কমলাক্ষের পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা বিদায় গ্রহণ করিলেন। গ্রামস্থ বন্ধুবর্গ কুবের পণ্ডিতের শান্তিপুর গমনের সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইলেন। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কুবের-পণ্ডিতের সঙ্গে থাকিতে প্রস্তুত হইলেন। কমলাক্ষ পিতামাতা ও বন্ধুগণসহ শান্তিপুর গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশবর্ষসীমা অতিক্রম করিয়াছে মাত্র। কমলাক্ষ পিতামাতা-সহ শান্তিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। পিতার বন্ধুগণ নবদ্বীপে গমন করিলেন।

রাজা দিব্যসিংহ কমলাক্ষের আদেশ মত একটী উচ্চচূড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথা বিধানে সেবা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সমুদয় স্বগণ কৃষ্ণভক্ত হইলেন। নিষ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার পালন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা রাজ্ঞী পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। বহুদাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও রাজা ও রাজ্ঞী স্বহস্তে শ্রীমন্দিরমার্জ্জন ও সেবাকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাজা কমলাক্ষের কৃপায় কৃতার্থ হইলেন।

শাস্ত্রাধ্যয়ন :—কমলাক্ষ শান্তিপুরে যাইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ষড়্-দর্শন পাঠ সমাপ্ত করিলেন। পিতার আদেশে বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ফুল্লবাটীতে প্রসিদ্ধ বেদ-অধ্যাপক শান্ত-আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তথায় বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শান্ত-ভট্টাচার্য্য প্রশান্তস্বভাব, বহুশাস্ত্রবিশারদ ও মহাপণ্ডিত। তাঁহার সন্তানাদি নাই; গৃহে কেবল সহধর্ম্মিণী আছেন। সহধর্ম্মিণীও তাঁহার ন্যায় শান্ত-প্রকৃতি। ফুল্লবাটী (ফুলিয়া) গ্রামে গঙ্গার তীর সন্নিধানে তাঁহাদের আলয়। উভয়ে নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবন-যাপন করেন। শান্ত-ভট্টাচার্য্য দেশবিখ্যাত অধ্যাপক; তাঁহার বহু সংখ্যক ছাত্র। তিনি সমস্ত ছাত্রকে অতীব যত্ন ও স্নেহ সহকারে অধ্যয়ন করান এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রের বিচার করেন। কমলাক্ষ তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—মহাভাগ! আপনি অদ্বিতীয় অধ্যাপক; আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন-মানসে আসিয়াছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ছাত্রত্বে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।

কমলাক্ষের অসাধারণ অলৌকিক ভাব, অনুপম সৌন্দর্য্য ও নানা প্রকার সুলক্ষণ দর্শনে শান্তাচার্য্য বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলাক্ষ বিনীতভাবে যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলেন। অধ্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা করাতে কমলাক্ষ বলিলেন,—আমি সাহিত্য, অলঙ্কার ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বর্ত্তমানে ষড়্-দর্শন পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। ইহা শুনিয়া

শান্তাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পরীক্ষা করিলেন। কমলাক্ষ পরীক্ষায় অদ্ভুত শিক্ষার পরিচয় দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, কিন্তু কুবের-তনয়ের ন্যায় ছাত্র তাঁহার নিকট আর কখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই। তিনি যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন এবং বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি কি অধ্যয়ন করিবে? কমলাক্ষ কহিলেন, আপনি যাহা পাঠ করিতে অনুমতি করিবেন, তাহাই পাঠ করিব, আপনার অভিমতই আমার শিরোধার্য্য; আপনার কৃপা হইলেই আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে,—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শান্তাচার্য্য ভাবিলেন, কমলাক্ষের বয়স যদিও অল্প, তথাপি তিনি উন্নত জ্ঞানের অধিকারী; তাঁহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে হইবে। কমলাক্ষ বেদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা আচার্য্যকে চমৎকৃত ও বিমোহিত করিল। তিনি ভাবিলেন—এ বালক মনুষ্য নহে, কোন ভগবদবতার হইবেন। সুধীবর আচার্য্য ঐকান্তিক স্নেহে তদীয় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

নিঃসন্তান শান্তাচার্য্যের পুত্রাভাব কমলাক্ষ দূর করিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় শান্তাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য সর্ব্ববিষয়ে কমলাক্ষের বৈশিষ্ট্য দর্শনে তৎপ্রতি অধিক হইতে অধিকতর স্নেহবান হইতে লাগিলেন। একদা বেদান্তবাগীশ শান্তাচার্য্য ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন। গঙ্গার সংলগ্ন অগাধ-সলিল একটী বৃহৎ বিলে পদ্মবনে একটী

সুবৃহৎ পদ্ম ফুল ফুটিয়া রূপে ও গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে। আচার্য্য হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ পদ্মটী আনিতে পার ? সকলেই বলিলেন, "সর্পবহুল কণ্টকাকীর্ণ অগাধ সলিলে প্রস্ফূটিত পদ্ম আনা আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কমলাক্ষ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা হইলে আমি অতি সহজে উহা আনয়ন করিব। এই বলিয়া কমল পত্রে পদবিক্ষেপ করিয়া অনায়াসে সেই পদ্ম পুষ্প আনিয়া গুরুকে অর্পণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে আসিয়া নির্জ্জনে কমলাক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! তুমি এই অলৌকিক কার্য্য কোন বিদ্যার প্রভাবে, না দৈববলে করিলে ? আমি তোমার শিক্ষা-গুরু, সত্য করিয়া বলো। কমলাক্ষ কহিলেন, যে ব্যক্তি শ্রীহরির অনুগত হয়, সমুদয় সিদ্ধি তাহার অধীন হইয়া থাকে। আচার্য্য কমলাক্ষের বাক্যে তৃপ্ত হইলেন না—বুঝিলেন, অপ্রগল্‌ভতা হেতু বালক প্রকৃত পরিচয় দিল না।

অসাধারণ শিক্ষা-সামর্থ্যশালী, অপ্রতিম-মেধাবান্ ও বুদ্ধিমান্ কমলাক্ষ, অল্প দিন মধ্যে সমুদয় বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর আচার্য্যের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দূর অধ্যয়ন হইলে, এক দিন তাঁহার মুখে সিদ্ধান্তসার অতিগুহ্য তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া শান্তাচার্য্য বিচার করিলেন, কমলাক্ষ কুমার বয়সে যে সমস্ত তত্ত্বকথা কহে, তাহা কখনই জীবশক্তিতে সম্ভবনীয় নহে, কমলাক্ষ নিশ্চয়ই—ঈশ্বরাবতার।

কিয়দ্দিবস পরে কমলাক্ষের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সাঙ্গ হইল। তিনি গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। বিচ্ছেদাশঙ্কায়

গুরু অবর্ণনীয় ব্যথিত হইলেন। তিনি কমলাক্ষকে "বেদপঞ্চানন" উপাধি প্রদান করিয়া গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যপদে প্রণাম করিলে, আচার্য্য তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জড়প্রায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আচার্য্যানীও সন্তানসম স্নেহভাজন ও নয়নরঞ্জন কমলাক্ষের অদর্শন-জনিত দুঃখ চিন্তা করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্তা হইতে লাগিলেন। কমলাক্ষের সতীর্থগণও তদীয় সুপবিত্র সহবাস-বিরহে কিরূপে কালযাপন করিবেন ইহা ভাবিয়া বিকলান্তঃকরণে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যের আশ্রম ঘোরতর বিষাদের লীলাস্থান হইল। কমলাক্ষ সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গনাদিদ্বারা ও প্রণয়-মধুরবচনে সান্ত্বনা প্রদান করয়া শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। তিনি নিমিষ-মধ্যে সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। তাঁহার সতীর্থগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া ম্লানবদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তিনি যেন মন্ত্র প্রভাবে কি দৈববলে অদৃশ্য হইলেন। কমলাক্ষ শান্তাচার্য্যের আলয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া সত্বর শান্তিপুরে উপনীত হইলেন এবং ব্যাকুল পিতা-মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহাদের হৃদয়ধন নয়ননন্দন পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

কৈশোর-লীলা।

শান্তিপুরে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ পিতা মাতার সেবা ও ভাগবত চর্চ্চাই তাহার ব্রত হইল। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে শান্তিপুরের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইলেন। সকলেই একবাক্যে

তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি যেন শান্তিপুর-বাসীর জীবন-স্বরূপ হইলেন। পণ্ডিত সমাজ বলিতে লাগিলেন, কমলাক্ষ কখনও মনুষ্য নহেন,—নিশ্চয়ই কোন দেবাবতার; মনুষ্যে কি কখনও এ প্রকার সর্ব্বসাধারণের অন্তর আকর্ষণ করিতে পারে ও এ প্রকার পাণ্ডিত্য সম্ভবপর হইতে পারে? কুবের আচার্য্য ধন্য—বহুজন্মের পুণ্য ও তপস্যার ফলে ঈদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই এই পুত্র হইতে দেশ উদ্ধার হইবে। তখন কমলাক্ষের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন।

একদিন কুবের পণ্ডিত কমলাক্ষকে কহিলেন, "আমার বয়ঃক্রম উননব্বই বৎসর হইয়াছে, আর অধিক দিন এ জগতে থাকিব না, আমরা পরলোকে গমন করিলে গয়াতীর্থে শ্রীগদাধরের পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিও"। ইহার অল্পদিন পরেই কুবের পণ্ডিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পিতৃভক্ত কমলাক্ষ পিতৃবিয়োগে কাতর হইলে জ্ঞানবতী লাভাদেবী তাঁহাকে নানাপ্রকার শান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিলেন। কুবের পণ্ডিতের মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইয়া চিতায় স্থাপিত করিয়া দাহ করিতে লাগিলেন। ধূধূ শব্দে চিতা প্রজ্বলিত হইতেছে, অকস্মাৎ লাভাদেবী সেই জ্বলন্ত চিতায় গিয়া শায়িত হইলেন। পতিব্রতা লাভাদেবী কুবের পণ্ডিতের সহিত সহমৃতা হইলেন। কমলাক্ষ একেবারে অধীর হইয়া পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মতান্তরেঃ—চর্ম্মচক্ষুর অপ্রত্যক্ষ শূণ্যচর এক দিব্য পুষ্পকরথ আগমন করিল; পুণ্যবান ভক্তদম্পতি সেই রথে আরোহণ

করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তখন কমলাক্ষ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কমলাক্ষ বিবেকবলে শোক সম্বরণপূর্ব্বক পিতামাতার পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন করিলেন। লৌকিক আচারে কমলাক্ষ ক্ষণিক শোক প্রকাশ করিয়া শোক-দুঃখ-ভয়াতীত মহাপুরুষ আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার সংসারে আর কেহ নাই, তিনি একেশ্বর। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ মাত্র।

তীর্থ-পর্য্যটন

কিছুদিন পরে পিতার আদেশ পালনের ছলনায় গয়াতীর্থ গমন লক্ষ্য করিয়া তীর্থকে তীর্থকৃত করিবার ও জীবোদ্ধারার্থে কমলাক্ষ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। একাকী পদব্রজে কৃষ্ণনামোচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমভরে চলিতে লাগিলেন। মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম,—ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে হুঙ্কার,—কলেবরে কদম্ব কলিকার ন্যায় রোমাঞ্চ উদয় ইত্যাদি নানা সাত্ত্বিক ভাব-সকল তৎকালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদতীর্থ গয়াধামে উপনীত হইলেন। তাঁহার ভাবাদি দর্শনে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া গয়াসুর-মস্তকে স্থাপিত গদাধর-পদে পিণ্ড-দানাদি ও দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ বিধান করিলেন। তথা হইতে নাভী গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

প্রেমোন্মত্তে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কিছুদিনে রেমুনায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথ দর্শনে বিহ্বল হইলেন।

কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও নৃত্য করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূণ্য হইলেন। বহুক্ষণ পরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি করিয়া শ্রীগোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। তথা হইতে নাভিগয়ায় যাইয়া পিণ্ডাদি দান করিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও নানাপ্রকারে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে চৈতন্যসঞ্চার হইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পাইনু শ্রীকৃষ্ণধন পুনঃ কোথা গেল! অতঃপর উদণ্ড নৃত্য, হাস্য ও ক্রন্দন করিতে করিতে দিবারাত্রি অতিবাহিত হইল। অরুণোদয় হইলে বাহ্যজ্ঞান লাভ হইল। তখন বাসা ঠিক করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সমুদ্র স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের অপূর্ব মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথাকার সকল তীর্থ প্রেমানন্দে দর্শন করেন। প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দর্শন, সমুদ্র স্নান ও মহাপ্রসাদ সেবনে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ দেবের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়া কমলাক্ষ দক্ষিণের তীর্থ সমূহকে তীর্থীকৃত করিতে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাই, সুরামত্তের ন্যায় চলিতে চলিতে মন্থর

গতিতে যদৃচ্ছাক্রমে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিলেন। গোদাবরী, কাবেরী, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, পাপ-নাশন, দক্ষিন মথুরা প্রভৃতি দক্ষিণের যত তীর্থ আছে সর্ব্বত্র নৃত্য-গীতাদি দ্বারা বিহ্বল হইয়া সকল তীর্থ দর্শন করিলেন। বহুদিনের পর সেতুবন্ধে উপনীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিতে মুর্চ্ছিত হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য-গীতাদি ও স্তববন্দনাদি করিলেন। ধনুতীর্থে যাইয়া স্নানাদি করিলেন। রামেশ্বর-শিব অবলোকন করিয়া নৃত্য, গীত, স্তব ও বন্দনাদি করিলেন। কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া রামভক্তের নিকট শ্রীরামায়ণ শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন।

তথা হইতে দক্ষিণ কানাড়ায় শ্রীমধ্বাচার্য্য আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথার মাধ্বী সম্প্রদায়ি সাধুগণ নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করেন। তাঁহাদের মুখে ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কমলাক্ষ পরমানন্দিত হইলেন। অন্যান্য তীর্থে ভক্তি যোগের ব্যাখ্যা কোথাও শুনিতে না পাইয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া তীর্থাদি ভ্রমণ করিতেছিলেন। এখানে আসিয়া ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তথায় প্রেম-ময়তনু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরিপাদ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কমলাক্ষের ভাব ও প্রেমোদয়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন—ইনি মহাভাগবত বা কোনও ভগবতাবতার হইবেন, নচেৎ এ প্রকার প্রেম মনুষ্যে অসম্ভব। তখন সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ-নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণনাম করিবার পর কমলাক্ষ হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণ নাম

করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরিপাদ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উভয়ে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণ বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান লাভ হইল। বহুক্ষণ ইষ্ট গোষ্ঠী হইল। উভয়ের মিলনে যে কি অপূর্ব আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

কিছুদিন কমলাক্ষ তথায় অবস্থান করিয়া উভয়ের ইষ্ট গোষ্ঠী হইতে লাগিল। উভয়েই বলিলেন জগৎ ব্যবহার রসে প্রমত্ত। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণপ্রেম কোথাও শুনা বা দেখা যায় না; কি প্রকারে এই অজ্ঞ দুর্গত জীবের উদ্ধার হইবে? উভয়েই পরদুঃখ-দুঃখী জীববান্ধব মহাভাগবত। উভয়ের কোমল হৃদয়ে ব্যথা অনুভব হইতে লাগিল। তখন কমলাক্ষ বলিলেন, ইহা কোন দেব বা মনুষ্যের সাধ্য নাই। আমার প্রভু যদি নিজে আসিয়া উদ্ধার করেন তবেই মঙ্গলে নচেৎ আর কোন উপায় দেখিতেছি না। কেহ কাহাকেও ছাড়েন না, সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীতে কয়েকদিবস কাটিল। একদিন প্রাতঃকালে কমলাক্ষ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যদিও উভয়ের বিচ্ছেদ অসহনীয় তথাপি শ্রীভগবদিচ্ছায় ভগবৎ কার্য্যে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। বিদায়কালে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীল পুরিগোস্বামীর পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া কমলাক্ষ অন্যতীর্থ পবিত্র করিতে চলিলেন। তৎকালীন অবস্থা বর্ণন করা অসাধ্য।

কুবের নন্দন তথা হইতে নানা তীর্থ দর্শন করিতে করিতে দণ্ডকারণ্য এবং তথা হইতে নাসিকাদি তীর্থ দর্শন করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীলক্ষ্মী বাসুদেবকে প্রণাম, বন্দনা ও নৃত্য-গীতাদি করিলেন। তথা হইতে প্রভাস, পুষ্করাদি, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার প্রভৃতি ভ্রমণান্তর বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ, ব্যাস অবলোকন করিয়া প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন, স্তব-স্তুতি করিয়া গোমুখী তীর্থে উপনীত হইলেন। তথা হইতে গণ্ডকী শালগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়া তথা হইতে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত এক শালগ্রাম শিলা গ্রহণ করিয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন।

মিথিলায় জনকনন্দিনী সীতাদেবীর আবির্ভাব স্থান দর্শন করিয়া তথাকার ধুলিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন (১৩৭২ শক)। মিথিলায় অবস্থান কালে একদা সহসা মধুময় সুললিত কৃষ্ণগুণ গান ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে স্বর লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন—এক ব্রাহ্মণ বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সুমধুর কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপের অপূর্ব্ব বর্ণন শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণগতপ্রাণ প্রভু অদ্বৈত প্রেমাবেশে গায়ককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক প্রেমদান করিলেন। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতাচার্য্যের আলীঙ্গনে গায়ক প্রেমময় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পাদপদ্ম ধারণ করিলেন ও তাঁহাকে মহাভাগবত জ্ঞানে বন্দনা করিলেন। অদ্বৈত বিষ্ণু স্মরণ করিয়া গায়কের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গায়ক বলিলেন—আমার

নাম বিদ্যাপতি, রাজান্ন পালিত, সাধুর আলাপের অযোগ্য,—ঘোর বিষয়ী। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই-গীত কাহার রচিত? বিদ্যাপতি বলিলেন, আমিই বাতুলতা প্রকাশ করিয়া এই গীত রচনা করিয়াছি; আপনি সারগ্রাহি সাধু, তাহাতেই ইহা আপনার প্রীতিকর হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, এমন বর্ণন ও সুমিষ্ট স্বরালাপ আমি কখনও শুনি নাই। আমি উহাতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছি। বিদ্যাপতি বলিলেন, আপনাকে কে আকৃষ্ট করিতে পারে? আপনি নিজগুণে আমাকে কৃপা ও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, তোমার রচিত গীতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন, জীব আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইবার পর তিনি বিদ্যাপতিকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বিদ্যাপতি ভূমেতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুদিনে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া পুলকভরে শ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মস্থানে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের লীলারমাধুর্য্য স্মরণ করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দনের পর "রাবণকে বধ কর" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং আবিষ্টচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ সেই ভাবে অতিবাহিত হইলে পর তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। তখন সরযুজলে স্নান করিয়া অন্যান্য শ্রীরামলীলার স্থানসকল দর্শন করিলেন।

তথা হইতে নাভা-নন্দন বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

তথায় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া প্রথমে আদিকেশব তদনন্তর বিন্দুমাধব দর্শন করিলেন। বিন্দুমাধবের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন, পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তুতির মর্ম্ম এইরূপ ;—"হে মাধব! হে হরি! আমি তোমার অসীম দয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ; তুমি ভক্তবৎসল—বাঞ্ছাকল্পতরু। তোমার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, যাঁহারা এখানে দেহত্যাগ করে, তুমি সে সমস্ত জীবকে মুক্তি প্রদান করতঃ নিত্যধামে প্রেরণ করিয়া থাক। তোমার সম্যক্ তত্ত্ব, ব্রহ্মা ও শিবের অবিদিত, আমি সামান্য জীব, আমি তাহার কি জানি? তোমার অনন্ত মহিমা ; দেব মানব কেহই তাহার অন্ত অবগত নহে।" বিন্দুমাধব দর্শনের পর তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া পূজান্তে ঊর্দ্ধকরে নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। কাশীতে তিন দিন অবস্থান পূর্ব্বক তথায় বহু যোগী, সন্ন্যাসী ও অযাচক সাধুর নিকট ভক্তি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবসে রাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীবিজয়পুরী পাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম—শ্রীহট্টে নবগ্রামে নিবাস ছিল। ইহার পিতা, লভাদেবীর পিতৃ-পুরোহিত ছিলেন। পূর্ব্ব পরিচিত এবং বর্ত্তমানে ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের কৃপায় প্রেম লাভ করায় উভয়ের সম্মিলন বড়ই মধুর হইল। সারারাত্র জাগরণ করিয়া উভয়ে কৃষ্ণ-কথা আলাপনে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতে কুবেরতনয় প্রয়াগ যাত্রা করিলেন।

শ্রীমদ্বিজয়পুরী কাশীতেই রহিলেন। কুবেরতনয় কিছুদিনে প্রয়াগে উপনীত হইয়া তথাকার দর্শনীয় স্থান সকল প্রেমানন্দে দর্শন ও তথাকার কৃত্যাদি সমাপন করিলেন। তথায় অক্ষয়-বট ও ভীমের গদা দেখিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীমথুরামণ্ডল দর্শন :—"বৃন্দাবনে কথোদিন কৃষ্ণে আরাধয়।" (ভক্তিরত্নাকর ১২।১৭৭৩)। অনন্তর শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রয়াগ হইতে মথুরা যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীমথুরামণ্ডলে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি; মথুরায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও লীলা-স্থানাদি দর্শন করিলেন। কখনও মথুরার রজে লুণ্ঠন, কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন হুঙ্কার ইত্যাদি ভাবে বিহ্বল হইয়া পুলকিত অঙ্গে অশ্রুজলে স্নাত হইয়া সকল লীলাস্থান সন্দর্শন করিলেন। মধ্যে মধ্যে হা কৃষ্ণ! হা মথুরানাথ! হা বাসুদেব! হা নন্দনন্দন! হা যশোদা-দুলাল! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও হুঙ্কার করিতে করিতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এইরূপে ব্রজমণ্ডলের সকল লীলা-স্থানই ক্রমে ক্রমে দর্শন করিলেন।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে মধুবনে উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি উগ্র-প্রকৃতি, পরুষভাষী, পণ্ডিতাভিমানী, তার্কিক, বিবাদপটু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। সকলেই তাহাকে ব্যাঘ্রবৎ ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ক্রোধে অধীর হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দুকের শাস্তি দিবার জন্য চতুর্ভুজ ভৈরবমূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক ভীষণ তর্জ্জনগর্জ্জন ও ভুজদণ্ডের আস্ফালন করিয়া বলিলেন, ওরে পাষণ্ড! আজি তোর রক্ষা নাই; তোর শরীর আজি শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, মহারুদ্র তেজঃ, অগ্নিময় বাক্যে সেই ব্রাহ্মণ-ব্রুব ভীত ও কম্পিতকলেবরে—কৃতাঞ্জলি-পুটে ভূমিতে পতিত হইয়া নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। এবং কহিল আমি দুঃসঙ্গে পড়িয়া বহু বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছি, আমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই উচিৎ, আপনি কৃপাপূর্ব্বক যথোচিত দণ্ডদানে আমাকে শোধন করিয়া অপরাধ-নির্ম্মুক্ত করুণ। এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অভয়চরণারবিন্দে শরণাগত হইল। করুণাময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাহার অনুতাপ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক কহিলেন,—বিষ্ণু-নিন্দা ও বৈষ্ণবাপরাধ অপেক্ষা জীবের আর অধিক সর্ব্বনাশকর পতন ও শাস্তি আর নাই। তুমি অনন্তকোটী-জন্ম নরকভোগ করিবার জন্য বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছ। এক্ষণে জ্ঞানাভিমান, আভিজাত্য-গৌরব, উগ্রতা ও দম্ভাদি পরিত্যাগ করিয়া অশিষ্টাচার অসাধু-ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া—শান্ত, বিনীত, সহিষ্ণু ও মিষ্টভাষী হইয়া যে মুখে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছ নিরন্তর দীনভাবে সেইমুখে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কর। যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছ তাঁহাদের শ্রীচরণে ধরিয়া কাকূবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা

কর ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর, সর্ব্বক্ষণ মুখে শ্রীহরিনাম কর এবং সর্ব্বদা ভক্তি-শাস্ত্রালোচনা ও তদ্বিধান মত আচরণ কর। বহুদিন এইরূপে দীনভাবে সকলের প্রীতিবিধান করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইলে তোমার অপরাধ ক্ষয় হইবে। তখন তাঁহাদের কৃপায় ভক্তিলাভে আধিকার হইবে। আর কখনও ভ্রমেও যেন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দাদি করিও না। এই প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চলিয়া গেলেন। সেই হইতে সেই বিপ্রের চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃপার-মাহাত্ম্য লোকে অবগত হইল।

তথা হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিলেন। বৃন্দাবনে প্রবেশ মাত্র তাঁহার অদ্ভুত প্রেম-বিকার হইল। কিছুক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইলে উন্মাদের ন্যায় কৃষ্ণান্বেষণে ছুটিতে লাগিলেন। কখন মূর্চ্ছা, কখন ক্রন্দন, কখন বা হুঙ্কার করিতে করিতে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, গোবর্দ্ধন পরিক্রমা তথা হরিদের দর্শন, মানসী গঙ্গায় স্নান ও দানঘাট দর্শন করিয়া কাম্যবনে গমন করিলেন। কাম্যবনে বিমলাকুণ্ডে স্নান ও তথাকার বালকগণের সহিত লুকাচুরি-খেলা করিলেন। তথা হইতে বর্ষাণ, নন্দগ্রাম, জাবট, খদিরবন, রামঘাট, গোপীঘাট, অক্ষয়-বট ও চীরঘাট দেখিয়া বিশ্রামার্থ একটি কদম্ববৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। তথা হইতে ভদ্রবন, বিল্ববন ও ভাণ্ডীরবন দর্শন করিয়া তথাকার বালকগণের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

ক্রীড়া করিলেন। অনন্তর লৌহবন, মানস-সরোবর তথা হইতে শ্রীরাধার জন্মস্থান—রাওল দর্শন করিয়া মহাবনে যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, পুতনার-খাত, গোপকূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডঘাটের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থানসকল দর্শন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলেন। ঐ সকল দর্শন করিয়া যমুনাতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, কাম্যবনবাসী কৃষ্ণদাস নামক কিশোর বয়স্ক ভক্তিমান ব্রাহ্মণতনয় আসিয়া তাঁহর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাহার আকৃতি-প্রকৃতি হাবভাব ও সুলক্ষণাদি দর্শন করিয়া সানন্দে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে রাখিলেন।

শ্রীমদনগোপাল-প্রকটন—একদা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান দর্শনান্তর যমুনাতীরস্থ এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া তাহার শীতল ছায়ায় শ্রম অপনোদন করিয়া তাহার শোভায় আকৃষ্ট হইয়া সেরাত্রি তথায়ই যাপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে এক ব্রজবাসী কিছু আহার্য্য আনিয়া দিল, তাহা আহার করিয়া শয়ন করিলেন। পথশ্রম-প্রযুক্ত গাঢ়নিদ্রা হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন—পীতাম্বর-পরিহিত, মুরলী-বদন, শিখি-পুচ্ছমৌলি, নবীন-নীরদ-কান্তি, নবনীত-কোমল-কলেবর,— শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন,—"হে অদ্বৈত! তুমি আমার অঙ্গস্বরূপ, তুমি জীব-উদ্ধারার্থ জগতে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর।

মদনমোহন নামে আমার এক মণিময় মনোহর-মূর্ত্তি, যমুনা-তীরে দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জবনমধ্যে অল্প মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে। যবন-ভয়ে সেবক উক্তস্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই অবধি সেইখানে সঙ্গোপিত আছে। তুমি গ্রামের লোক লইয়া তাহা প্রকটিত করিয়া অভিষেকাদি করিয়া পুনঃ সেবার ব্যবস্থা কর। ব্রজবাসীগণ তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবেন ও তাঁহারা সেবার ভার লইবেন।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্ত স্থির করিয়া আদেশ-পালনে তৎপর হইলেন।

তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া প্রেমযোগে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে গ্রামবাসীগণকে একত্রিত করিয়া শ্রীমদনগোপাল প্রকটনের জন্য সকলকে ত্বরান্বিত করিলেন। গ্রামবাসীগণ মহানন্দে কোদালি কুড়ালি, প্রভৃতি সহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জমধ্যে যাইয়া ভীষণ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া অল্প মৃত্তিকাতলে সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির অভিষেকাদি করিলেন। বটবৃক্ষতলে ব্রজবাসিগণ লতা-তৃণাদি দ্বারা একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সেবাপূজার ব্যবস্থা করিলেন। একজন সদাচারসম্পন্ন কৃষ্ণভক্তকে উক্ত মদনমোহন-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। যথারীতি সেবা-পূজা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি মুসলমান,

হিংসা করিয়া সেই শ্রীমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার উদ্দেশে মন্দিরে যাইয়া দেখিল—মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি নাই। তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। যথা সময়ে সেবক পূজা করিতে আসিয়া দেখিল শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে নাই। তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বৃন্দাবন-পরিক্রমায় গিয়াছিলেন।

সেবক ভাবিলেন আমার অপরাধেই শ্রীবিগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছেন। উক্ত শ্রীবিগ্রহ যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রাণস্বরূপ, তিনি আসিয়া যে কত মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবিয়া সেবক আহারাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আসিয়া উক্তব্যাপারে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া রোদন করিতে করিতে দিনাতিপাত করিলেন। ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অপরাধ ফলে তিনি চলিয়া গেলেন। সেদিন উপবাস করিয়া সেই বটবৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। শ্রীমদনমোহনের বিরহে বিষণ্ণচিত্তে শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা নাই, সারারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়া শেষরাত্রে একটু নিদ্রাবেশ হইলে স্বপ্ন দেখিলেন,—মদন-মোহন হাস্যমুখে মধুর-বাক্যে বলিতেছেন,"—অদ্বৈত! চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি! ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল হইয়া পুষ্পের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছি। সেরূপে আমি আর কাহাকেও দর্শন দান করিব না; কেবল তোমার প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রের প্রত্যক্ষীভূত হইব। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ কর। তোমাকে

দর্শন দিয়া আমি পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ করিব।" এই স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যাকুল হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পুষ্পমধ্যে অনুপম মাধুরীময় শ্রীগোপালমূর্ত্তি বিরাজিত। তদ্দর্শনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ফল ও জল ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে শ্রীঅদ্বৈত যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া সেই সেবককে দেখিয়া বলিলেন, যাও সত্বর ঠাকুরের সেবা কর। মদনগোপাল নামে পূজা করিতও। পূজারি বলিলেন শ্রীবিগ্রহ ত' শ্রীমন্দিরে নাই, কাহার পূজা করিব? শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন, ভগবান্ কখনও সেবককে ত্যাগ করিতে পারেন না; মন্দিরে যাইয়া দেখ, ঠাকুর আছেন। পূজারী বিস্মিত হইয়া মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর যথাস্থানে শয়ন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণের হর্ষ ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে ভক্তিভরে প্রণাম ও বহু স্তব-স্তুতি করিয়া শ্রীবিগ্রহকে প্রেমভরে পূজা করিলেন। তদবধি শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমদনগোপাল নাম হইল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমানন্দে শ্রীমদনগোপালের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ব্রজবাসিগণ সেবায় সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবস গত হইলে একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীমদনগোপাল আদেশ করিতেছেন—"হে অদ্বৈত!

আর তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই ; তুমি শান্তিপুরে গমন কর, তথায় শুদ্ধভক্তি-প্রচার করিতে হইবে। আর বিলম্ব করিও না, ব্রজবাসিগণের উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া তুমি সত্বর গমন কর।” সেই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্রজবাসিগণকে শ্রীমদনগোপালের সেবাভার প্রদান করিয়া শ্রীবিগ্রহের এক আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া পরম যত্নে তাহা লইয়া শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন কাম্যবনের কৃষ্ণদাস তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্মৃতিস্বরূপে সেই অদ্বৈত-বট অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান ও তথায় সেই শ্রীবিগ্রহও সেবিত হইতেছেন।

প্রবাদ আছে শ্রীমদনগোপাল মথুরায় চৌবারিক ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে স্বপ্নযোগে সেবা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সেই মত সেই চৌবারিকের হস্তে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেবা সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবগ্রাম যান ; তথা হইতে শান্তিপুরে গমন করেন। শন্তিপুর বাসী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে পাইয়া হারানিধি-প্রাপ্তিবৎ আনন্দে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গাদি করিতে লাগিলেন।

যৌবন লীলা।

শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে পুনরাগমন-পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে এক প্রশস্তস্থানে একটী সুন্দর তুলসী-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাঁহার ভজনস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। দিবাভাগে সেই মদনগোপাল শ্রীবিগ্রহের আলেখ্য ও

শালগ্রাম পূজা এবং রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বহু শ্রোতার সমাগম হইতে লাগিল। কাম্যবনের কৃষ্ণদাস বিদ্যার্থিভাবে তাঁহার নিকট থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকার সেবা কায়মনো-বাক্যে পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পূজার জন্য প্রত্যহ ফুলিয়া হইতে পুষ্প আনীত হইতে লাগিল এবং শান্তিপুরস্থ বহু সুকৃতিমান ব্যক্তিও পুষ্প প্রদান করিতেন। শান্তিপুরের অধিকাংশ লোকই প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিয়া তুলসী-পরিক্রমা ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া যাইতেন। বহুদিন এইভাবে পূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার মধ্যে বহুলোক তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র-মিলন :—একদা শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যপ্রভু ছাত্রগণকে বলিলেন,—"আমি রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি,—"বৈষ্ণবাচার্য্য পরমপ্রেমিকশিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের এইস্থানে শুভ বিজয় হইয়াছে।" তোমরা তাহার বাসোপযোগী নিভৃত প্রদেশে উপযুক্ত স্থান করিয়া রাখ। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী ছাত্রগণ গঙ্গাতীরে একটী সুরম্য-স্থান করিয়া রাখিলেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—"শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অদ্যই এখানে শুভাগমন করিবেন।" সকলেই তাঁহার দর্শনার্থে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ হইয়া সন্ধ্যার পর শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্র শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু অতিশয় আনন্দিত ও ব্যস্তসমস্ত এবং উত্থিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। পুরীপাদ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তাঁহাকে গাড় আলিঙ্গন-দান করিলেন। পরে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—"এত দিনে কুশল হইল শ্রীমদন-গোপাল কৃপা করিলেন।" অদ্বৈতপ্রভু স্বহস্তে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই পাদোদক পান করিলেন। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন,—"আমি বৃন্দাবনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও আপনার দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, গোবিন্দ-কুণ্ডের তীরে যাইয়া শুনিলাম—আপনি দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেবকের নিকট শুভাগমন করিয়াছেন, এখন কিছুদিন থাকিয়া আমার দুষ্টচিত্ত শোধন করিতে প্রার্থনা।

শ্রীপূরীপাদ বজ্রনাভের স্থাপিত শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপালের স্বপ্নাদেশ ও প্রাকট্যের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন,—"তাঁহার আদেশে চন্দন সংগ্রহের জন্য—পুনঃ দক্ষিণ-দেশে যাইতেছি। শ্রীমদনগোপাল তোমার কথা কহিয়া তোমার তত্ত্ব লইতে আদেশ করিয়াছেন। সেই আদেশানুসারে তোমাকে দেখিতে এখানে আসিয়াছি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনামত শ্রীপুরীপাদ কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিলেন। প্রত্যহ উভয়ে কৃষ্ণ-কথায় সর্ব্বকাল যাপন করিতেন। কৃষ্ণ-

কথায় উভয়েরই প্রেমোন্মত্ততা উপস্থিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বহস্তে পাক করিয়া শ্রীপুরীপাদের ভিক্ষা নির্ব্বাহন ও সকল প্রকার সেবাই স্বহস্তে সম্পাদন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীমদনগোপাল আলেখ্য দর্শন করিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলিলেন,—(ভাঃ ১০।৩৩।৬) দেবকীসুত ভগবান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজদেবীরসঙ্গে তিনি হেমমণিদিগের মধ্যে মহা-মরকতনীলমণির ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। আবার পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে,—"শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়-স্থান, সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।" আবার আদিপুরাণে বর্ণিত আছে,—"শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পৃথিবীর মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপিকা সকল ধন্যা. যে হেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত-প্রিয় শ্রীরাধা-নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা।" শ্রীরাধা বিনা অন্য গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারে না। শ্রীরাধা সহ শ্রীকৃষ্ণের মিলনে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য পরিপূর্ণতমরূপে সম্প্রকাশিত হয়। অতএব শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনেই চরম-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। এ কারণ ইহা সর্ব্বপেক্ষা সুদুর্ল্লভ—ইহা কেবল-মাত্র গৌড়ীর-গুরুর নিকট প্রাপ্য। ইহা দেখাইতে শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু প্রেমকল্পতরু-প্রাকট্যের প্রথম গৌড়ীয়-গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন প্রণালী অবগত হইয়া তদানুগত্যে ভজন

চমৎকরিতার পরাকাষ্ঠার বিষয় আচরণ-পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। গৌর আনা ঠাকুরের ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরকে আকর্ষণের মূল কৌশল। তখন শ্রীরাধার আলেখ্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ভিষেক কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। শ্রীরাধা-মদনগোপালালেখ্যের অভিষেকান্তে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ সহ বিরলে বসিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন-বিষয়ক ইষ্ট গোষ্ঠীতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভের জন্য সনির্ব্বন্ধ সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। পুরীপাদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। শুভক্ষণে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। উভয়েই প্রেমে মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূণ্য হইলেন। মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা-করিয়া পুরীপাদ শুনাইলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর আচার্য্যের অভিনব ভাবাবেশের উদয় হইল। তিনি প্রেমে অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীল পুরীপাদ বহুযত্নে তাহাকে স্থির করিলেন। ক্রমে সাধুসঙ্গ নামসংকীর্ত্তন ও মন্ত্র-সাধনের যাবতীয় তথ্য ও শরণাগতির বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন। এবং বলিলেন, সখীর আনুগত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না। ইহার সকল সুসিদ্ধান্তসার শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যাবতারে ব্যক্ত হইবে। তাঁহার অবতারের জন্য তোমার বর্ত্তমান আরাধনা কর্ত্তব্য। তোমার আরাধনায় ও আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবেন। শ্রীনাম-

সংকীর্ত্তন ও ভজন-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে আচার-প্রচার করিয়া জীব উদ্ধার করিবেন। তুমি তাঁহার সেই সংকীর্ত্তন প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়রূপ-সেবা লাভ করিয়া পরমকৃতার্থ হইবে। শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা জগতে অতীব সুদুর্ল্লভ। তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনই লভ্য নহে। আবার সে প্রকার সাধুও সুদুর্ল্লভ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধা বা তাঁহাদের কায়ব্যূহগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া তাহার আচার ও প্রচার করেন তবেই তাঁহাদের শক্তি-সঞ্চার-ক্রমে সেইপ্রেম অন্যের লভ্য হইতে পারে। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের আবশ্যক হইয়াছে। তোমার তীব্র আরাধনায় ও ব্যাকুলতাময় আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইবেন। ইত্যাদি ইষ্টগোষ্ঠী হইতে শ্রীদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীগোপাল-দেবের-চন্দন আনয়নের জন্য দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। গমনকালে উভয়ের বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন।

কুবেরাত্মজের চরিত্র, প্রভাব, আচার ও অনুষ্ঠানাদি দর্শনে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বহুলোক তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভার কথা প্রচারিত হইল। একদা শ্যামদাস-নামক দক্ষিণদ্রাবিড় দেশীয় এক দিগ্বিজয়ি পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল জয় করিয়া পূর্ব্বাঞ্চল গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় আসিয়া কমলাক্ষের পাণ্ডিত্যের কথা

শ্রবণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন, এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তুলসী ও গঙ্গার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ স্তবে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রতিবাদ করিলেন। নানা প্রকার বাদ বিতণ্ডাদির পর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারে পরাজিত হইলেন। তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ব্রহ্মের নিরাকারত্ব স্থাপন করিয়া বেদ-বাক্য উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নিরাসক বেদ-বাক্য ও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আকার প্রকাশক বেদ ও বেদান্তবাক্য-দ্বারা দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের সিদ্ধান্তকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানি শ্যামদাসের সমুদায় তর্কই মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের যুক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সপ্তাহ কাল অবিশ্রান্ত বিচার করিলেন। কোনও মতেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া সরস্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। শ্রীসরস্বতী দৈববাণীতে কহিলেন,—"তুমি যাহার সহিত বিচার করিতেছ, তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার, বিচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও।" এই দৈববাণী শ্রবণে দিগ্বিজয়ী শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। নানা-প্রকার স্তব-স্তুতি করিয়া কহিলেন,—"আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি শ্রীসরস্বতীর কৃপায় দ্রাবিড়, কাশী, অবন্তি প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া জয়লাভ করিয়াছি, আমাকে পরাস্ত

করিতে পারে, মনুষ্যের মধ্যে এমন সাধ্য কাহারও নাই।" এই বলিয়া জয়পত্র সকল দেখাইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন— "কৃপা করিয়া আমার নিকট আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করুন।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দৈন্যভরে বলিলেন,—আপনি আমাকে অতি-স্তুতি করিতেছেন কেন? "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলুন। দর্পহারি নারায়ণ অধিক দর্প চূর্ণ করেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; গঙ্গা ও তুলসীর শরণ লইয়া পড়িয়া আছি, কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য আমাকে বৃথা স্তব কেন করিতেছেন?

দিগ্বিজয়ী বলিলেন আমি আপনার সহিত বিচারে ও দৈববাণীতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে,—আপনি 'মহাবিষ্ণুর অবতার' আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি আপনার শরণাগত; আপনি শরণাগত-পালক, আপনি আমাকে কৃপা না করিলে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। আপনার কৃপা ব্যতীত আমার জীবন বিফল। তখন করুণাময় শ্রীঅদ্বৈত্যপ্রভু দিগ্বিজয়ীর কাকুবাক্যে ও শরণাগতিতে প্রসন্ন হইয়া,—কহিলেন সরস্বতীর কৃপার অপব্যবহার করিবেন না। দিগ্বিজয়ী হওয়া বিদ্যার ফল নহে, কৃষ্ণভক্তি লাভই বিদ্যার ফল। সরস্বতী প্রদত্ত বিদ্যাদ্বারা বিদ্যাবধূজীবনের সেবা করুন। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা ও অধ্যাপনা করুন, কৃষ্ণভক্তি প্রচার করুন, দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ী হউন "বিদ্যা দদাতি বিনয়" বিদ্যার প্রকৃত সার্থকতা করুন। দিগ্বিজয়ী বলিলেন "আমি পণ্ডিত নহি" 'মুর্খ' ইহা আপনার উপদেশে বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে নিজ ভৃত্যজ্ঞানে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া শোধন।

করত নিজ পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করিয়া শিক্ষা প্রদান করুন।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীচরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের করুণ হৃদয় দিগ্বিজয়ীর বাক্যে গলিয়া গেল। "তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিলা তাহারে। মস্তকেতে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে॥" অন্যত্র বর্ণিত আছে,—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে নিজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন প্রদান করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া মুখে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন। এবং বিনীত-ভাবে মন্ত্র গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন। দীক্ষা দান করিয়া সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাইলেন। সমস্ত ভাগবতের সিদ্ধান্তে পারঙ্গত করিয়া ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন। আরও কিছুদিন শ্রীআচার্য্যের পাদপদ্মে থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

দিগ্বিজয়ী-জয় হইতে শ্রীঅদ্বৈতের পাণ্ডিত্য ও প্রভাব সর্ব্বত্র অধিকতর-রূপে প্রচারিত হইল। আচার্য্য সর্ব্বক্ষণ ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। "ভক্তি উপদেশ বিনা নাহি আর কার্য্য। অতএব নাম তার অদ্বৈতআচার্য্য॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৮-২৯)

ইহার কিছুদিন পরে রাজা দিব্যসিংহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব-আদেশক্রমে নবগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। রাজা কিছুদিন

রাজ্যশাসন ও কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। পরে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির সেবা, হরিনাম, ভাগবতচর্চ্চা ও বৈষ্ণব-সেবায় কালাতিপাত করিয়া উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গৃহত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পাদপদ্মে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। রাজা আসিয়াই শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নানাপ্রকার স্তবস্তুতি ও দৈন্য বিজ্ঞপ্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৈন্য ও বৈরাগ্য-দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া আলিঙ্গন করিয়া সসম্মানে উপবেশন করাইলেন। রাজা এক্ষণে আর রাজা অভিমানে মত্ত নাই, কাঙ্গাল হইয়া অন্য শিষ্যবর্গের সহিত একত্র বাস ও সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য রাজাকে 'কৃষ্ণদাস' নাম প্রদান করিয়া সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলেন। আচার্য্যের আলয়ে কাম্যবনবাসী কৃষ্ণদাস ছিলেন; ইনি দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস হইলেন এজন্য ইহার নাম "লাউরীয় কৃষ্ণদাস" হইল।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনোদ্দেশ্যে প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চলিলেন। পথে শ্রীনাথ-আচার্য্য নামক জনৈক সুপণ্ডিত শান্তমূর্ত্তি সাধুচরিত্র বিপ্র তাঁহার সহিত আলাপ ও দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দান করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিনে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া

প্রেমভরে নীলাচলচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া প্রেম-মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তথায় দীর্ঘদিন অবস্থান করিলেন। প্রত্যহই পূর্ব্বাহ্ণে, সায়াহ্নে, অপরাহ্নে জগন্নাথদর্শনকালে তাঁহার অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বহু দর্শকের নিকট তিনি ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বহুব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাথায় কর্ণাট রাজবংশীয় মহানুভব মুকুন্দ-দেবের সহিত (শ্রীরূপ সনাতনের পিতামহ) তাঁহার খুবই সৌহৃদ্য হইল। তিনি তীর্থ-দর্শনোপলক্ষে পুরীতে বাস করিতেছিলেন। একদা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অসামান্য ভক্তি-ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদবধি প্রত্যহ তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। উভয়ের সম্মেলন ও ইষ্টগোষ্টী বড়ই সুখময় হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীকামদেব নামক দুই ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ভাব দেখিয়া ও প্রত্যহই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। (ইহাদের নাম চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫৯,৬৩ পাওয়া যায়)।

কিছুদিন নীলাচলে অবস্থানের পর আচার্য্য শান্তিপুরে যাইবার বাসনা করিলেন। ইহা শুনিয়া পুরুষোত্তমের ভক্ত-বৃন্দ বিচ্ছেদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইলে, আচার্য্য তাঁহাদিগকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম ও কামদেব

আচার্য্যের সহিত শান্তিপুরে আসিলেন এবং তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরম পারঙ্গত হইলেন এবং আচার্য্যের পরম-প্রীতিভাজন হইলেন।

নীলাচল হইতে আগমনের পর শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মহোৎসাহে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শান্তিপুরবাসী সকলকেই পরমানন্দে তাঁহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস দশবৎসর ধরিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও নিষ্কপটে সুষ্ঠুভাবে আচার্য্যের সেবা করিয়া পরম-প্রিয় হইলেন; তখন আচার্য্য তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। লাউরাধিপতি রাজা দিব্যসিংহ যিনি লাউরিয়া কৃষ্ণদাস-নামে পরিচিত, তিনিও দশবৎসর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আচার্য্য-সেবার ফলে আচার্য্যের সন্তোষ বিধান করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু তাঁহাকেও দীক্ষা প্রদান করিলেন। দীক্ষাদানান্তে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস (লাউরীয়) শান্তিপুরে সেই পর্ণকুটীরে বহুদিন বাস করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় অল্পদিন ভজন করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। তিনি আচার্য্যের বাল্যলীলা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন।

হরিদাস-সম্মিলন ঃ—কিছুদিন পরে একদা শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে তরুণ-বয়স্ক, তেজপুঞ্জ-কলেবর, আজানুলম্বিত-বাহু, প্রশান্তমূর্ত্তি একব্যক্তি আসিয়া সাষ্টঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীও শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে অত্যন্ত প্রীত

হইয়া আচার্য্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন প্রভো—আমি ম্লেচ্ছ, আমার নাম হরিদাস। শুনিয়াছি, আপনি ভক্তিদাতা, শরণাগতের আশ্রয়, স্নেহময়, করুণা-সাগর, বৈষ্ণবাচার্য্য। তাই কৃষ্ণভক্তি লাভেচ্ছায় আপনার শ্রীচরণাশ্রয়-উদ্দেশে আপনার নিকট আসিয়াছি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "আইস আইস, আমার হরিদাস। আমি তোমাকে এই প্রথম দেখিলেও বিলক্ষণরূপেই জানি। তুমি আমার অন্তরঙ্গ—পরমাত্মীয়; দূরে থাকিলেও অতি নিকটবর্ত্তী। (একজন নন্দীশ্বর অপর বর্ষানেশ্বর।) তোমার সহিত আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এখানে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর, কৃপাময় কৃষ্ণ তোমাকে অচিরে কৃপা করিবেন।" এই আলাপে সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। যেন কত আত্মীয়, কত পরিচিত, কত প্রিয়তম, কত পুরাতন স্নেহপাত্র, কিন্তু প্রথম-দর্শন। যাহা হউক সকলেই বুঝিলেন ইনি ভগবৎপার্ষদই হইবেন। উভয়েরই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরস উচ্ছলিত হইল। দুই জনেই যেন বহুদিনের হারাননিধি প্রাপ্ত হইলেন। অচিরে গঙ্গাতীরে নিভৃত স্থানে তাঁহার জন্য কুটীর নির্ম্মিত হইল। তিনি সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীহরিদাস আচার্য্যের স্নেহ ও আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। আচার্য্য কহিলেন,—"হরিদাস! কৃষ্ণ তোমার দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ মনোঽভীষ্ট প্রচার করিবেন। হরিদাস দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমি নীচজাতি, মূর্খ ও পাপী আমার দ্বারা শ্রীভগবানের কি অভীষ্ট

প্রপূরণ হইতে পারে ? তখন আচার্য্য কহিলেন,—"তুমি চিন্তা করিতেছ কেন ? শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে কি না হইতে পারে ?" ভুবনপাবন শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রায়ে হরিদাস অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের কৃপা ও যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। তখন শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইলেন। তখন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীহরিদাস সর্ব্বশাস্ত্রের সার অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই যে জীবের একমাত্র পরম-প্রয়োজন—তাহা বুঝিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুকৃপা ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিভজন হইতে পারে না। একারণ শ্রীআচার্য্য-চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। আচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীনাম-ভজনে উপদেশ দিলেন। বলিলেন,—"শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদিষ্ট নববিধা ভক্তির যে কোনও অঙ্গ যাজন করিলে জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারিলেও সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীনাম-ভজনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীনামভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই। প্রাকৃত স্থান, কাল, পাত্র, জ্ঞান, অজ্ঞান, পাপ, সৎকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, বিধি, নিষেধ ইত্যাদির অপেক্ষা নাই বা শ্রীনাম প্রাকৃত কোন বিচার-আচারের অধীন নহেন। প্রাকৃত কোন সাধন, যোগ্যতা বা জ্ঞানাদি সাধনচেষ্টার দ্বারা নামভজন হয় না, বা প্রাকৃত কোনও বাধা-বিঘ্ন পরমস্বতন্ত্র সর্ব্বভূমা শ্রীনামকে বাধিত করিতে পারে না। এমন কি দীক্ষা পুরশ্চর্য্যারও অপেক্ষা

করেন না। কেবলমাত্র সাধুর কৃপায় সেই অপ্রাকৃত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীনাম চিন্তামণি, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত এবং নাম ও নামী অভিন্ন। অতএব তুমি সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামাশ্রয় করিয়া নামের কৃপালাভ করিয়া সেই নাম আচার এবং প্রেম-প্রচার কর। শ্রীনামের কৃপায় সর্ব্ববিধ সাধন-প্রণালী ও সিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। বিশেষতঃ কলিকালে শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত আর কোন সাধন জীবকে ফল দিতে পারে না। সত্যযুগের ধ্যানে, ত্রেতার যজ্ঞে, দ্বাপরের অর্চ্চনে যে ফল, কালিতে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে সেই সকল ফল অনায়াসে অনুষঙ্গক্রমে লাভ হয়, অধিকন্তু কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। অন্য সাধনে অতি ক্লেশে বহুদিনে যে ভুক্তি বা ধর্ম্মার্থ-কাম লাভ হয়, তাহা নামাপরাধেই অনায়াসে লাভ হয়। মুক্তি নামাভাসেই সহজেই লাভ হয়। এবং শুদ্ধ নামোদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়।" ইত্যাদি নানা প্রকার নাম-ভজন-সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীহরিদাসকে শক্তিসঞ্চার করিয়া নাম প্রদান করিলেন।

শ্রীহরিদাস দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ও নিষ্ঠার সহিত নাম-ভজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ ও আচার্য্যের সঙ্গপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীহরিদাসের প্রেম প্রকাশিত হইল।

আচার্য্য তাঁহাকে যে নামের ব্যখ্যা শুনাইয়াছিলেন তাহা এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়; যথা,—হকার পীতবর্ণশ্চ সর্ব্ববর্ণ বরোত্তম। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হ কারো দহতি ক্ষ ণাৎ॥

রে কারো রক্তবর্ণস্যাৎ গোপালেন নিরূপিতঃ। গুর্ব্বঙ্গনাকৃতং পাপং রে কারো দহতি ক্ষণাৎ॥ কৃ কারো কজ্জলোবর্ণ সংহৃত হ্যত পাতকং। গতি শক্তি রতি প্রেমঃ কৃ কারাজ্জায়তে ক্ষণাৎ॥ নানারূপধরশ্চৈব ষ্ণ কারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ষ্ণ কারোচ্চারণাদেব নরকাদুদ্ধরেদ্ধ্রুবং॥ তত্তু জন্মার্জ্জিতং পাপং ষ্ণ করো দহতি ক্ষণাৎ। ম্বা কারো গৌরবর্ণশ্চ রসশক্তিভবেদ্ধ্রুবং॥ রবিচন্দ্র সমোভাতি তমিস্রা দহতি ক্ষণাৎ। ম কারো জ্যোতিরূপশ্চ দিব্যাঞ্জন সদর্চ্চিতঃ॥ মিথ্যাবাক্যং কৃতং পাপং ম কারো দহতি ক্ষণাৎ। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ সর্ব্বাঙ্গে ষোড়শনাম নিরূপয়েৎ॥

সখাসখী-তত্ত্ব। ললিতাচ বিশাখাচ চিত্রা চম্পকলতা তথা। রঙ্গদেবী সুদেবীচ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা। শশীরেখা চমরিকা পালিকানঙ্গমঞ্জরী। শ্যামা মধুবতী দেবী তথা ধন্যাচ মঙ্গলা॥ এতা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং মূল প্রকৃতি রাধিকা।

ষোড়শ সখা—শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ বসুদামস্ততঃ পরং। সুবলশ্চার্জ্জুনশ্চৈব কিঙ্কর স্তোককৃষ্ণকৌ॥ বরুথপোংশুরামশ্চ বৃশালো বৃষভস্তথা। দেবপ্রস্থ উজ্জ্বলশ্চ মহাবাহু মহাবলৌ॥ "এই ষোড়শ সখাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই বত্রিশ সখাসখী রাধাকৃষ্ণমন্ত্র॥ হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বসার তন্ত্র। এই জপ রাত্রি দিবা এই যে পরতন্ত্র॥ হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রি-দিনে। জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে॥"

শান্তিপুরে বহুলোকের বাস। তথায় সর্ব্বপ্রকার লোক বাস করে বিশেষতঃ তথায় স্মার্ত্তের প্রবল প্রতাপ। তাঁহারা হরিদাস যবন-কুলোৎপন্ন এবং শ্রীআচার্য্য তাহার সহিত সঙ্গ

করেন বলিয়া নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বহু ছাত্র। তন্মধ্যে কেহ কেহ স্মার্ত্ত-প্রবণ থাকায় হরিদাসের সম্মুখে শ্রীআচার্য্যের উক্ত নিন্দা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে হরিদাস দুঃখিত হইয়া আচার্য্যের নিকট কৌশলে নিজের আচার্য্য-সঙ্গের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে আচার্য্য দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হরিদাস! অজ্ঞ-লোকে ঐশ্বর্য্য না দেখিলে কিছুই বুঝে না। তুমি আমার ইচ্ছায় কিছু প্রভাব দেখাও, ইহাতে আমার আদেশ পালন ও অজ্ঞলোকেরও মঙ্গল হইবে। তাহাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" আচার্য্যের আদেশে হরিদাস পরদিন গ্রামের অগ্নি হরণ করিলেন। শান্তিপুরময় অগ্নির অভাব হইল। কেহ কোনও স্থানে কোন প্রকারে অগ্নি পাইল না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞকুণ্ড পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইল। অন্য গ্রাম হইতে অগ্নি আনয়ন করিলে শান্তিপুরে আসিবামাত্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কাহারও রন্ধন হয় না। সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সারাদিন গত হইল, সন্ধ্যা উপস্থিত; অগ্নির উপায় আর হইল না। তখন ভাললোকে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া পরামর্শ দিলেন আচার্য্যের নিন্দার ফলে এই অবস্থা হইয়াছে। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, অগ্নি মিলিবে না। তখন সকলে মিলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। তখন আচার্য্য বলিলেন, তোমরা ত' ধর্ম্মপরায়ণ মহাতেজী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, কেহ বা বেদজ্ঞ! তোমাদের

মুখেই ত' অগ্নি আছে, তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার। তাহাতে সকলেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের অযোগ্যতার কথা জ্ঞাপন করিয়া দৃঢ়ভাবে আচার্য্যের চরণে শরণাপন্ন হইলেন ও নানা কাকুবাক্যে প্রসন্ন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতচার্য্য বলিলেন,—"তোমরা হরিদাসের মহিমা জ্ঞাত না হইয়া তাঁহাকে যবন বলিয়া নিন্দা করায় তাঁহার চরণে অপরাধের ফলে অগ্নি হৃত হইয়াছেন,—তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে অগ্নি লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোনও হাত নাই।"

আচার্য্যের আদেশে গ্রামবাসিগণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে গমন করিয়া কুটীর পরিক্রমা করিয়া তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরভাবে কহিলেন,—"প্রভো! আমরা অজ্ঞ, আপনি আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অগ্নি দান করুন; অন্যথা সকলের প্রাণ যায়; অদ্য কাহারও অন্নাহার হয় নাই;—কেহ রন্ধন করিতে পারিতেছে না।" দয়াময় ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণগণের কাতরতা দর্শনে সদয় হইয়া কহিলেন, তৃণ আনুন, অগ্নি সন্তাষ করিয়া দিতেছি। তৎক্ষণাৎ তৃণ আনীত হইল। শ্রীহরিদাস জয়ধ্বনি করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। সকলে চমৎকৃত হইয়া শ্রীহরিদাসকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই দিবস হইতে হরিদাস শান্তিপুরে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যঃ—একদা হরিদাস ঠাকুর শ্রীহরিনামানন্দে মত্ত আছেন। লাউরীয় কৃষ্ণদাস নিকটে

উপবিষ্ট আছেন। এমত সময়ে তর্কচূড়ামণি উপাধিখ্যাত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য (সপ্তগ্রামান্তর্গর হরিহরপুর নিবাসী) নামক এক ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন। তিনি শ্রীহরিদাসের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে করিলেন, এবং কৃষ্ণ দাসজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কি পাগল।" বিচক্ষণ কৃষ্ণদাস উত্তর করিলেন, ইনি সামান্য পাগল নহেন, ভগবৎপ্রেমে পাগল। ইনি শোকদুঃখাতীত, পরমভাগবত, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাপণ্ডিত—শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক ব্রহ্ম-হরিদাস আখ্যা প্রাপ্ত। শ্রীসরস্বতী দেবী ইহার রসনায়। কিছুক্ষণে ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। তর্কচূড়ামণি সাহঙ্কারে তাঁহাকে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর হরিদাস প্রশান্তভাবে তাহার এমন সুমীমাংসা করিলেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লজ্জিত হইলেন।

এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিয়া দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্য কারণ জিজ্ঞাসা করায় যদুনন্দন বলিলেন ;—"আপনার শিষ্যের প্রভাব দেখিয়া আপনার লোকোত্তর মহিমা ও অসাধারণ শক্তি অবগত হইয়াছি। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি শরণাগত পালক, আপনার এই শরণাগত ভৃত্যকে কৃপা করুন।" তাঁহার দৈন্যোক্তিতে শ্রীআচার্য্য প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপা

ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। ইনিই শ্রীমৎরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর গুরু হইয়াছিলেন।

শ্যামদাস-সম্মিলন।—শ্যামদাস আচার্য্য একজন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ—বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা না করাতে উদ্ধত ও দাম্ভিক ছিলেন। যথায় তথায় শাস্ত্রার্থ বিচার ও তর্ক উঠাইয়া জয়লাভ করিতেন কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের বিচারস্থলে পরাজিত হইতেন। এই দুঃখে কাশী যাইয়া শ্রীবিশ্বেশ্বরের শরণাগত হইয়া অনাহারে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। বিশ্বেশ্বর তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাদেশ করিলেন—"তোমার বাসভূমির নিকট শান্তিপুরে মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নামে প্রকট লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেবা করিয়া তুষ্ট করিতে পারিলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শ্যামদাস এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শান্তিপুর আগমন করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া শ্রীবিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে ভাগবতশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। কিন্তু তিনি ভাগবত পড়িয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। একদা শ্যামদাস শ্রীআচার্য্যের শ্রীচরণ প্রান্তে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভো আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বিশেষ লাভ নাই, শুষ্কতর্কে আমার হৃদয় শুষ্ক রহিয়াছে। আপনার কৃপা-ব্যতীত ভক্তিরসাস্বাদন হইতে পারিতেছে না। আপনি এই শরণাগত ভৃত্যকে কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার ও ভক্তিরসপ্রদান

করিলে আমি কৃতার্থ হইতে পারি। তাঁহার দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। মন্ত্র ও নামের অর্থ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহাকে ভক্তিরসময় করিলেন। আচার্য্যের কৃপায় শ্যামদাস কৃতার্থ হইলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম ও গুরুসেবায় নিজ জীবন নিযুক্ত করিয়া ভক্তিরসাস্বাদনে প্রেমলাভ পর্য্যন্ত করিলেন।

বিবাহ—"প্রাকৃত স্ত্রী ও পুরুষ-জীবের যে ভোগমূলক 'বিবাহ', তাহা 'বন্ধন'-নামে কথিত; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পতি মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের 'সীতা' ও 'শ্রী'-দেবীর সহিত নিত্যশক্তির সম্মেলনরূপ বিবাহ-লীলা দর্শন করিলে বা শ্রবণ করিলে সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃতজ্ঞানোদয়-ফলে সংসারমুক্তিলাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে। প্রপঞ্চে সংসার-ভোগ-স্পৃহা-যুক্ত দীন কৃপণ লোকগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-দ্বারা তাহাদের সংসারভোগ-বাঞ্ছা বিদূরিত করিয়া স্ব-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইয়া দেব-দুর্ল্লভ সেবাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্তই লোক-সমক্ষে পরম-করুণ প্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত উদ্বাহ-লীলা উদয় করাইলেন। এইজন্য তিনি 'অহৈতুক-কৃপাময়', আমন্দো-দয়া-দয়া-সিন্ধু', 'দীনবন্ধু' প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-সূচক বহুবিধ নামাবলীদ্বারা অভিহিত হন। জীবের বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কালের মধ্যে স্তব্ধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মায়াধীশ শ্রীভগ-বানের অপ্রাকৃত-লীলা ও মায়াবশ প্রাকৃত-জীবের কর্ম্ম-চেষ্টার সহিত সমান,—এরূপ জ্ঞান করা নিতান্ত অবৈধ ও অপরাধ-

জনক বলিয়াই শাস্ত্র তারস্বরে মায়াধীশ-ভগবান্ ও মায়াবশ-জীবের ক্রিয়ার মধ্যে নিত্য ভেদ-কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভীষণ মায়াবাদ হইতে সতর্ক করিয়াছেন" (চৈঃ ভাঃ)—প্রভুপাদ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিবাহাদিসম্বন্ধে—শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-বিবাহ করাইতে। বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভাল মতে॥ সকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন। তাহা জানিলেন প্রভু কুবের-নন্দন। করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল। মন্দ মন্দ হাসি' সভে অনুমতি দিল॥ সভে মহাহর্ষ হৈয়া গিয়া নিজ ঘরে। জানাইল নৃসিংহ-ভাতুড়ি বিপ্রবরে॥ ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ-বিপ্রের দুই কন্যা। বিবাহের যোগ্য, রূপে, গুণে মহা ধন্যা॥ নৃসিংহ ভাতুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে। দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে॥ অদ্বৈতের বিবাহে সুখের নাই অন্ত। বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত। আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎপূজিতা। সর্ব্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর 'সীতা'॥ তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিনী তস্য সাম্প্রতং। সীতারূপেণা-বতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশতঃ॥ অর্থাৎ—ভগবতী যোগমায়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পত্নী 'সীতাদেবী' এবং তৎপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণা হইলেন।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা দুই অদ্বৈতঘরণী। দোঁহার যে চেষ্টা তাহা কহিতে কি জানি॥ ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত রায়। করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায়॥ প্রায় শ্রীবাসের গৃহে

অদ্বৈতের স্থিতি। কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥ কভু শান্তিপুরে, কভু রহে নদীয়ায়। কৃষ্ণবিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায় ॥ কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে। হইলা প্রকট অদ্বৈত-হুঙ্কারে ॥ প্রভুর অদ্ভুত লীলা দেখে নদীয়ায়। না করয়ে ব্যক্ত সভে, প্রকারে জানায় ॥ প্রভু প্রকাশিয়া পূজি' উল্লাস অন্তরে। কত মনোরথ করি' গেলা শান্তিপুরে ॥ ১২।১৭৭৮-১৭৯৩॥ গৌর-আনা-ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে—"আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার। কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥" "প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥ লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়। বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥ আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনে আচারি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥ কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ গৌতমীয়-তন্ত্রে নারদবাক্য যথা ঃ—

তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেণ বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ অর্থাৎ—ভক্তবৎসল ভগবান্ চন্দন

মন্ত্রাদিবিনা তুলসীদল মাত্রে জল গণ্ডুষের দ্বারা ভক্তের নিকট আত্ম-বিক্রীত (তদায়ত্ত করেন) হন।”

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ। কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥ তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল-তুলসীর সম আর কিছু নাহি ধন। তবে আত্মা বেচি’ করে ঋণের শোধন। এত ভাবি’ আচার্য্য করেন আরাধন॥ গঙ্গাজলে তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি’ করে সমর্পণ॥ কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥ চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বিষয় যাহা বর্ণিত আছে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ মহাবিষ্ণু অবতার গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে টোলবাড়ী করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মায়াপুরে গৌরভক্ত চূড়ামণি আচার্য্যকে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলেন। জীবদুঃখে দুঃখী বৈষ্ণবগণ একটু শান্তি-স্থান পাইয়া সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌর-পার্ষদ। তন্মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সহিত অভেদ শরীর শ্রীবিশ্বরূপ—

যিনি শ্রীনিমাইয়ের অগ্রজরূপী গৌরসেবার জন্য অগ্রেই জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-প্রচার-কার্য্যের ক্ষেত্র-সংস্কার-কার্য্যে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে পাইয় তাঁহার প্রধান সহায়করূপে তাঁহার গৌর সেবার সঙ্গী করিয়া লইলেন। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট ইষ্ট-গোষ্ঠী ; জীব উদ্ধারের উপায় ও জীবের মঙ্গল-চিন্তা-দ্বারা জীব-সত্তার উপর প্রবলভাবে শুদ্ধিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। জীবের এই মঙ্গলময় বন্ধুর কার্য্য আর কেহই বুঝিলেন না। আরম্ভ করিলেন,—উপাদান কারণের মালিক ও নিমিত্ত কারণের মালিক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবিশ্বরূপ ; উভয়েরই জীবসত্তার উপর এক্তার তাঁহাদের প্রথম অনুষ্ঠান হইল 'সন্ধিনীর উপর সম্বিতের প্রভাব বিস্তার', তাই সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিময় ব্যাখ্যা। শ্রীবিশ্ব-রূপের সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তি-সার ব্যাখ্যা শুনিয়া আচার্য্য পূজা ছাড়িয়াও বিশ্বরূপকে কোলে করিয়া হুঙ্কার ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন 'পাইলাম, পাইলাম' 'আমার প্রভুর সেবার সহায়করূপে বিশ্বরূপকে পাইলাম।' সকল ভক্তেরই শ্রীবিশ্বরূপ প্রাণস্বরূপ হইলেন। শ্রীনিমাইও আর গৃহে থাকিতে পারেন না ; নিজ-কার্য্যের বিস্তার, প্রভাব ও গতি-বিধির মূলস্থানে ছুটিয়া আসিতে চান। ছল পাইলেন, মায়ের আদেশ,—'মা বলিলেন নিমাই তোমার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আন, রন্ধন হইয়াছে!" তিনিও আসিবার জন্য ব্যস্ত। ভগবান ভক্তের প্রবল আকর্ষণে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া শ্রীঅদ্বৈত সভায়-আসিয়া দেখিলেন—ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া

তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন। সেই মঙ্গলময় কার্য্যে সবার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া পুরস্কার-স্বরূপে—নিজ নিরূপম লাবণ্যসীমা কোটীচন্দ্রবিনিন্দিত পদনখশোভা বিস্তার করিয়া ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ সেই কৃপা লাভ করিয়া শ্রীভগবদ্দর্শনে মহাযোগীগণের সমাধি-তিরস্কারী প্রেমবিকাশ-রূপ স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক ভাবে বিহ্বল হইলেন। ধন্য প্রভু ও ধন্য ভক্ত—বিনা-অনুভবেও ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভাব অনায়াসেই লাভ করিলেন। ইহা শুদ্ধচিত্ত ভক্তের প্রতি পরাকাষ্ঠা ভগবৎপ্রকাশের অসমোর্দ্ধ প্রভাব। কিন্তু অপরাধ-আবৃত অভক্তের প্রতি এত বড় শক্তিও অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত। কেবল ভক্তের প্রতি এই প্রভাব সুব্যক্ত। ভক্তসংঘে কৃপা করিয়া প্রভু অগ্রজকে লইয়া চলিতেন। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন —এই নিমাই কোন বস্তু! মায়াধীশ আমাকেও মুগ্ধ করিয়া পূজা ছাড়াইয়া, কৃষ্ণকেও ভুলাইয়া দিতেছে! এ বুঝি কৃষ্ণেরই অধিকতর মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রকাশ—উদার-বিগ্রহ।

কিছুদিনে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেবা পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবার সময় আসিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; যাঁহার কৃপায় নিমাইয়ের সেই অসমোর্দ্ধ কারুণ্যময়ী রূপলাবণ্য দর্শন সুলভ হইয়াছিল, তাহাও আর তত সহজে সম্ভবপর হইতেছে না। ধন্য কৃপাময় বিশ্বরূপ! কিন্তু নিমাই বিশ্বরূপের বিরহব্যথা ভক্তগণকে অন্য প্রকারে শান্ত্বনা দিলেন—তাহা তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা কর্ম্ম-ফাঁস ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু

ভক্তপ্রাণে প্রেমাভাব পূরণ করিতে পারে না। তাই ভক্তগণ ভাবিলেন বিশ্বরূপ যখন আদর্শ পথ প্রদর্শন করিলেন, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করিয়া বিশ্বরূপের আনুগত্য করিব। তাহার উপর আবার পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা ভক্তগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণকে বলিলেন,—আমি হৃদয়ে আর এক মহা-ভরসা ও উৎসাহময়ী সান্ত্বনা পাইতেছি। তাহা যদি আমি শুদ্ধ কৃষ্ণদাস হই, তবে নিশ্চয়ই সফল হইবে,—তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম গান কর, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন, কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণ সত্বরই প্রকাশিত হইবেন। ব্রহ্মা, শুক, প্রহ্লাদাদির ও দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম ভক্তের ভৃত্যেরও সুলভ হইবে। আচার্য্যের অমৃতময়ী ভরসাময়ী সান্ত্বনা বাক্যে আচার্য্যানুগত্যে ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

বিকাল হইলেই ভাগবতগণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সভায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, যেই মাত্র মুকুন্দ কৃষ্ণগীত গান করেন, তৎক্ষণাৎ ভাগবতগণ মহাপ্রেমবিকারে—কেহ হাসেন, কেহ কান্দেন, কেহ গড়াগড়ি দেন, কেহ হুঙ্কার করেন, কেহ মালসাট্ মারেন, কেহ মুকুন্দের দুই পায়ে গিয়া ধরেন—এই প্রকার পরমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। পাষণ্ডীগণ কীর্ত্তন শুনিয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও বৈষ্ণব দেখিলে নানা প্রকার কুবচন বলে। তাহাতে বৈষ্ণবগণ মহা দুঃখ পাইতে লাগিলেন। ভাগবতগণ পাষণ্ডীর ব্যবহার আচার্য্যের নিকট বলিলে আচার্য্য ক্রোধে রুদ্র অবতার হইয়া

হুঙ্কার করিয়া বলেন—"পাষণ্ডী সকলকে সংহার করিব। আমার চক্রধর প্রভু সত্বর আসিতেছেন, তখন এই নদীয়ায় কি হয়' দেখিতে পাইবে। যদি আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সকলের নয়ন-গোচর করাইতে পারি, তবেই আমার অদ্বৈত-নামের সার্থকতা। কিছু অল্পদিন একটু সহ্য করিয়া থাক।' তোমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব দেখিতে পাইবে।" ভাগবতগণ আচার্য্যের প্রবোধ-বাক্যে দুঃখ ভুলিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলেই আচার্য্যের সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন।

প্রভুও বিদ্যাবিলাসে শচীমাতার আনন্দ বিধান করিতেছেন। কেহই নিজ প্রভুকে চিনিতেছেন না। হেন কালে কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল, কৃষ্ণের একান্ত অতিপ্রিয়, অতিদয়াময় শ্রীঈশ্বর-পুরী অতি অলক্ষিত বেশে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। আচার্য্য সেবা-মগ্ন আছেন, তাঁহার সম্মুখে যাইয়া অতি সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ না চিনিলেও বৈষ্ণবে বৈষ্ণবের তেজ বুঝিতে পারেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে—আপনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। ঈশ্বরপুরী বলিলেন—"আমি শূদ্রাধম, আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে আসিয়াছি।" ভাব বুঝিয়া শ্রীমুকুন্দ অতি প্রেমের-সহিত শ্রীকৃষ্ণের এক লীলা-সূচক গান ধরিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী শুনিবামাত্র ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,—অবিরাম চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, ক্রমেই সেই ধারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। "তাড়াতাড়ি আচার্য্য যাইয়া

তাঁহাকে নিজ-কোলে করিয়া তুলিয়া তাঁহার অশ্রুধারায় অঙ্গ-সিক্ত করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রেমের বিকাশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মুকুন্দও সন্তোষে উচ্চ করিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমের অদ্ভুত-বিকার-দর্শনে ভাগবতগণ প্রচুর আনন্দিত হইলেন। সকলেই ভাবিলেন—এই প্রেম ত' যথায়-তথায় প্রকাশ পায় না। শেষে বুঝিলেন—ইনি প্রেম-কল্পতরুর প্রথম-অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—শ্রীঈশ্বর-পুরী। এইভাবে তিনি নবদ্বীপে গুপ্তভাবে থাকিলেন। তথায় মহাপ্রভুর সহিত পরিচয় হইল। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু গয়া গিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিয়া গুরু-করণের আবশ্যকতা আচরণ দ্বারা প্রচার করিলেন।

গয়া হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রেমের লক্ষণ সকল তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ-ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। "ভক্তগণ মহাপ্রভুর উক্ত প্রেম-লক্ষণ দেখিয়া আচার্য্যের নিকট মহানন্দে বলিতে লাগিলেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে মহাবল আচার্য্য প্রভুর অবতার সম্বন্ধে সকলই জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না—এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। একদিন আচার্য্য পরম-আবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—"ভক্তগণ! আজ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি—'গীতার একটী শ্লোকের ভক্তিপর অর্থ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া উপবাস করিয়া শুইয়াছিলাম।' কথোরাত্রে দেখিলাম—পরম-রূপবান্, পরম-কারুণিক একব্যক্তি সুমধুর বাণীতে আমাকে জাগাইয়া বলিলেন—'তোমার গীতার

এই শ্লোকের অর্থ এইপ্রকার হইবে। তুমি দুঃখ ছাড়িয়া ভোজন কর এবং আমাকে পূজা কর। শুধু এই শ্লোকের অর্থ নহে, সমস্ত অভিলাষিত বস্তুই পাইবে। আর দুঃখ নাই। তুমি যে সঙ্কল্প করিয়া উপবাস, আরাধনা ও কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছ, যাঁহাকে আনিতে দুইবাহু তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—আজ সে প্রভু বিদিত হইলেন। সকল দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইবে। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ভক্তিযোগ এই শ্রীবাসের বাড়ীতে সকল বৈষ্ণবগণ অনুক্ষণ অনুভব করিবেন। —আমি এক্ষণে চলিলাম, তোমার ভোজনকালে পুনরায় আসিব।" তৎক্ষণাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি,—এই বিশ্বম্ভর। দেখিবা মাত্র অদৃশ্য হইলেন। কখন কাহার নিকট প্রভু কি ভাবে প্রকাশিত হইয়া কৃপা করেন, তাহা বুঝা যায় না। পূর্ব্বে বিশ্বরূপকে আমার সভায় ডাকিতে আসিয়া আমার চিত্তবৃত্তি হরণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বগুণে, সর্ব্ব-বিষয়ে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন কর—সকল সংসার সংকীর্ত্তনে মত্ত হউক। যদি সত্য সত্যই বিশ্বম্ভর আমার প্রভু হন,—তবে নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিবেন।

অদ্বৈতের আশা কি কখনও অপূর্ণ থাকিতে পারে? অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্বম্ভর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত-ভবনে গেলেন। দেখিলেন—আচার্য্য জল-তুলসী দিয়া কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন; দুই হস্ত আস্ফালন করিয়া 'হরি হরি' বলিতেছেন; ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে কাঁদিতেছেন, কখনও বা মদমত্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান

বিলুপ্ত। আচার্য্যের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পৃথিবীতে পড়িলেন। ভক্তিযোগে মহাবল আচার্য্য 'এই মোর প্রাণ নাথ' বলিয়া জানিতে পারিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আমার প্রভু বিশ্বম্ভর প্রচ্ছন্নাবতার-রূপে আত্মগোপন-পূর্ব্বক যেমন বঞ্চনা করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ তাঁহার এই বর্ত্তমান অন্তর্দ্দশায় অবস্থানের সুযোগ-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার উপর ডাকাতি বা লুণ্ঠন (প্রকাশ্যে পূজা করিয়া তাঁহার ভগবৎপারতম্য প্রকাশ) করিব। সময় বুঝিয়া আচার্য্য সর্ব্ব-পূজা-সজ্জ লইয়া নামিয়া আসিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া পুনঃ পুনঃ "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"—এই কৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে আপন প্রভুকে চিনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রু-জলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া পদতলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন গদাধর হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি মহাতেজীয়ান্ ভগবদবতার ও সর্ব্ববিষয়ে প্রবীন হইয়া এই বালক বিশ্বম্ভরকে এরূপ পূজা করা উচিত হইতেছে না—বলিয়া জিহ্বা কামড়াইলেন।" আচার্য্য গদাধর-বাক্যে হাসিয়া বলিলেন—"গদাধর! এই বালককে কথোদিনে জানিতে পারিবে।" এই কথায় গদাধর বড় বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, আচার্য্যের বাক্যে বুঝা গেল—ইনি ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্বম্ভর কিছুক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া দেখিলেন আচার্য্য আবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি

নাই। তখন আত্মসঙ্গোপনার্থে আচার্য্যের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। "অদ্বৈতেরে স্তুতি করে' যুড়ি' দুই কর ॥ নমস্কার করি' তাঁর পদধূলি লয়। আপনার দেহ প্রভু তাঁ'রে নিবেদয় ॥ "অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়! তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয় ॥ ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে। তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে'॥ তুমি সে করিতে পার' ভববন্ধ নাশ। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বদা প্রকাশ॥" নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে। যেন করে' ভক্ত, তেন করেন আপনে॥ মনে বলে অদ্বৈত,—"কি কর' ভারি-ভূরি। চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥" হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর। "সবা' হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বম্ভর! কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এইঠাঁই। নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই॥ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে॥" অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম-হরিষে। স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে॥ জানিলা অদ্বৈত,—হৈল প্রভুর প্রকাশ। পরীক্ষিতে' চলিলেন শান্তিপুর-বাস॥ "সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২।১৪৪-১৫৬)।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। একদিন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব প্রকাশার্থে শ্রীবাস-অঙ্গণে শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস দিবসে বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া আদেশ করিলেন—'বলরাম স্তুতি পাঠ কর।' চারিদিকে ভক্তগণ রাম-স্তুতি পড়িতেছেন। প্রভু অনুক্ষণ নাড়া, নাড়া, বলিয়া মস্তক

ঢুলাইতেছেন। সকলে বলিলেন—প্রভু, 'নাড়া' কে? প্রভু বলিলেন—যাহার হুঙ্কারে আমি আসিয়াছি, যাঁহাকে অদ্বৈত-আচার্য্য বল, আমার এই অবতার যাঁহার জন্য। আমারে বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া নিশ্চিন্তে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে বসিয়া আছে। সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার। আমি ঘরে ঘরে কীর্ত্তন প্রচার করিব। বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে আমার ভক্তেরচরণে যাহার অপরাধ আছে, সেই অধমগণকে প্রেমযোগ দিব না। এতদ্ব্যতিরিক্ত সকলকে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম বিতরণ করিব।

একদা মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাইকে আজ্ঞা করিলেন,—'রামই! তুমি শীঘ্র শান্তিপুরে যাও। আচার্য্যকে আমার প্রকাশের কথা বলিবে ও নির্জ্জনে নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা বলিবে। তাঁহাকে আমার পূজার সর্ব্বউপহার-সহ সত্বর সস্ত্রীকে আসিতে বলিবে।' রামাই শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যের নিকট পৌঁছিবামাত্রই আচার্য্য কহিলেন,—প্রভু বুঝি আমাকে ডাকিতেছেন? রামাই করযোড়ে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুর আদেশ শুনিয়া আচার্য্য আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণেকে বাহ্য পাইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমার প্রভুকে আনিলাম, আমাকে কৃপা করিতে আনিলাম, আমাকে কৃপা করিতে প্রভু আমার বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন,' বলিয়া পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ক্ষণেকে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সত্বর প্রভুপাদপদ্ম-মিলনে ব্যাকুল হইয়া

চলিলেন। রামাইকে বলিলেন—"তিনি যদি আমার প্রভু হ'ন, তবে নিজ ঐশ্বর্য্য দেখাইবেন এবং আমার মাথায় শ্রীচরণ অর্পণ করিবেন। ইহা সত্য বলিলাম। রামাই কহিলেন, "আমার সৌভাগ্য হইলে দেখিতে পাইব।" তখন আচার্য্য রামাইকে বলিলেন,—"তুমি প্রভুকে বলিবে,—আচার্য্য আসিলেন না। দেখি প্রভু আমায় কি বলেন ; আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে যাইয়া গোপনে থাকিব।" রামাই মহাবিপদে পড়িলেন। মহাপ্রভুর নিকট মিথ্যা বলিবেন ? না আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিবেন ? এত চিন্তায় বিহ্বল হইয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু রামাইকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—"নাড়া আমাকে পরীক্ষা করিতে তোমাকে পাঠাইয়াছে। নাড়া আমাকে জানিয়াও সর্ব্বদা আমার প্রকাশার্থে নানা কৌশল করিতেছে। নন্দন আচার্য্যের ঘরে থাকিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি সত্বর এখানে ডাকিয়া আন।" রামাই মহানন্দে নন্দন-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া আচার্য্য সত্বর পূজাদ্রব্যসহ প্রভুর স্থানে যাইয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে সম্মুখে যাইয়া নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ বেশ দেখিলেন।

"জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর ॥ প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর। অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥ দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'। তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ-

মহামণি শোভে বক্ষে। মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥ কোটি মহাসূর্য্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত। পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে। ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি-শুক॥ মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ডপরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা॥ তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্রবদন। চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥ উলটি' আচার্য্য দেখে চরণের তলে। সহস্র সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বলে॥ যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে। তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে॥ দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি'। উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি' বড়ি॥ দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি' সব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ। গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥ কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে। 'কৃষ্ণ' বলি' স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে॥ মহা-ঠাকুরাল দেখি' পাইলা সংভ্রম। পতি-পত্নী কিছু বলিবার নহে ক্ষম॥ পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর। চাহিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা উত্তর॥ "তোমার সংকল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি। বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥ শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে॥ দেখিয়া

জীবের দুঃখ না পারি সহিতে। আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥ যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ। সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে। তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥” এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিয়া। ঊর্দ্ধবাহু করি’ কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥ “আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ। আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ ॥ আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম সকল সফল। সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ-যুগল ॥ ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে। হেন তুমি মোর লাগি’ হৈলা পরতেকে ॥ মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা। তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা ॥” বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য। প্রভু বলে—“আমার পূজার কর কার্য ॥” পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে। চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥ প্রথমে চরণ ধুই’ সুবাসিত জলে। শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥ চন্দনে ডুবাই’ দিব্য তুলসীমঞ্জরী। অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ উপাচারে। পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে ॥ পঞ্চশিখা জ্বালি’ পুনঃ করেন বন্দনা। শেষে ‘জয়-জয়’ -ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥ করিয়া চরণপূজা ষোড়শো-পচারে। আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥ শাস্ত্রদৃষ্টে পূজা করি’ পটল-বিধানে। এই শ্লোক পড়ি’ করে দণ্ড-পরণামে ॥ “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রহ্মাণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” এই শ্লোক পড়ি’ আগে নমস্কার

করি'। শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত্র-অনুসারি'॥ জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥ জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥ জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম। জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ॥ জয় জয় 'হরে-কৃষ্ণ'-মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥ জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ॥ তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥ তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন। তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥ তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন। তুমি গুহ বরদাতা, অহল্যা-মোচন॥ তুমি সে প্রহ্লাদ-লাগি' কৈলে অবতার। হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ'-নাম যার॥ সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ॥ তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া। তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া॥ লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর। ভক্তজনে তোমা ধরি' করয়ে বাহির॥ সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার-অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥ এই তোর দুইখানি চরণ-কমল। ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥ এই সে চরণ রমা সেবে একমনে। ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে॥ এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায়॥ সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে। বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥ এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার। শঙ্কর

ধরিল শিরে মহাবেগ যার ॥ কোটি বৃহস্পতি জিনি' অদ্বৈতের বুদ্ধি। ভালমতে জানে সেই চৈতন্তের শুদ্ধি ॥ বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে। পড়িলা দীঘল হই' চরণের তলে ॥ সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥ চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন। 'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইল বিহ্বল। 'হরি, হরি' বলি' সবে করে কোলাহল ॥ গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট মারে। কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ। পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত ॥ অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর। "আরে নাড়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৬।৭৫-১৩৯)

শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্ব-অবতারের অবতারী ও সর্ব্বাংশী, তাঁহাতে সকল স্তবই সম্ভব এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুর প্রেমময় আদেশ ও প্রেম-লাভ করিয়া নানা ভাব-ভঙ্গীতে প্রেমের বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা জাগতিক তৌর্য্যত্রিকরূপ কামোন্মত্ততার নৃত্য নহে। অপ্রাকৃত প্রেমের বিকার—সর্ব্বভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল, কিন্তু শেষে তাঁহার স্থায়ীভাব রতি যে দাস্য তাহাতে স্থিতি হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার নৃত্যে অপ্রাকৃত প্রেমবিলাসবৈচিত্রের নানা প্রকার অবস্থা ও ভাব স্বরূপশক্তির

আবেশে প্রকটিত হইতে লাগিল। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের নিকট যাইয়া তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ অভিন্নভাবও রসের ঐক্যতা সম্পাদান করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের বিচার-ভেদজনিত পরস্পরের উক্তি শুনিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন, চিন্তার অতীত বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহাদের সেইরূপ ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের বিচিত্র লীলা সকলের বোধগম্য নহে, উহা চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত।

যেরূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট এবং রুদ্রদেব যেরূপ ভগবৎসেবা-নিরত, এতদুভয়ের ভগবৎপ্রীতি যেরূপ অসামান্যা, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সেবা-বিষয়ে অলৌকিক-প্রীতি। শ্রীচৈতন্যের প্রীতি বিধানার্থ উভয়েই নিজ নিজ প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কখন প্রভু বলেন, কখনও মাতালিয়া বলেন। কখনও কোদল করেন কখন গালাগালি করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা পোষণার্থ একই বস্তু দুই ঠাঁই প্রকটিত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে পরস্পরের স্ব-স্ব-ভাবোচিত বাক্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'কলহ' জ্ঞান করেন, তাঁহাদের একজনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া অপর পক্ষের দোষ দর্শন করেন এবং এইরূপ বিচারে একের বন্দনা অপরের নিন্দা করিতে যান, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের নৃত্য বন্ধ হইল। তখন

মহাপ্রভু নিজ গলায় মালা আচার্য্যকে প্রদান করিয়া বর-প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—আমার চিত্তের অভীষ্ট সমস্তই পাইয়াছি, সর্ব্ব অবতার-সহ অবতারীর অপ্রাকৃত-স্বরূপ দর্শন ও তোমার প্রেমনটে নৃত্য করিলাম, আর আমার চরমপ্রাপ্তির কিছু বাকি নাই।

শ্রীগৌর সুন্দর বলিলেন;—"তোমার নিমিত্ত আমার এই অবতার। এই অবতারে আমি প্রত্যেকের গৃহে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-প্রচার করিব যাহাতে পৃথিবীর সকল লোক আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আমার যশোগানে নৃত্য করিবে। ব্রহ্ম-হর-নারদাদি যে প্রেমের জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি আপামরে প্রদান করিয়া লোকের উপকার করিব।"

তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন,—উক্ত প্রেম যাহারা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত;—স্ত্রী, শূদ্র ও মূর্খাদি ভগবৎসেবায় অনধি-কারীকেও বিতরণ করিতে হইবে। বিদ্যা, ধন, কুল ও তপস্যা মদে মত্ত অহঙ্কারী, মৎসর ব্যক্তি তোমার ভক্তির স্বরূপ ও ভক্তের মহিমা অবগত হইতে না পারিয়া সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তকে ও তাঁহাদের পরমোচ্চ-লাভরূপা ভক্তিতে বাধা দেয়। সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল শ্রেণীর মধ্যে ভক্ত দর্শন করিয়া এবং অলৌকিকী ভক্তি দেখিয়া মৎসরতাবশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক। আর যাঁহারা লোক-নিন্দিত, অবজ্ঞাপুষ্ট চণ্ডালাদি নামধারণ করিয়া আনন্দভরে প্রেমভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের প্রবল নৃত্য-দর্শনে মাৎসর্য্যপর দাম্ভিক-সম্প্রদায় অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হউক,

আমি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হই। সার্ব্বজীববান্ধব, সমদর্শি, মহাবিষ্ণুর অবতারের মাৎসর্য্য-দম্ভের ও মদমত্ততার ভীষণ নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক জীবকল্যাণময় প্রার্থনা—সর্ব্বসুহৃদ্, অহৈতুক কৃপাময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন করিলেন।

ইহার সত্যতা জগতের লোকনিন্দিত-সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আজও লৌকিক বিচারে অনভিজ্ঞ মূর্খগণ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে পণ্ডিতগণকে সকল বিষয়েই পরাজিত করিতে সমর্থ। কুকর্ম্মবশে নীচ জাতিতে উদ্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য-কৃপায় তাঁহাদের যে প্রকার সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ ঘটে, উহাই ভগবদনুগ্রহের নিদর্শন। শ্রীচৈতন্য-দেবের গুণগান করিতে চণ্ডাল-প্রমুখ সকল মূর্খ-নীচ-সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া নৃত্য করে। কিন্তু ভট্ট, মিশ্র-চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিতাভিমানিগণ শ্রীচৈতন্য-নিন্দাই বুঝিয়া রাখিয়াছেন। সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসমূহ পড়িয়া স্ব-স্ব মূর্খরতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অন্তরে বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে কাহারও কাহারও বিদ্যালাভ-জনিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। শব্দগানকারিণী শুদ্ধাসরস্বতী জগতের ভাব-সমূহের প্রসূতি। তিনি শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈতের কথোপকথন-সকল অবগত আছেন। সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবোন্মুখ জনগণের জিহ্বায় বর্ত্তমানা থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ ও কৃপা উপলব্ধি করিয়া ও তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিজেশ্বরীর সহিত আনন্দিত হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করিলেন। সেই হইতে মহাপ্রভুর

সর্ব্ব-লীলায় আচার্য্যের সেবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অভিষেক, সাতপ্রহরিয়া-ভাব, ভক্তদ্রব্যগ্রহণ ইত্যাদি সর্ব্ব-লীলাতেই আচার্য্য-সেবা বর্ত্তমান।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আছে ঃ—"নিজজন বুঝাবারে করে যত কার্য্য। সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত-আচার্য্য॥ যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া। দেবালয়ে যায় প্রভু আনন্দিত হইয়া॥ নেত-ধটী পরিধান—কান্ধেতে' কোদাল। করে সম্মার্জ্জনী করি' সভার মিশাল॥ সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ। হাতে ঝাঁটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ॥ দেবালয়-মার্জ্জনা করিতে যায় প্রভু। হেন অদভূত কথা নাহি শুনি কভু॥ কৃষ্ণের হড্ডিপ হইয়া বুলে দ্বারে দ্বারে। সকল বৈষ্ণব মেলি' সম্মার্জ্জনা করে॥ এই মতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর। ভজহ সকল লোক—যে হও চতুর॥

(চৈঃ মঃ মঃ)

সাতপ্রহরিয়াভাবে—শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যকে স্বপ্নে গীতার ব্যাখ্যা শিক্ষাদান ও উপবাস-ভঙ্গের কথা বলিলেন। এবং আর এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বাকি আছে, তাহা (গীঃ ১৩।১৩) এই,—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" অর্থাৎ—'যাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, মুখ এবং কর্ণসমূহ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরমাত্মবস্তু নিখিল চরাচরে সর্ব্ব-বস্তু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের 'সর্ব্বতঃ' স্থানে 'সর্ব্বত্র' হইবে।

নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে বহির্দ্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাব-সমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ-স্বরূপের স্থূল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক-দর্শনের স্বীকার-বিরোধী, অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিসহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতা জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান

করেন এবং বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আনন্দরহিত্য-স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা। (শ্রীল প্রভুপাদ)।

"অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে। তোমা বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥" চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি। চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি॥ শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা। পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা। অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি। এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৩২-১৩৫)

"শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদমূলক হইলেও উহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক, একথা উত্তম বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন। অর্ব্বাচীনগণ বিচার করেন যে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু কেবলাদ্বৈত-মতের প্রচারক ও শ্রীগৌরসুন্দর চিন্ত্যদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতমতের উপদেশক। শ্রীঅদ্বৈতের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া

তাঁহার বংশ্যক্রবগণের মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ প্রচারিত হওয়ায় সেই ভক্তি-বিরোধী বীজ অধুনাতন কালেও শুদ্ধ-ভক্তির বিরোধী ভাব পোষণ করিতেছে। তাঁহারা জানেন না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অন্য কোন প্রকার আচরণ নাই।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অমর্য্যাদা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় দীক্ষিত জানিয়া বিষ্ণু-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সকল ভক্তের বাক্য অনাদর করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র অদ্বৈতের সেবা করিবার নামে ভক্তির অমর্য্যাদা করেন, তাঁহারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য বিগ্রহ জানেন তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু গ্রহণ করেন। আর যাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া, অদ্বৈতকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করারূপ মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে শান্তিপুরে ঐ প্রকার নবোদ্ভাবিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কাল্নায় এই মতবাদ গ্রন্থাকারে পরিণত না হইলেও তদ্দেশবাসিগণ ন্যূনাধিক ঐ মত পোষণ করিয়া নিরয়গামী হয়।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার সেবা —অক্ষয়। কিন্তু অদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বসেব্য,—এই

কথা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর 'সেব্য-বিচার-রূপ অপরাধ' করিতে গেলে শ্রীঅদ্বৈত-সেবার নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। ঘৃণিত অদ্বৈত-সেবকব্রুবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌর-ভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিকতা প্রকাশ করায় তাঁহারা অদ্বৈত-সেবা-বিরোধী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—"চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে।** সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার॥ প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ। পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥ কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥ আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার। তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' আসার॥** চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি। তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই।** মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফল-ফুল হয়॥ ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ। না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥ সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁ'রে না মানিলা। কৃতঘ্ন হইলা, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে॥ চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম। জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥ কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড॥** কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি। চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি॥ যে যে লৈল, শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই

আচার্য্যের গণ—'মহাভাগবত'॥ সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥" (চৈ চঃ আঃ ১২।৫,৭-১০,১৬, ৬৬-৭৪)।

"শ্রীচৈতন্যদেব রূপবান্ পুরুষোত্তম। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভূষণ-সদৃশ। ইহা না বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্যামসুন্দর বোধে এবং শ্রীগৌরচন্দ্রকে অদ্বৈত-প্রভুর আশ্রিত-জ্ঞানে যে মহাপ্রভুর নিন্দা অদ্বৈতানুগ-পরিচিত জনগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে অপসৃত। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যের সেবাপরায়ণ, তিনি তত বড়। উচ্চাবচ-নিরূপণে শ্রীচৈতন্যসেবানুরাগের তারতম্যই একমাত্র নিদর্শন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল আলোচনা করিয়া যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট হ'ন না, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে জীবের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে, আর যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় 'কৃষ্ণ' বুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়-জাতীয় ভক্ত জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর স্বরূপজ্ঞান-বিপর্য্যয়হেতু তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত না জানিয়া মায়াবাদাশ্রয়ে ভক্তি হইতে চ্যুত হ'ন এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অভক্তিকেই গীতার্থ বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেই শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ-ভক্তজ্ঞানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু

তাঁহার অনুগতব্রুব অধম কিঙ্করগণকে মায়াবাদ-কূপে ডুবাইয়া দিয়া এবং কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধের কপাট বন্ধ করিয়া কর্ম্ম-রাজ্যে সুখ-দুঃখ-ভোগার্থ 'স্মার্ত্ত' করিয়াছিলেন। অদ্যাপি 'অদ্বৈত-সন্তান-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণের কর্ম্মবাদের প্রাচুর্য্য ও মায়াবাদে আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তিপথের আচরণশীল জানিবার পরিবর্ত্তে সেবা-মন্দিরের রুদ্ধ-দ্বারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত জানিতে হইবে।" (শ্রীল প্রভুপাদ)।

শ্রীগৌরসুন্দর বর দিতে অভিলাষ করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডিত্যবিমুখ, আভিজাত্যহীন, সম্পদরহিত ব্যক্তিগণের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বিতরিত হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর নাম-প্রেম প্রচারে গমন করিলেন। শ্রীহরিদাস অদ্বৈতপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দের নানাপ্রকার চাঞ্চল্যের কথা জানাইয়া পরিশেষে জগাই-মাধাইয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দ এই দুই মদ্যপের নিকট কৃষ্ণকথা জানাইতে গিয়া তাহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। সেই দস্যুদ্বয়ের হস্ত হইতে আপনার অনুগ্রহেই অদ্য প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। "শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তদুত্তরে বলিলেন;—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত হরিরস-মদিরাপানে অতি মত্ত, আর জগাই-মাধাই দুই ব্যক্তি সাধারণ প্রাকৃত মদ্যপান করিয়া মাতাল; সুতরাং তিনি উক্ত প্রাকৃত মদ্যপকে নিজ অচিন্ত্য-অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ঈশ্বর-স্বভাবের প্রকাশ করিয়া

অপ্রাকৃত শ্রীহরিরস মাদিরা পান করাইয়া অপ্রাকৃত হরিরস-মদিরায় মত্ত করিতে তিনজন মাতালের পরস্পর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তুমি, আমি—ভগবন্নিষ্ঠ ; দূরে থাকিয়া তাঁহার সেই অচিন্ত্য-অলৌকিক-শক্তির প্রভাব দর্শন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমি শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র ও শক্তি ভাল করিয়া জানি। তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই দুই মদ্যপ-দস্যুদ্বয়কে বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতে আনিবেন। আমরা দুইজন জীবের জাতীয় অভিমান (আভিজাত্য) দোষ অপহরণ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রেম-প্রচারে সহায়তা করিব।” শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাক্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাশক্তি অবগত হইয়া জগাই-মাধাই নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবেন, হরিদাস ইহা দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিলেন।

“শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রেমচেষ্টা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান ও কতিপয় অভক্ত শিষ্যব্রুব বৈষ্ণবতার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়বর পাত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে গর্হণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতসন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্যের অবৈধ শিষ্যগণ ও অভক্ত সন্তানগণ আধ্যক্ষিক দর্শনে আপনাদের বংশগৌরব এবং প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বিষ্ণুবোধে আপনাদিগকে ‘বিষ্ণুসন্তান’ জ্ঞান করিয়া শ্রীগদাধর প্রভুর আনুগত্যকারীগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পাপচিত্ত হরিবিমুখ জনগণ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ আছে মনে করিয়া তাহাদের অপস্বার্থপর বিচারে একের পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপরের ভজনানুষ্ঠানের নিন্দা করে। কিন্তু উভয় বৈষ্ণবই ভগবৎসেবাপর; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য কল্পনা করিয়া একজন অসতের মত সমর্থনকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া শোধন প্রার্থনা করেন বলিয়া তাহাদের বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাকে গর্হণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের পরস্পরের ভেদের সম্ভাবনা আছে—এরূপ প্রচার করিয়া নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

জগাই-মাধাই উদ্ধার হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমি জগাই-মাধাইয়ের সকল পাপ লইলাম।" তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ কালিমা আকার প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—'তোমরা আমাকে কিরূপ দেখিতেছ?' শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন,—"তুমি সেই শ্রীগোকুলচন্দ্র 'কৃষ্ণ'—ইহা আমরা দেখিতেছি। যাঁহার শ্রীনামস্মরণমাত্র মহাপাপীও পরম বিশুদ্ধ হইয়া যায়, যাঁহার নামের আভাসে সর্ব্বপাপক্ষয়ত্ব-শক্তি নিহিত—সেই তোমাকে কি কখনও পাপস্পর্শ করিতে পারে? তোমার এই অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীঅঙ্গে কি পাপ যাইতে পারে? আর তুমি সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীঅঙ্গ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিলে,—ইহাই চিৎপ্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতেছি।" আচার্য্যের এই সত্য অন্তরঙ্গ অনুভবের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু হাসিলেন।

জগাই-মাধাইকে কৃপা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গমন করিলেন। জলকেলি আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে জলকেলি হইতে লাগিল। যথা,—"অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী। নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী॥ দুইচক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে। মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥ "নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ। কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি॥ শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে। নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥" নিত্যানন্দ বলে,—"মুখে নাহি বাস লাজ। হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ?" গৌরচন্দ্র বলে,—"একবারে নাহি জানি। তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি॥" আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই। কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ—দুই ঠাঞি॥ দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে। একবার জিনে কেহ, আর বার হারে॥ আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া। দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥ অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ' বলে,—মাতালিয়া। সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥ পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত। কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত॥ পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ? খায়, পরে সকল, বলায় 'অবধূত'॥ নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপ-দেশে। শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে॥ "সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই।" এত বলি' ক্রোধে জ্বলে আচার্য্য-

গোসাঞি॥ আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ। ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি' কুবচন॥ হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া। ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পুড়িয়া॥ নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যাঁ'রে কৃপা করে। সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে॥ সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী। মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে। সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৩৪২—৩৬১)।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ব্যাখ্যার গূঢ়ার্থ :— শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীহরিরস-মদে মত্ত। প্রাকৃত জাতি মদে মত্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। শ্রীবাসপণ্ডিত শুদ্ধভক্তাগ্রগণ্য, তাঁহার প্রাকৃত আভিজাত্য অভিমান না থাকায় তিনি নিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া নিজগৃহে রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করেন এ সৌভাগ্য অন্য কাহারও নাই, ধন্য শ্রীবাসের সৌভাগ্য। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির কৃপাই এই সৌভাগ্যের হেতু।

বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণাভিমান নষ্ট করিলেও সন্ন্যাসী অভিমানও বর্ণাশ্রমান্তর্গত বলিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ন্যাসী মাত্র মনে করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমান্তঃপাতী সন্ন্যাসী নহেন, পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত ও পার্ষদ, সে কারণ সর্ব্বত্যাগী বলিয়া সন্ন্যাসী অথবা পূর্ণ শরণাগত। বর্ণাশ্রমাতীত ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীরূপ বিচারের নিরর্থকতা প্রতিপাদক। শ্রীশচী-

নন্দন সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দের সহিত থাকেন। সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-অবতারে নিত্যানন্দ সহ কখনও বিচ্ছেদ নাই।

নিত্যানন্দ অভিন্ন বলদেব সেই ব্রজের বলাই; পশ্চিমা ব্রজবাসীগণ ঘরে ঘরে কৃষ্ণ-বলরামের সেবা করেন, তাঁহারাও পশ্চিমাবাসার সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কোন কুলের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, তাহার কুল অপ্রাকৃত, প্রাকৃত লোকে কেহই তাঁহার সেই কুলের পরিচয় জানে না। তিনি 'অজ', তাঁহার জন্মকর্ম্মাদি ও লীলা অপ্রাকৃত,—তাহা প্রাকৃত বিচারের অগম্য। তিনি জাতির অতীত, প্রাকৃত জাতির মধ্যে তাঁহাকে আনিতে গেলে অপরাধ হয়। তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্য বাৎসল্যরসের উপাসক-উপাসিকা পিতা-মাতার তত্ত্বও কেহ জানতে পারে না। তিনি সর্ব্বজগতের গুরুগণের মূল গুরুতত্ত্ব—তাঁহার আবার গুরু কে? তবে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে যে গুরুত্বে বরণ করিলেন,—ইহার গূঢ় রহস্যও অজ্ঞেয়। খাওয়া-পরার বৈধ-বিচার তাঁহাকে বিধিবদ্ধ করিতে পারে না। তিনি বিধির অতীত বলিয়া 'অবধূত'। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণের মূল কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুরও অংশী—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বস্তুসত্ত্বায় একই লীলারসাস্বাদরূপ কৌতুক-সম্পাদনার্থে দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত; উভয়েই গৌররসে মহামত্ত। উভয়ে ভেদবুদ্ধি বা গুরু-লঘুজ্ঞান নরক প্রাপক।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—আজি নগরে পাষণ্ডির সম্ভাষণ হইয়াছে। ইহা ভজনকারীর অত্যন্ত ভজন-প্রতিকূল-নি·· তাহা জানাইতে এবং তৎপ্রতিকার—'কীর্ত্তনই একমাত্র

তাহার প্রতিকার'—ইহা বুঝাইতে ভক্তগণকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিয়া নিজে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ,—"যে ব্যক্তি অজ্ঞান মোহিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করিয়া অন্যদেবতাকে শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি 'পাষণ্ড'। যে ব্যক্তি কপাল-ভস্ম-অস্থি-ধারণাদি অবৈদিক চিহ্ন সকল ধারণ করে এবং বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রম ব্যতীত জটাবল্কল বা তদনুরূপ বেশ ধারণ করে অথবা অবৈদিক ক্রিয়াদির আচরণ করে, সে 'পাষণ্ডি'॥ যে ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয় শঙ্খ-চক্র-উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্ন ধারণ না করে, সে 'পাষণ্ডি'॥ যে দ্বিজ শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আচরণ না করে, সে দ্বিজ 'পাষণ্ড'। যে ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুর উদ্দেশে উক্ত আচরণসমূহ না করে সে 'পাষণ্ড'। যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে 'পাষণ্ডী' অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন মতাবলম্বী জানিবে। 'পাষণ্ডী'-অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্য কর্ম্মসকল ত্রিবিধ অবস্থার বাসুদেবকে জানে না সেই ব্যক্তি 'পাষণ্ড'। (পদ্মোত্তর ৯২—৯৩ অঃ)। যে ব্যক্তি বেদসম্মত কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে, নিজাচার-বিহীন সেই ব্যক্তি 'পাষণ্ড' নামে প্রকীর্ত্তিত হয়। (পাদ্ম-ক্রিয়াযোগ ১০ অঃ)। যে ব্যক্তি ভবব্রতধর এবং যে ব্যক্তি

তাহার সমনুব্রত তাহারা সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থি 'পাষণ্ডি' হয় (ভাঃ ৪।২।২৮)। মায়াবশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর সহিত মায়াধীশ শুদ্ধচেতনবিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর সহিত 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'। "পাষণ্ডমার্গে দণ্ডাত্রেয় ঋষভ-দেবের উপাসকগণ 'পাষণ্ড'। "দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক 'পাষণ্ড'-শব্দের দ্বারা নামাপরাধীকে লক্ষ্য করে। (ভঃ সঃ)॥ দেহাদি লোভার্থ যে 'পাষণ্ড' গুর্ব্ববজ্ঞাদি অপরাধ করে (ভঃ সঃ)॥ ভাঃ ৪।২।২৮,৩০,৩২,৫।৬।৯ এবং ১২।২।১৩,৪৩ প্রভৃতি বহুশ্লোকে পাষণ্ডীর কথা বর্ণিত আছে। আবার যে ব্যক্তি 'মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবাদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে বা অপর মায়িক বস্তুর সাম্য আছে'— এরূপ ভ্রান্তমতি ব্যক্তিই 'পাষণ্ডী'। ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতত্ত্বকেও কালদ্বারা খণ্ডিত ও অনিত্যকর্ম্ম মাত্র মনে করাও 'পাষণ্ডত্ব'। কর্ম্মজড়, বহ্বীশ্বর-বাদী বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষী পৌত্তলিকগণ 'পাষণ্ডী'। ঐ বহ্বীশ্বর-বাদিগণ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নামকে 'কর্ম্মাঙ্গ' জ্ঞান করে বলিয়া 'পাষণ্ড' শব্দ বাচ্য। 'শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড। অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)॥ ইত্যাদি॥

উক্ত পাষণ্ডীর সম্ভাষণ যে ভক্তির অত্যন্ত প্রতিকূল,—তাহা শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষাদান করিলেন। কিন্তু নৃত্য করিতে করিতে রহিয়া রহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার প্রেমানুভব হইতেছে না কেন? তোমাদের কাহারও কি কোন অপমান-

সূচক ব্যবহার আমাকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।” ইহাদ্বারা মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ও প্রেমার্থে ব্যাকুলতার তীব্রতা শিক্ষা দিলেন।

তখন মহাপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন,—প্রভু! তোমাকে অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না এবং পাষণ্ডী-সম্ভাষাও তোমার প্রেমপ্রকাশের বাধক হইতে পারে না। আমি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছি, কারণ—আমি ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমলাভ করিতে পাইলাম না। তিলি, মালাকার প্রভৃতির সহিত প্রেম-বিলাস-কথায় তুমি মত্ত থাক। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কৃপা-প্রাপ্ত ও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তুমি প্রেম বিতরণ করিতেছ। পঞ্চ-তত্ত্বের মধ্যে ভক্তস্বরূপের সহিত ও তাঁহার অনুগত নীচুদিকে কৃপা করিতেছ; কিন্তু প্রভু, আমরা দুই তত্ত্বও তোমার সেবক। আমাদিগকে বাদ দিলে তোমার পূর্ণ কৃপার প্রকাশ হইতেছে না; সে কারণ আমাদিগকে ভৃত্যজ্ঞান করিয়া কৃপা না করিলে তোমার প্রেম-প্রদান ও বিতরণে-প্রদত্ত প্রেমসম্পদ আমি শোষণ করিব; অতএব সর্ব্বত্র প্রেম-প্রদান-রূপ আনন্দ লাভ কি প্রকারে করিবে?

চৈতন্যপ্রেমে মহামত্ত আচার্য্য-গোসাঞিও কি বলেন, কি করেন, তাহাতে বাহ্যস্মৃতি নাই। শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বমতে ভক্তের মহিমা বাড়াইতে অতি সুদক্ষ। যাঁ'র শুভ ইচ্ছায়ও আরাধনার ফলে শ্রীচৈতন্যাবতার, সেই ভক্ত চূড়ামণি আচার্য্য নিঃসঙ্কোচে প্রভুর নিকট নিজ আব্দার জ্ঞাপন করিলেন, ইহা

স্বাভাবিক। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি মহা কারুণ্য বিস্তার করিতে এক মহা সুগূঢ় অন্তরঙ্গ-ভাবময়ী লীলা প্রাকট্যাভিলাষে এক অভিনব নাট্য বিস্তার করিলেন। তিনি আচার্য্যের কথায় কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া দ্বার খুলিয়া গঙ্গার দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস উভয়ে শ্রীমন্মাহাপ্রভুর পশ্চদ্ধাবন করিলেন। মহাপ্রভু 'প্রেমশূন্য শরীর রাখিয়া কি কাজ' বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস প্রভুর কেশ ও পদ ধারণ করিয়া উঠাইলেন, মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমরা ধরিয়া উঠাইলে কেন? 'কৃষ্ণে প্রেম-ব্যতীত জীবন ধারণ বৃথা।" এই তীব্র কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা শিক্ষা দিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া। শ্রীমন্নিত্যানন্দ কহিলেন—'তুমি গঙ্গায় প্রবেশ করিলে কেন? এজন্য আমার যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা কর। যাহাকে তুমি সর্ব্বতোভাবে শাস্তি করিতে পার, তাঁহার আব্দারময়ী বাক্যে নিজে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে যাইয়া সেই তাহাকে এবং সর্ব্বসেবকের প্রাণ লইতে চাহিতেছ—ইহা আমার ও সকলেরই পক্ষে অসহ্য-তীব্রতাপ। যাঁর প্রাণ, ধন, বন্ধু সকলই তুমি, তাঁহাকে কি এত বড় দুঃখ দিতে হয়" এই বলিয়া প্রেমময় নিত্যানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে পরমকরুণ মহাপ্রভুর কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হইল। মহাবদান্য অবতার প্রভু তখন বলিলেন—"দেখ নিত্যানন্দ, হরিদাস, আমি অদ্য সঙ্গোপনে

শ্রীনন্দনআচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিব,—ইহা কাহাকেও বলিবে না, তোমরা বলিবে তাহার দেখা পাই নাই।” তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

এদিকে ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, মহাপ্রভু-গতপ্রাণ ভক্তগণ পরম বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন-হৃদয়ে বাঁধিয়া মহাবিরহে মগ্ন হইলেন। আচার্য্য নিজেকে মহাঅপরাধী জ্ঞান করিয়া চৈতন্য-বিরহে গৃহে চলিলেন। ভক্তগণের আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল অবিরাম ক্রন্দন করিতেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীনন্দনআচার্য্যের গৃহে যাওয়া মাত্র নন্দন-আচার্য্য দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শুষ্ক বসন পরাইয়া নানা প্রকার প্রেম-সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-সেবায় মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। নন্দন-আচার্য্য নানাপ্রকার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া বিবিধ সেবা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাঁহার আলয়ে কৃষ্ণ-কথায় সারারাত্রি মহানন্দে যাপন করিলেন।

আচার্য্যের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার করুণহৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তিনি শ্রীনন্দন-আচার্য্যকে বলিলেন,—‘একা শ্রীবাসকে সত্বর ডাকিয়া আন।’ শ্রীনন্দন-আচার্য্য শীঘ্র যাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীবাস, মহাপ্রভুকে দেখিয়াই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু আচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস

পণ্ডিত বলিলেন,—"আচার্য্যের প্রাণটী বাহির হয় নাই, কল্য সারাদিন উপবাস করিয়া কেবল ক্রন্দন করিয়া মহা দুঃখে অতিবাহিত করিয়াছেন। শুধু আচার্য্য নহে তোমাগত-প্রাণ সকল ভক্তই কল্য মহাদুঃখে উপবাসে যাপন করিয়াছেন। কৃপা করিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করুন।"

শ্রীবাসের বাক্যে মহাপ্রভু আচার্য্যের প্রতি সদয় হইয়া আচার্য্যের নিকট গিয়া দেখিলেন,—আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আচার্য্য উঠহ, দেখ—আমি বিশ্বম্ভর। আচার্য্যের মুখে কথা নাই, প্রেমযোগে লজ্জায় প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন। পুনঃ মহাপ্রভু বলিলেন, আচার্য্য উঠহ, চিন্তা নাই নিজকার্য্য কর। আচার্য্য নানাপ্রকার কাতর বাক্যে স্তুতি করিয়া বলিলেন—'প্রাণ, ধন, দেহ, মন,—সব তুমি মোর। তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোর॥ হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া। চরণে রাখহ দাসী, নন্দন কারিয়া॥' আচার্য্যের প্রতি করুণহৃদয় মহাপ্রভু বলিলেন, দেখ—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী যখন রাজসমীপে গমন করেন, তখন দ্বারী-প্রহরীগণ আপনাদের জীবিকার জন্য তৎসমীপে নিবেদন করে। তিনি তাহাদের জীবিকা প্রদান করিলে তদ্দ্বারা তাহারা সপরিবারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এতদূর প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি রাজসমীপে কোন অপরাধ করিয়া বসেন, তবে রাজাদেশে ঐ দ্বারী-প্রহরীগণই তাঁহার প্রাণ সংহারে কুণ্ঠিত হয় না। রাজাও একহস্তে যোগ্যতার পুরস্কার এবং অপরহস্তে

অযোগাতার তিরস্কার—উভয়প্রকার ধর্ম্ম একাই রক্ষা করেন। "এই মতে কৃষ্ণ-মহারাজ-রাজেশ্বর। কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্মা-শিব যাঁহার কিঙ্কর॥ সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি। শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি॥ রমাঃআদি, ভকদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়। প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়॥ অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে। জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে॥ উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন। নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন। প্রভুর বচন শুনি' অদ্বৈত উল্লাস। দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস॥ "এখনে সে বলি নাথ তোর ঠাকুরালি॥" নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি॥ প্রভুর আশ্বাস শুনি' আনন্দে বিহ্বল। পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ-সকল॥ সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ। তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ॥ এসব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে। কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে॥ চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়। এ সম্পত্তি 'অল্প'-হেন বুঝয়ে মায়ায়॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭অঃ।

ভক্ত ও ভগবানের লীলার মধ্যে মায়িক দোষ-গুণের প্রবেশ নাই। ভাগ্যহীন জনগণ গুণ-দোষ দর্শন করিয়া অপরাধী হয়। ভগবৎকৃপাক্রমে ভগবদ্দাসগণের গুণদোষোদ্ভব মায়িক গুণ বর্ত্তমান না থাকায় তাঁহারা একায়ন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানেরই ঐকান্তিকী সেবা করিয়া থাকেন। নিখিল সদ্‌গুণনিলয় ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু ; সুতরাং আবরণের দ্বারা বা বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠকে গুণদোষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার বিশেষ মনে করিতে

হইবে না। অনন্তকল্যাণ-গুণৈকবারিধি শ্যামসুন্দর—বিভু চিদানন্দঘন এবং ভক্তের আরাধ্য ও প্রিয়বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই 'দাস্য' বলা হয়। মাদকদ্রব্য-সেবী দম্ভভরে প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তৃত্বাভিমানে যে অমঙ্গল বরণ করে, উহা ভজনীয় বস্তুর দাস্যভাবের বিপরীত। ভগবান্ যাঁহাকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন, তাঁহাকে আর কোনদিন নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপরতা গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

'অল্প' করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম। অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥ আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥ এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে। মুক্তসব লীলাতত্ত্ব কহি' কৃষ্ণ ভজে॥ কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে। অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১০৫।১০৮)॥ "যাঁহারা কৃষ্ণেতর নশ্বর বস্তু-বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কোন মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন না। সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ নিজসেবককে সর্ব্বোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ—নিগ্রহানুগ্রহের একমাত্র অধিনায়ক। তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যক্ষিক চিত্তকে শাসন-দণ্ডের দ্বারা তিরস্কৃত করেন। ভগবানের অনুগ্রহ-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ-মুক্ত হন। যে-সকল অর্ব্বাচীন ভক্তব্রুব তাহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আবাহন করে, তাহাদের

বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক বিচার শ্রবণ করিলে বৈষ্ণবে প্রাকৃতত্ব-দর্শনই হইয়া যায়, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে যে সকল পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, ঐ-সকল বিবাদের একমাত্র সুষ্ঠু-মীমাংসক—শ্রীগৌরসুন্দর। লৌকিক বিবাদ সমূহেরও মীমাংসার গৌরসুন্দরই প্রভু। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সকলের একমাত্র প্রভু' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের বিচার করেন, তাহাদের কদাচার কখনও শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য হয় না। অধুনাতন তের-প্রকার অপসম্প্রদায় অথবা তদধিক অবিবেচক-সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে-সকল মতবাদ প্রচার করে, ঐগুলি দুরাচারের অন্তর্গত ও মনোধর্ম্মজীবীর আদরণীয়। শ্রীগৌরসুন্দরে ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে জীবের শুদ্ধ-ভক্তির অভাবে দুর্ম্মতি ঘটে। গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া নির্ব্বোধ শয়তানগুলিকে শিষ্য-পর্য্যায়ে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহাতে তের প্রকার উপসম্প্রদায় গৌরভক্তির ভান করিতে করিতে নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় মানব-জন্মের সার্থকতা পরিহার করিয়া পশুযোনির বুদ্ধিসমূহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে ভগবান সাজাইয়াছে।

যিনি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র অধিকারী, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন পরমোপাদেয় অবস্থা নাই। অপর সকল অবস্থাই অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরানন্দে পর্য্যবসিত। যে বলদেব প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক সেই নিয়ন্তৃ-বলদেব-প্রভুও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন না।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর উক্ত লীলা অতি গূঢ়। ইহা বহিরঙ্গা মায়ার বিমুখ-মোহিনী বৃত্তির অধিকৃত অসুরগণের মোহন ও যোগমায়াশ্রিত শুদ্ধ উন্মুখ ভক্তের তোষণময়ী-লীলাবৈচিত্র্য। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার তিনি মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তৎসহ সদাশিবের শুদ্ধভক্তির আচার প্রচারময়ী আচার্য্য। তাঁহার চরিত্রে কখনও মায়াধীন বহির্ম্মুখ জীবের ভগবদ্বিদ্বেষময়ী, মায়া-ভিনিবেশময়ী অপরাধ বা মায়িকগুণের উদ্ভব হইতেই পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণ চিচ্ছক্তির ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই মত্ত তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রেমপাত্র অতএব উক্ত লীলা গূঢ় রহস্যময়ী—ভক্ত-ভগবানের মহানন্দের সম্পুট। মহাভাগবতগণের আনন্দপ্রদ, মধ্যমাধিকারীর ভজনশিক্ষাপ্রদ, কনিষ্ঠাধিকারীর ভজন-বাধক-শিক্ষার সাবধানকারক এবং বিদ্বেষীগণের মহামোহিনী-কৌশলময়ী ব্যাপার। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, শরণাগতপালক; সকলেরই নিগ্রহানুগ্রহের একমাত্র অধিনায়ক,

সর্ব্বজীববান্ধব, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার-কারী। প্রেমের একমাত্র বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের পরম-চমৎকারিতা প্রদর্শনার্থ—প্রেমলাভার্থ তীব্র উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও আর্ত্তির আচরণকারী প্রচারক। ইহা মহাভাগবতগণের আনন্দ সীমা প্লাবক মহাকৃপা বিতরণ। প্রেমপ্রার্থীর বিরহ-প্রেমবর্দ্ধনকারী ও অধিকতর কৃপাবিতরণকারী। প্রেমিক ভক্তের প্রেম-বৈচিত্রীর মহা-চমৎকারময়ী চিত্রাদর্শ প্রকাশক। মধ্যমাধিকারীর প্রতি—ঈশ্বরের প্রেমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাময়ী আবেগের আদর্শ প্রদর্শক, প্রেমের পরম প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপক, প্রেমলাভব্যতীত জীবনধারণের বৃথাত্ব উপদেশক। ভক্তের প্রতি পরমমৈত্রীভাব-পোষক। প্রেম-বিরোধী অপরাধ ক্ষমা ও ক্ষালনের নিরভিমান ও দৈন্যের আদর্শ শিক্ষক। চিদনুশীলন ও 'চিদনুশীলনকারী-ভক্তের প্রতি পরস্পর মৈত্রী' ব্যবহারের শিক্ষক। কৃপাপ্রার্থীর নিকট পরমকারণ্য প্রকাশক। অপরাধের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির প্রকাশক। সর্ব্বক্ষণ অপরাধ শোধনার্থে সর্ব্বতোভাবে সাবধানকারক ও মর্য্যাদালঙ্ঘনের তীব্র শাসক। মুক্তগণও মায়াবাদাদি সমস্ত পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-লীলাময় ভগবান্‌কে নিত্যকাল যে ভজন করেন—তাহাদ্বারা ভক্তির সার্ব্বকালিক ও সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কণিষ্ঠাধিকারীর জন্য ঃ—ভক্ত-ভগবানের লীলা আধ্যাক্ষিকের নিকট অগম্য, ভক্তির অভিধেয়-শ্রেষ্ঠতমতা জ্ঞাপক। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অভিন্ন কৃষ্ণ; তিনি সকলেরই শাসক ও শোধনকারী,

ভগবান্ ও ভক্তের শাসন মঙ্গলময়ী জানিয়া সর্ব্বতোভাবে সানন্দে স্বীকার শিক্ষা ও তাহা শোধনার্থে অনুশোচনা—ইত্যাদি নানা-প্রকার উদ্দেশ্যসাধক। ইহা ভক্ত ও ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া এই পর্যন্ত ব্যক্ত হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোপিকা-নৃত্য বর্ণনে বর্ণিত :—(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮ অঃ) মহাপ্রভু বলিলেন, "প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার। দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তা'র অধিকার॥ সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে। যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥ লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর। সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥ শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়। শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড়॥ সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য। "আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥ আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।" শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—"মোর এই কথা॥" শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া। "তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥ সর্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই। পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,—"কারো চিন্তা নাই॥ মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥" শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্রীবাস। সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস॥*** করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার-বার। "মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার?" প্রভু বলে,—"যত কাচ, সকলি তোমার। ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার॥" বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ? ভ্রূকুটি

করিয়া বুলে শান্তিপুর নাথ ॥ সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়। আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়। ইত্যাদি ॥

"শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবৎসেবোন্মুখ ভক্তগণের পূর্ণ আনন্দের আকর ভূমি। জগতের ত্রিবিধ দুঃখ বদ্ধজীবের অনুভূতির বিষয়। কিন্তু মুক্ত ভগবতগণ কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া জাগতিক কোন দুঃখ অনুভব করেন না। সর্ব্বত্র কৃষ্ণানন্দ-দর্শনেই ভাগবতগণ পূর্ণানন্দে মত্ত ছিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবোন্মুখরতায় আবিষ্ট থাকায় জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে পারিতেন না। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণানন্দ-ভাবাশিষ্ট থাকিতেন ॥

মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ :—শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনে উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন এবং বহির্ম্মুখ ভোগজগতে তাঁহার দৃষ্টি পতিত নহে, এরূপ লীলাভিনয় করিতেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বহির্জ্জগতে আপেক্ষিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; তখনই তিনি সকল বিষ্ণুভক্তের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইতেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে গৌরব-বুদ্ধিতে সেবালীলা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সন্তুষ্ট হইতেন না। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং প্রভুর গুরুবুদ্ধি নিজ ভাগ্যের বিড়ম্বনা জানিতেন। ইহার প্রতিকারের জন্য ভাবিলেন, প্রভু আমাকে নিরবধি বিড়ম্বনা করেন। লোকে কিম্বদন্তী আছে যে, ভগবান ভৃগুকে নির্ব্বোধ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ ভৃগু পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তিগণের প্রতারিত

হইবার অধিক যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা ভৃগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া ভৃগুর নির্ব্বুদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভৃগুর ন্যায় শত শত শিষ্য তাঁহারআছে ইহা প্রকাশ করিলেন। গৌরসুন্দর আত্মগোপন করিয়া স্বীয় শ্যামসুন্দর-লীলার চৌর্য্যবৃত্তি অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বিশেষ বুদ্ধিমান সুচতুর গৌরভক্ত হওয়ায় তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ভগবানের সেবকাভিমানের লীলা খর্ব্ব করিবার জন্য গৌরাবতারের ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে কৃত্রিম বাধা প্রদর্শনোদ্দেশ্যে যোগবাশিষ্ঠ নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ছল করিয়া শান্তিপুরে হরিদাস সহ যাইয়া উক্ত ব্যাপার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, নির্ভেদ-ব্রাহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানব্যতিরিক্ত বিষ্ণুভক্তি কোন শক্তি ধারণ করিতে পারে না। ভক্তির প্রাণ—জ্ঞান। জ্ঞানই সর্ব্বশক্তিধর—এরূপ নির্ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ নিজ গৃহে ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে, যেখানে ধন নাই, সেখানে ধনের অনুসন্ধান করিতে যায়। বিষ্ণুভক্ত—দর্পণ-সদৃশ আদর্শ মাত্র। কিন্তু সেই আদর্শে জ্ঞানরূপ চক্ষু-দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই দর্পণের কোন ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু না থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া

কি ফল? সকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিলাম যে, জ্ঞানেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব আছে।" অদ্বৈত-চরিত্রজ্ঞ হরিদাস ব্যাখ্যা শুনিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা ভক্ত অদ্বৈতের চরিত্র বুঝিয়া ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। যাহারা ভাগ্যহীন দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, তাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া পরম অমঙ্গল লাভ করিল। তাহারা উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা মাত্র লাভ করিল।

সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু মহাপ্রভু অদ্বৈত-সঙ্কল্প জ্ঞাত হইলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। এদিকে আচার্য্য ভক্তিযোগ-প্রভাবে বুঝিলেন,—"আমার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবে। আমার প্রভু নিত্যানন্দপ্রভু সহ আসিতেছেন।" তখন তিনি অধিকতর মত্ত হইয়া 'জ্ঞানযোগ' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সহ আসিয়া দেখিলেন, আচার্য্য মত্ত হইয়া ভক্তিবিরোধী জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। আচার্য্য-গৃহিণী মনে মনে নমস্কার করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধময় কোটি-সূর্য্য-সম তেজঃময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন। মহাপ্রভু ক্রোধমুখে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলদেখি জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন,—"সর্ব্বকাল বড় 'জ্ঞান'। যার নাহি

জ্ঞান, তা'র ভক্তিতে কি কাম?' 'জ্ঞান—বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন। পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥ অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা॥ সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥ "বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান? এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিবা? কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥" পতিব্রতা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ হাসে। ভয়ে 'কৃষ্ণ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥ ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে। তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে॥ শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগরের মাঝে। আরে নাড়া নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর কাজে॥ ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥ যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে। তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে? তোমার সঙ্কল্প মঞি না করি অন্যথা। তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা? অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে। প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে॥ "আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি। "আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ তুই॥ অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা। মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা॥ মোর চক্রে বারানসী দহিল সকল। মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল॥ মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ। মোর চক্রে নরকের হইল মরণ॥ মুঞি সে

ধরিলুঁ গিরি দিয়া বাম হাত। মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥ মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ। মঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ॥" এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে। শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে॥ শাস্তি পাই, অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥ "যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ। ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ॥ এখন সে ঠাকুরাল বুঝিলুঁ তোমার। দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥ ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।" বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায়॥ আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে। ভ্রূকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে॥ "কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি? কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি? দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে। যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥ ভৃগুমুনি নহুঁ মুঞি, যার পদ-ধূলী। বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইবা কুতূহলী॥ মোর নাম॥ অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস। জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥ উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া। করিলা ত' শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া॥" এত বলি ভক্তি করি, শান্তিপুর-নাথ। পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর। অদ্বৈতেরে কোলে করি' কান্দয়ে নির্ভর॥ অদ্বৈতেরে ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ-রায়। ক্রন্দন করিয়ে যেন নদী বহি' যায়॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস। অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত

দাস ॥ কান্দয়ে, অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়। অদ্বৈত—ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর। সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ "তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয় ॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ ॥" বর শুনি, কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়। চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥ "যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়। মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে। সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥ যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন। তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥ যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন। না পারো সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন ॥ যদি মোর পুত্র হয়, বা কিঙ্কর। "বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥ মুঞি নাহি বলো এই বেদের বাখান। সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৩২-১৭৭) ॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল। অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥ তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া। মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া ॥ তুমি মোর প্রাণ-নাথ, তুমি মোর ধন। তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন ॥ যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার। সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥ সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা

সত্রাজিৎ। ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥ লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ দুঃখে। দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥ বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন। তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥ হিরণ্যকাশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার। লঙ্ঘিয়া' তোমারে গেল সবংশে সংহার॥ শিরশ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন। তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥ সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর। দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর॥ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে। পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে। বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥ বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি। যে তোমা না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি॥" মহাভক্ত অদ্বৈতের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন। "মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া। যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥ সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে॥ যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে। মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস। এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥ তুমি ত' আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥ সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে। অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥" বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম। "অনিন্দক হই' সবে বল কৃষ্ণনাম॥ 'অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে। সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥

হেলে ॥ এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন। 'জয় জয় জয়' বলে সর্ব্ব-ভক্তগণ ॥ অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া। প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥ অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী। এই মত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী ॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র। জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে। সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকর্ম্ম। তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৯৩-২২০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে আবেশে দণ্ড ও কৃপা প্রদান করিয়া আবেশ ভঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে বলিলেন,—আমি যদি কিছু বাল-চাপল্য প্রকাশ করিয়া থাকি তবে ক্ষমা করিবে। তখন মহাপ্রভুর এই কথায় সকলেই হাসিলেন। তখন মহাপ্রভু মহাসতী পতিব্রতা অদ্বৈত-গৃহিণীকে বলিলেন,—'মাতা শীঘ্র করিয়া কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করুন, আমি প্রসাদ পাইব।' নিত্যানন্দ, হরিদাস ও অদ্বৈতপ্রভু সহ মহাপ্রভু তখন গঙ্গাস্নানে চলিলেন। সত্বর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যও প্রভুর পদতলে পড়িলেন, আবার হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের পদতলে পড়িলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হাসিলেন। ইহাঁরা ধর্ম্ম-সেতু অর্থাৎ এই তিনের প্রচারিত শিক্ষা অবলম্বনে জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে

পারে। এই তিনের শিক্ষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অদ্বয়-জ্ঞান-ধর্ম্মেরই সেতু।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্‌অদ্বৈতাচার্য্য একত্রে ভোজন করিতে বলিলেন। ঠাকুর হরিদাস দ্বারে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। মহাসতী যোগেশ্বরী অদ্বৈত-গৃহিণী হরি-স্মরণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন প্রায় শেষ হইয়াছে, অল্প কিছু অন্ন থাকিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সেই মহামহাপ্রসাদ গৃহময় ছড়াইয়া বাল্যভাবে হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস হাসিতে লাগিলেন। আচার্য্য তখন ক্রোধাবেশে ছলোক্তিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। কোথা হৈতে আসি' হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥ গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি নাম। জন্মিলা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥ কেহ ত' না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী॥ ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ॥ নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সর্ব্বনাশ। সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥" ইহার বাস্তব অর্থ—শ্রীমন্নিত্যানন্দ কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহামহাপ্রসাদ সর্ব্ব সাধারণকে বিতরণ করিলেন। তাঁহার এই মহাকৃপার বিষয় আচার্য্য অবগত হইয়া তাঁহার কৃপার মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব,

তিনি কৃপাপূর্ব্বক ভক্তিবাধক আভিজাত্যের বন্ধন উঠাইয়াছিলেন।—ইহাই জাতিনাশ। তিনি সর্ব্বক্ষণ “পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরস-মদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ” শ্লোকোক্ত সর্ব্বদা হরিরস মদ পানে মহামত্ত হস্তীর ন্যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলেন, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত। অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের মদ্যপ ; তাঁহাতে প্রাকৃত কোন বস্তুই প্রভাব বিস্তার করিতে বা বাধা দিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব গুরুতত্ত্বের আকর তাঁহার আবার গুরু কে? কিন্তু দৈন্য করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ‘সন্ন্যাসী’ বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি ‘অজ’ ভগবান্, তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও স্থান দুর্জ্ঞেয়। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারে না ; তিনি কোন্‌জাতীয় ভগবদ্বস্তু তাহাও দুর্জ্ঞেয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গী হইয়া শুদ্ধ ব্রজবাসীগণের প্রেমে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ঘরে ঘরে ভোজন করিয়াছেন ; তথায়—গোপ-অভিমান। আবার কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও সঙ্গী হইয়া ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ও লীলাবিলাসাদি করিতেছেন ; অতএব তিনি প্রাকৃত কোন জাতিতে আবদ্ধ হ’ন না বা তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত কাহাকেও আবদ্ধ রাখেন না। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান দ্বারা প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ইত্যাদির সর্ব্বনাশ করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম মদের, মদ্যপ হইয়া সকলকেই সেই মদ্যপ করিলেন। ধন্য নিত্যানন্দ, ধন্য তাঁহার সেবা, ধন্য তাঁহার কৃপা, ধন্য তাঁহার প্রচার, ধন্য তাঁহার আচার। শুন হরিদাস,—

'ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কখনও ইহার অন্যথা হইতে পারে না।' এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দিগ্‌বাস হইলেন, অর্থাৎ তিনিও উপাদান-কারণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রেম-বিতরণে মায়িকবস্তুর উপাদানরূপ আবরণ ইনি উন্মুক্ত করিলেন। যাহাতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অবাধে আপামরে প্রেম বিতরণ করিতে পারেন। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু "দুই অঙ্গুলি দেখায়" অর্থাৎ আচার্য্য! তুমিও কম নহ, দুই অঙ্গুলি যেমন হস্তের সহিত সমান ভাবে একত্র অবস্থিত, তেমনি তুমি ও আমি উভয়েই শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত সংযুক্ত ও অঙ্গুলি দ্বয়ের ন্যায় অবস্থিত। তোমারও কৃপা-প্রদান কম নহে। তুমি মহাপ্রভুকে আনিয়া প্রসাদ (কৃপা) করিয়া আমাকেও দিতেছ। আমি তোমা-প্রদত্ত প্রসাদই বিতরণ করিতেছি, এতএব তোমা আনীত ও প্রদত্ত বস্তুই আমি বিতরণ করিতেছি। এই প্রেম-প্রদানকার্য্যে উভয়েরই সমান চেষ্টা বর্ত্তমান; বরং তোমার ভগবদাকর্ষণ ও প্রেমবিতরণকার্য্য অধিক বলিয়া মনে করি। আচার্য্যের ক্রোধ মায়িক কামে বাধাপ্রাপ্তির জন্য উদ্ভব নহে, উহা শুদ্ধসত্ত্বময়ী কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী ভাবের আবেশে কৃষ্ণসুখবিধানের বিভিন্ন প্রকার মাত্র। তাঁহারা প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু। তাঁহাদের প্রীতি-বই অপ্রীতি কোন সময়েই থাকিতে পারে না। উভয়েই প্রেমরসে মহামত্ত। উভয়ের কলহ-প্রতীম স্তুতিবাক্য কৃষ্ণের সুখ-বিধানার্থ। এই প্রকারে ভোজন শেষ করিয়া আচমন

করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কয়েকদিন অদ্বৈত-মন্দিরে কৃষ্ণকথায় ভক্তসঙ্গে যাপন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া নিজ-গৃহে মায়াপুরে আসিলেন।

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া সকলকে বর দান করিতে আরম্ভ করিলেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহই এক এক ভাবে প্রেমের বহু বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যদিও সকলেই গৌর-প্রেমের পাত্র, সকলেই মহাপ্রেমিক, তথাপি প্রেমরূপ মহা-সমুদ্রের এক এক রত্ন এক এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়া বিতরণ করেন। সেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু এক অভিনব প্রেম রত্ন প্রকাশ করিলে, ভক্তগণ মহানন্দিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব-বস্তু শ্রীশচীমাতাকে আস্বাদন করাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—ইহা বৈষ্ণবা-পরাধীর পক্ষে সুদুর্ল্লভ। তখন সকলে বলিলেন,—"স্বয়ং-ভগবান্ যাঁহার গর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার অপরাধ থাকিতেই পারে না।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন ;—"শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যের নিকট ইঁহার অপরাধ আছে। আমি প্রতিকারোপায় বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডাইতে পারি না। যে বৈষ্ণবের নিকট যাহার অপরাধ আছে, তিনি ক্ষমা করিলে তবে অপরাধ ঘুচে। অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

দুর্ব্বাসার অম্ব ষের স্থানে অপরাধ ক্ষমার বিষয় সকলেরই বিদিত। অত এব অদ্বৈতের চরণের ধূলি শ্রীশচীমাতা মস্তকে ধারণ করিলে সেই অপরাধ যদি আচার্য্য ক্ষমা করেন, তবে আমি আ া করিব ; তখন তাঁহার এই প্রেমরস আস্বাদন সম্ভব হইবে।” তখন সকলে মিলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে যাইয়া সমস্ত বিবরণ লিলেন। তখন আচার্য্য বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বলিলেন,—“ মরা ওকথা মুখে আনিও না। যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র হইয়াও তাঁহার গর্ভে আবির্ভূ হইয়াছেন, সেই জগন্মাতা বিষ্ণুভক্তির মূর্ত্তিমতী, পর ঞবী শ্রীশচীমাতার কখনও অপরাধের সম্ভবনা থাকি পারে? তাঁহার দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব আমি একটু অবগত আছি। যদি সেই অভিন্না দেবকী-যশোদাস্বরূপার ‘আই’ নাম কে তত্ত্ব অবগত না হইয়াও মুখে বলে, তাহার সর্ব্বদুঃখ বিমো হইয়া যায়। আমি তাঁহার পদধূলি পাইলে কৃতার্থ হই।” ইত্যাদি বলিতে বলি ে ‘আই’র তত্ত্বে অবিষ্ট হইয়া আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি লেন। সময় বুঝিয়া শ্রীশচীমাতা সে বাহ্যজ্ঞানহীন অদ্বৈ -প্রভুর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন শ্রীশচীমাতা আচার্য্যের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিবা াত্র বিহ্বল হইয়া াহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। “অদ্বৈতের বাহ্য হি—আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য —অদ্বৈতানুভা ॥ দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল। ‘হরি হরি’-ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল॥ হাসে’ প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥ “এখনে

সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥" শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন। 'জয়-জয়-হরি-' ধ্বনি হইল তখন॥ জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান॥ 'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।' তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥ ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে। জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥ অন্যের কি ত্যায়, গৌর-সিংহের জননী। তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি॥ বস্তুবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে। তথাপিহ 'অপরাধ' করি' প্রভু কহে॥ 'ইহারে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে'? 'দ্বৈত' বলিলেন আই কোন অসন্তোষে॥ চৈঃ ভাঃ-মঃ ২২।৪৯-৫৯।

পূর্ব্বে মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ সর্ব্বক্ষণ অদ্বৈতের সঙ্গ করিতেন। কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন শ্রীশচীমাতা দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গফলে বিশ্বরূপের বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় সন্ন্যাস করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে কিছুই বলিলেন না, বিশ্বম্ভরকে লইয়া সব ভুলিয়া গেলেন। আবার যখন বিশ্বম্ভর প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। তখন তিনিও সর্ব্বক্ষণ শ্রীঅদ্বৈতের নিকট থাকিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু গৃহে থাকেন না, সর্ব্বক্ষণ অদ্বৈতের সহিত কৃষ্ণকথায় রত। ইহা দেখিয়া শ্রীশচীমাতা বলিয়াছিলেন যে,—আচার্য্য এক পুত্রকে গৃহত্যাগী করিয়াছেন, এক্ষণে আমার যথাসর্ব্বস্ব প্রাণাপেক্ষা-প্রিয়তম এই বিশ্বম্ভরকেও বুঝি গৃহত্যাগী করিবেন। এই ভাবিয়া

দুঃখে শ্রীশচীমাতা বলিয়াছিলেন,—"কে বলে 'অদ্বৈত',—'দৈত' এ বড় গোসাঞি॥ এক পুত্র বাহির করিয়া দিলেন, আবার এ পুত্রকেও ঘরে স্থির রাখিতেছেন না। আমি 'অনাথিনী' আমার প্রতি একটু দয়া নাই! জগতের নিকট তিনি 'অদ্বৈত', আমার নিকট তিনি 'দ্বৈত-মায়া'। মাত্র এই অপরাধ, আর কিছুই নাই। ইহার জন্যই শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রেম-প্রদানে বিরত থাকিলেন। নিজ মাতাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজগতের শিক্ষাগুরু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ও তৎখণ্ডনের উপায় জানাইয়া জীবগণকে বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কৌশল প্রপঞ্চিত করিলেন।

কাজী-উদ্ধার লীলায়ও শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যের এক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া মহানগর সংকীর্ত্তনে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। কাজীর-উদ্ধার সময়ে ও তৎপরে শ্রীধরের জলপানের সময় আচার্য্য-শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিশ্বরূপদর্শন

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গোপীভাবে ভক্তগণসহ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি আর থামে না, দুই প্রহর হইয়া গেল, ভক্তগণ কোনপ্রকারে কিছু স্থির করিয়া গৃহে চলিলেন। শ্রীবাসাদিও গঙ্গাস্নান করিতে চালিলেন। আচার্য্য একাকীই শ্রীবাস-অঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর তখন নিজগৃহে। সেখান হইতেই শ্রীঅদ্বৈতের আর্ত্তি জ্ঞাত হইয়া

শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া অদ্বৈতকে লইয়া বিষ্ণুগৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া আচার্য্যকে কহিলেন,—"আচার্য্য! তোমার ইচ্ছা কি? এবং কি কার্য্য চাহিতেছ।" তখন অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—"পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলে, তাহা দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" তৎক্ষণাৎ আচার্য্য দেখিলেন—এক রথ চতুর্দ্দিকে সৈন্য-দলে বেষ্টিত মহা-যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজিত। সেই রথোপরি শ্যামল-সুন্দর, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দর্শন করিলেন চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবন; কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ পুনঃ পুনঃ দেখিলেন এবং সম্মুখে অর্জ্জুন স্তুতি করিতেছেন। তাঁহার বদন সকলে যেন মহা অগ্নি জ্বলিতেছে। সেই মুখাগ্নিতে ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে যাহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের নিন্দা বা বিদ্বেষ করে, সেই পাপপ্রবণ চিত্তগণের মানসিক দুর্ব্বলতা ও কায়িক তাণ্ডব-নৃত্য-রূপ মলসমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পালব্ধ প্রকৃত অভিজ্ঞতাসূচক চেতনময় কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধ হয়। বিশ্বের দ্রষ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; কারণ, কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণ-বস্তু-দর্শনে জীবের অসামর্থ্য হয়। অতএব এই রূপ দর্শন করিতে অন্যে অসমর্থ। আচার্য্য সেই রূপ দর্শনে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যটনসুখে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর উক্ত প্রকাশের বিষয় অবগত হইয়া সত্বর শ্রীবাস-গৃহে আসিয়া বিষ্ণু-গৃহের দ্বারে প্রচুর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের আগমন জ্ঞাত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন

করিয়া তাঁহাকেও ভিতরে লইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু দেখিলেন,—পরিপূর্ণতম শ্রীগৌরাবতারের বিশ্বে প্রকাশিত গৌণ-লক্ষণ-রূপ এক অঙ্গ 'বিশ্বরূপ' দর্শন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে উঠাইয়া বলিলেন,—'তুমি আমার সকল অবতার বিষয়ে অভিজ্ঞ। তোমার কৃপায় আমার দর্শন জীবের পক্ষে সুষ্ঠু হয়। তুমি ও অদ্বৈতে ভেদ না থাকায় উভয়েই আমার পূর্ণ অবতারীত্ব জ্ঞাত আছ। নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে দেখিয়া মন্দির মধ্যে পরমানন্দে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন। পরে উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শেষে উভয়ের প্রেম-কোন্দল আরম্ভ হইল।

অদ্বৈতাচার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শনের উদ্দেশ্য— বিশ্বরূপ তাঁহার অপ্রাকৃত প্রেমময় স্বরূপ নহে। সর্ব্ববতার-অবতারী সর্ব্বাংশী শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত পার্ষদরূপে বিলাস ও সেবাকারী নিত্য সেব্য-সেবকভাবে লীলাপুষ্টিকারী প্রভু-দ্বয়ের লীলাবিলাসবৈচিত্র্য বিশ্বরূপের মধ্যে কিভাবে সংশ্লিষ্ট ও অবস্থিত এবং এই শ্রীগৌরলীলায় বিশ্বরূপের মধ্যে গৌরকৃপাকটাক্ষবৈভব অবলোকন করাই উভয়ের হৃদ্গত উদ্দেশ্য, যাহা বর্ত্তমানে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের শুভ উদ্‌যোগে ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভিষিক্ত অবস্থার বৈশিষ্ট্য অবলোকন করিলেন। মহামহাবদান্যাবতার অনর্পিতচর প্রেমোদ্ভাষিত অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যা-নন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া ধীরশিরোমণি-

দ্বয় অধীর হইয়া পড়িলেন। শেষে পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণীশক্তি ও কারুণ্যগুণ বর্ণনার্থে প্রেম-কোন্দলের আবাহন করিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—তোমাকে কে আকর্ষণ করিল? আমি ত' মহাপ্রভুকে আসিবার জন্য সকরুণ আবেদন ও আর্ত্তি জানাইয়াছি। কিন্তু তুমি না আসিলে ত' মহাপ্রভু আসিবেন না। তুমি এত করুণাময় যে, তোমার নিমিত্ত-কারণোদ্ভাসিত জীবগণকে উদ্ধারার্থ—তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার প্রতিও করুণা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছ; কারণ তুমি এত গুরু বস্তু, এত গম্ভীর ও মহৎশ্রেষ্ঠ যে, তোমাকে আনিবার শক্তি কাহারও নাই; আমারও নাই। অন্যের কথা দূরের কথা। তাই তুমি আসিয়া নিজ কারুণ্যগুণে জোর-পূর্ব্বক ভক্তিবিঘ্নরূপ আবরণ ও অর্গল ঘুচাইয়া প্রবেশ করিয়া জগৎজীবের ভগদ্দর্শনের স্বরূপ অবগত করাইয়াছ সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি জীবগণ তাঁহাকে বিশ্বের অন্যতম জানিলেও, বিশ্ব তাঁহার অঙ্গ—এরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনের পূর্ণত্ব তোমারই পূর্ণ সেবাময়ী দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত—বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবত্তার গৌণ-লক্ষণেরই প্রকাশ বলিয়াছেন। এই ভাবে অতি গূঢ় গম্ভীর শ্রীচৈতন্যদেবকে তোমার কৃপাব্যতীত কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব শ্রীগৌরসুন্দরকে জানিতে বা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইলে তোমার কৃপাই একমাত্র সম্বল তুমি কপট সন্ন্যাসী অর্থাৎ সন্ন্যাসীত্ব তোমার বাহ্য পরিচয়। তুমি জীবের অতীত শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভগবৎ-তনু। তাহা স্বরূপশক্তি প্রকটিত অপ্রাকৃত।

প্রকৃতির অধীন তত্ত্ব নহে। তোমার তত্ত্ববিদ্ কোন ব্যক্তি তোমাকে কোন মায়িক জাতীয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিবে না। এই বৈষ্ণবসভায় তোমার ন্যায় প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব মহাসৌভাগ্যের ও তোমার অহৈতুক কৃপারই নিদর্শন। তুমি যদি সত্বর না যাও তবে এই বৈষ্ণবসভায় সমস্ত সভ্যগণকেও তোমার ন্যায় মাতাল করিয়া তুলিবে; ইহা জাগতিক 'মঙ্গল'-মাত্র নহে, পরন্তু মহাপ্রেমের প্লাবন।

তখন গৌরপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ছলে অদ্বৈত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,— 'আচার্য্য! তুমি যে আমার এত গুণ বর্ণন করিলে, তাহা অনুচিত; তাহা—আমার পক্ষে অতি-স্তুতি মাত্র, আমি তাহা বন্ধ করিতে চাহি; কারণ তুমি যে সকল কারুণ্যাদি গুণগ্রাম আমার বলিয়া বর্ণন করিলে, তাহা আমার নহে, তাহা আমার প্রভুর; তাঁহার শক্তিতে ও প্রভাবে আমি শক্তিশালী ও প্রভবান্বিত—আমার গৌরব, আমি বিশ্বম্ভরের ভ্রাতা। আমি তৎকৃপা ও প্রেমে তৎকর্ত্তৃক মত্ত। তিনি বৃক্ষদ্বারেও মহৎ কার্য্য করাইতে ও স্থাবর-জঙ্গমকে তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত করিতে পারেন। আমার মূল তাঁহার পাদপদ্মে সংশ্লিষ্ট। তোমার গুণের কথা একটু বলি,—এ দৃশ্যাদৃশ্য জগতের তুমিই উপাদান কারণ। সমস্তই তোমার আশ্রিত। তুমি সকলেরই আশ্রয়দাতারূপে এই জগৎ-সংসারের মহাসংসারী। সমস্ত জীবই তোমার শক্তি ও পুত্রাদি স্থানীয়। অতএব তাহাদের প্রতি তোমার কৃপা

ও আসক্তি-প্রবলতা হেতু তুমি তাহাদের ভরণ-পোষণ ও পালনার্থ শ্রীবিশ্বম্ভরকে আনয়ন করিয়াছ—তাই মহামত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়া তোমার সংসারে তোমার আশ্রিত-বর্গের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। "প্রথম লীলায় তাঁ'র বিশ্বম্ভর নাম। ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥ ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ। পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩২।৩৩)॥ আর আমি পরমহংস-পথের আধিকারী বা অবধূত—স্বেচ্ছাচারী। বিষয়গ্রহণ সত্ত্বেও বিষয়-বাধ্য নাই। অর্থাৎ কাহারও প্রতি আমার আকর্ষণ বা মমতা নাই। অতএব জীবের প্রতি আমার দরদ নাই। তুমিই পরম-দরদী; অতএব আমাকে 'জীব উদ্ধার কর্ত্তা' ইত্যাদি বাক্য বলিও না। আমার করুণাও প্রভুরই। অতএব আমার কোন গুণ ব্যাখ্যা করিলে তাহা আমি বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। সহজে বন্ধ না করিলে জোর পূর্ব্বক বন্ধ করিব। তাহাতেও তোমার কিছু বলিবার নাই; কারণ, বাহ্য বিচারে সকলে পরমহংসকে সম্মান করে, অতএব সে বিচারেও আমার কথা শুনিয়া তুমি আমার গুণ-বর্ণনা বন্ধ কর। তখন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ স্বরূপের দৈন্য ও শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে নিষ্ঠাদি গুণ-দর্শনে আরও মুগ্ধ হইয়া তদ্বিরোধীগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ লীলাভিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যে পাষণ্ডী এমন কৃষ্ণ-প্রেমময়তনু শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বম্ভরের প্রিয়তম পাত্রকে সন্ন্যাসীর উপযুক্তও না বলিয়া মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করে, তাহাদিগকে আমি

সংহার করিব। তাঁহার গৌর-প্রেমময়তনু, আচরণ, লীলা ও কৃপাময়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচারে অপরাধ করিতেছে। তিনি কোনও প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন না। তাঁহার অপ্রাকৃত গূঢ় গম্ভীর লীলার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহা আমি প্রকাশ করিব, এজন্য আমি আবরণ খুলিয়া দিগ্‌বাসী হইলাম। আমায়ায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রকাশ করিব। তাঁহাকে প্রাকৃতবুদ্ধি করা—মহানিন্দা। তিনি নিমিত্তকারণ-মহাবিষ্ণুরও অবতারী। তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা মাতা পিতা কেহ নাই। তবে যে রোহিণী-বসুদেব মাতা-পিতা বলিয়া পরিচয় দেন বা গৌরলীলায় হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া পরিচিত; তাহা কেবল তাঁহার বাৎসল্য-রসের রসিকাগ্রগণ্যগণকে কৃপা-পূর্ব্বক সেবাপ্রদানেচ্ছায়ই জানিতে হইবে। তাঁহার নিন্দুক ও প্রাকৃত বুদ্ধিকারীকে আমি গিলিব, সংহার করিব ও স্থবির করিব। সন্ন্যাসীর লক্ষণ বিচারে তিনি সন্ন্যাসী নহেন। ফল্গুবৈরাগীর বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যের অর্থ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। ধন্য শ্রীবাসপণ্ডিত, —ধন্য তোমার ভক্তি, তাই তাঁহাকে অজ্ঞ, অপরাধী, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাদির বিচারাধীনে না দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার সুষ্ঠু-সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজের আশ্রয়-রূপে সেব্যবিচারে সেবা করিতেছ। আমার সে সৌভাগ্য ঘটিল না। তিনি কোথা হইতে স্বতন্ত্রেচ্ছাময় কৃপা-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণার্থে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। উভয়েই দৈন্যময়ী কলহপ্রতিম বাক্যের

দ্বারা তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-সুন্দরের সুখ-বিধানে তৎপর ও মহাপ্রেমিক। এ সকল কথা মহাভাগ্যবান্ ও শ্রীচৈতন্যদেবও তদ্ভক্ত-কৃপাভিষিক্ত-ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে না। অন্যে—অজ্ঞব্যক্তিগণ গূঢ়ার্থ ও তত্ত্ব অবগত না হইয়া, বাহ্যে কলহ-প্রতীম অপ্রাকৃত বাক্যের তাৎপর্য্য প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধিদ্বারা অবগত হইতে গিয়া একের পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্যের নিন্দা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মধ্যে বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষ-ধর্ম্ম-যুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্য্য ভেদের বিচারে সমতার পরিবর্ত্তে বৈষম্যের বিচার আহৃত হয়। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল ; কেন না তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ভিন্নতাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণুসেবা-বর্জ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয়াশ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদত্ব জানিলে জীবের ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ, তাহাতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ-ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা-রাহিত্য-ধর্ম্মের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব-ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।

বিষ্ণুভক্তি-রহিত বৈষ্ণবকেই 'অবৈষ্ণব' বলা হয়। উষ্ণতা-রহিত বস্তুকেই 'শীতল' বলা হয়। অতিশৈত্যের মধ্যেও উষ্ণতার অত্যল্পাংশ অবস্থিত। সুতরাং শীতোষ্ণ-বিচারে অভেদ-দর্শনে বৈচিত্র্যবিলাসভাব। কিন্তু বৈচিত্র্য বা বিলাস স্বরূপের ধর্ম্ম। বিরূপ-বিচারে স্বভাব ও অভাবের সাম্য বা বৈষম্য, উভয়ই দোষযুক্ত। এই উভয় জড়ীয়-বর্জ্জিত চিন্ময় ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধা ভাবাভাব-সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় না। সেবা-বৃত্তির অনুদয়ে ভগবদ্দর্শন বা ভক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না।"

শ্রীমন্মাপ্রভুর সন্ন্যাসের বার্ত্তা শুনিয়া প্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুতিতে অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দদেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের বিলাপ শ্রবণে পাষাণ-কাষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইতে লাগিল। তখন এক দৈববাণী হইল,—"অদ্বৈতাদি ভক্তগণ! দুঃখ ভাবিহ না, সকলে সুখে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর; সেই প্রভু দুই-চারি-দিনের মধ্যে তোমাদিগের সঙ্গ দান করিয়া পূর্ব্ববৎ বিহার করিবেন।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ দেহত্যাগ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর গুণ ও লীলা আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ শচী-মাতার নিকট থাকিলেন।

এদিকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে কৌশলে শান্তিপুরে লইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নূতন বস্ত্র-কৌপীনসহ নৌকা লইয়া গঙ্গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ইঙ্গিত-মত অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান করিলে, দেখিলেন আচার্য্য অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রেমোন্মাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্য ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং যমুনায় স্নান করিতেছেন। কিন্তু আচার্য্যকে দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দের সুকৌশলে তিনি শান্তিপুরে আসিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে আসিলেন। তখন আচার্য্য নিজ প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে উঠাইয়া উভয়ের প্রেমজলে উভয়ে স্নাত হইলেন। আচার্য্যপুত্র 'অচ্যুত' দণ্ডবৎ প্রণত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার ধুলা-ধূসরিত অঙ্গ কোলে করিয়া বলিলেন,—আচার্য্য আমার পিতা তুমি আমার ভ্রাতা। অচ্যুতানন্দ বলিলেন,—
"তুমি দৈবে জীব-সখা। সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা॥"
সকলেই শিশু-মুখে এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, না জানি কোন মহাপুরুষ আসিয়া জন্মিয়াছেন। সবাকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গন করিয়া কৃপা করিলেন। ভক্তগণ আর্ত্তনাদে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। পরে সবা লইয়া ভোজন করিলেন।"

শ্রীমন্মাপ্রভু বলিলেন শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে বলিলেন,—"তুমি যমুনায় স্নান করিতেছ," এখন দেখিতেছি, 'গঙ্গায় স্নান করিতেছি এবং আমি বৃন্দাবনে আসি নাই।' "আচার্য্য কহে, মিথ্যা নহে, শ্রীপাদ-বচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥ গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে,

পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ পশ্চিম ধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান। আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥ প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক। শুখরুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥ এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর। পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী ॥ বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি'। কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥ বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে। দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥ মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ। চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥ সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার। পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে। অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥ কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী। পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর। মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয়। সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট। বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড়। চলে হালে নাহি,—ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥ পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিঞা। তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা।

তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখে ত' ধরিঞা। দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকী। যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি॥ দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'। চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি॥ অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী। তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি'॥ তিন শুভ্র-পীঠ, তার উপরি বসন। কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন॥ আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল। প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল॥ আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন। আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন॥ দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন। গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন॥ মুকুন্দ, হরিদাস,—দুই' প্রভু বোলাইল। যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল। মুকুন্দ বলে, মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে। পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে॥ হরিদাস বলে, মুঞি পাপিষ্ঠ অধম। বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥ দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে। প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে॥ ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন। জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥ প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য। আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বৈদ্য॥ প্রভু বলে, বৈস তুমি করিতে ভোজন। আচার্য্য কহে, আমি করিব পরিবেশন॥ কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত। অল্প করি' তাহে আনি' দেহ ব্যঞ্জন-ভাত॥ আচার্য্য কহে, বৈস দোঁহে পিণ্ডার উপরে। এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল

হুঁহারে ॥ প্রভু কহে, সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ। ইহা খাইলে কৈছে হ'বে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥ আচার্য্য কহে, ছাড় তুমি আপনার চুরি। আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী। প্রভু কহে, এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ আচার্য্য বলে, অকপটে করহ আহার। যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর ॥ প্রভু বলে, এত অন্ন নারিব খাইতে। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ আচার্য্য বলে, নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার। একেবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস। তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন। ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥ এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে। হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥ নিত্যানন্দ কহে, কৈলুঁ তিন উপবাস। আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥ আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে। অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥ আচার্য্য কহে, তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী। কভু ফল-মুল খাও, কভু উপবাসী ॥ দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন। ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥ নিত্যানন্দ বলে, যবে কৈলে নিমন্ত্রণ। তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥ শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত। কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে। সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন। আমি

তাহা কাঁহা পাব, দারিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন, তাহা খাঞা উঠ। পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥ এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন। অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ। এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ দোনা ব্যঞ্জনে' ভরি করেন প্রার্থন। প্রভু বলেন, আর কত করিব ভোজন ॥ আচার্য্য কহে, যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা। এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥ নানা যত্নে-দৈন্যে প্রভুর করাইল ভোজন। আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ নিত্যানন্দ কহে, আমার পেট না ভরিল। লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ এত বলি' একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা। উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে। ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥ অবধূতের ঝুঠা মোর লাগিল অঙ্গে। পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ 'তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল। তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ আপনার সম মোরে করিবার তরে। ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥ নিত্যানন্দ বলে,—এই কৃষ্ণের প্রসাদ। ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥ শতেক সন্ন্যাসী, যদি করাহ ভোজন। তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ আচার্য্য কহে, না করিব সন্ন্যাসী-নিমন্ত্রণ। সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥ এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন। উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥ লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম

রসবাস। তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥ সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর। সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর॥ আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন। সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন॥ বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান। মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥ তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে। করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥ শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন। দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥ 'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা। চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা॥ গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল। অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥ আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান। লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান॥ সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন। আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন॥ নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা। হরিদাস পাছে নাচে হরসিত হঞা॥ কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন। স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন॥ ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ। চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন॥ অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া। ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া॥ এত বলি' আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন। প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥ প্রেমের উৎকণ্ঠা,—প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ। বিরহ বাড়িল, প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥ ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা।

গোসাঞিঃ দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে। ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন। পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ হাহা প্রাণ প্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে। কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই। যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ উড়ি' যাই ॥ এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে। শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥ নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল, গর্ব্ব, দৈন্য। প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে। ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ। আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ 'বল্' 'বল্' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল। বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা। আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥ এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে। কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥ তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন। উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥ আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন। নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন। এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন। একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥ প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায়

চড়াঞা। ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা॥ নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ। সব লোক আইল, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ॥ প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সংকীর্ত্তন। শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন। শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা। কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা॥ দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল। কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥ অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ॥ দেখিতে না পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন॥ কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাঞি। বিশ্বরূপ-সম না করিহ নিঠুরাই॥ সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন। তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥ কান্দিয়া বলেন প্রভু, শুন, মোর আই। তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই। তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে। কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥ জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস। তথাপি তোমারে কভু নাহিব উদাস॥ তুমি যাহাঁ কহ, আমি তাহাঁই রহিব। তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব॥ এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার। তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥ তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তরে। ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বরে॥ একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে। সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ। সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥ চৈঃ চঃ ম ৩।১৩৫-১৫২॥ আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি'

'হরি'। আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে। নানা-গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান। বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয়। যত ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয়। সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন। ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন। রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয়। স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৫৬-১৬২)। শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র ভক্তগণ। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি। নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন। মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাঞির অবস্থান। মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান ॥ শুনি' সব ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার। মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥ মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন। ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥ তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন। যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন। যদ্যপি সহসা আমি কর্য়াছোঁ সন্ন্যাস। তথাপি তোমা-সবা হৈতে নাহিব উদাস ॥ তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'। মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে

সন্ন্যাস করিঞা। নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন। সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥ শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন। শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥ প্রভুর নিবেদন তাঁ'রে সকল কহিল। শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল তেঁহো যদি ইহা রহে, তবে মোর সুখ। তাঁ'র নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥ তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়। নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ তুমি সব করিতে পার গমনা-গমন। গঙ্গাস্নানে কভু তাঁ'র হবে আগমন ॥ আপনার দুঃখ-সুখ তাহাঁ নাহি গণি। তাঁ'র যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥ শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন। বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥ প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল। শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ। সবারে সম্মান করি' বলিয়া বচন। তুমি-সব লোক —মোর পরম বান্ধব। এই ভিক্ষা মাগোঁ,—মোরে দেহ তুমি-সব ॥ ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥ আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥ ঐ ১৬৮-১৯১। তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা। দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা। আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন। রহিলা অদ্বৈত-গৃহে-না কৈল গমন ॥ আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত, সব। প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা-মহোৎসব ॥ দিনে কৃষ্ণরস-কথা

ভক্তগণ-সঙ্গে। রাত্রে মহা-মহোৎসব সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন। সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে। সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥ শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ। ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ এইমত অদ্বৈত গৃহে ভক্তগণ মিলে'। বঞ্চিলা কতক দিন মহা-কুতূহলে ॥ আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে। নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। পুনরাপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥ কভু বা তোমরা করিবে নিলাদ্রি গমন। কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে। জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥ তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন। এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন। নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা। কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা। কতদূর গিয়া প্রভু করি' যোড়হাত। আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ জননী প্রবোধ', কর ভক্ত সমাধান। তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ এত বলি' প্রভু তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন। নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ (ঐ ১৯৮-২১৫)

শ্রীক্ষেত্রে মিলন

শ্রীমন্মাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে, ভক্তগণ প্রভু বিরহে ব্যথিত হইয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন।

মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়া থাকিতেন। যখন দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন, তখন ভক্তগণ আরও বিরহক্লিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলে শ্রীমন্নিত্যনন্দ-প্রভু বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে প্রভুর সমাচার প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার জন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কালীন সেবক কালা-কৃষ্ণদাসকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। তথাকার বৈষ্ণবগণকে দিবার জন্য প্রচুর মহাপ্রসাদ পাঠাইলেন। কালা-কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সংবাদ লইয়া গৌড়দেশে যাইয়া প্রথমেই মহাপ্রসাদ দিয়া, শ্রীশচীমাতার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মহাপ্রভুর কুশলসংবাদসহ দক্ষিণবিজয় ও তথা-হইতে শ্রীক্ষেত্রে পুরনাগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তথা হইতে শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে যাইয়া কালা-কৃষ্ণদাস মহাপ্রসাদ দিয়া, আচার্য্যের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মহাপ্রভুর দক্ষিণ-বিজয়ের সকল সমাচার বলিলেন। তখন গৌড়ের ভক্তগণ আচার্য্যের নিকট যাইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য যুক্তি করিলেন। আচার্য্য তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রভুর সংবাদ-প্রাপ্তিরূপ শুভানুষ্ঠানার্থে দুই-তিনদিন মহা-মহোৎসব করিলেন। এবং সকলে শ্রীশচীমাতার আদেশ লইয়া শ্রীল আচার্য্য-সহ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। কিছুদিনে সকলে নীলাচলে পৌঁছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সংবাদ পাইয়া শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীগোবিন্দকে দিয়া মালা পাঠাইয়া পুরী প্রবেশমাত্র সম্বর্দ্ধন করিতে পাঠাইলেন। শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভু প্রথমে শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্যকে মালা দিয়া দণ্ডবৎ

প্রণাম করিলেন। শ্রীলস্বরূপদামোদর প্রভু গোবিন্দের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে স্বয়ং মহাপ্রভু আসিয়া ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু আচার্য্যকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। সকলকে লইয়া মহাপ্রভুর বাসায় লইয়া যাইয়া শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে মাল্য-চন্দনাদি প্রদান করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ও ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের সহিত সবার পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যকে মহাপ্রভু মধুরবাক্যে বলিলেন,—'তোমার শুভাগমনে আজি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।' আচার্য্য কহিলেন,—"ইহা ঈশ্বরের স্বভাব, যদিও নিজে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়-পূর্ণ, তথাপি ভক্তসঙ্গে নিত্য বিবিধ বিলাসার্থে তাঁহার সুখোল্লাস হয়।" সকলকে গোপীনাথ-আচার্য্যদ্বারা বাসাস্থান দিয়া ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন। সকলে সমুদ্রস্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া পুনঃ মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। সকলকে যোগ্য-ক্রম করিয়া বসাইয়া মহাপ্রভু নিজে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপদামোদরের প্রার্থনায় সন্ন্যাসী ভক্তগণসহ মহাপ্রভু প্রসাদ পাইতে আরম্ভ করিলেন। নানা প্রকার বিচিত্র শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে পাওয়াইলেন। ভোজনান্তে নিজে ভক্তগণকে মাল্য-চন্দনাদি দিয়া সকলকে বিশ্রাম করিতে বাসায় পাঠাইলেন।

সন্ধ্যাকালে সকলে পুনঃ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে, সকলকে

লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন। সন্ধ্যা-ধূপ দেখিয়া সকলকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পড়িছা সকলকে মাল্য চন্দন দিল। চারি দিকে চারি-সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সংকীর্ত্তন-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিল। শ্রীমন্দির সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বেড়া-নৃত্য করিয়া মন্দিরের পশ্চাতে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চারি দিকে চারি-সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর-হুঙ্কারাদি নানা প্রেমবিকার তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইল। কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া নিজে স্থির হইয়া চারি-মহান্তকে নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবক্রেশ্বর ও শ্রীবাস। চারিদিকে চারি মহান্ত নৃত্য, করিতেছেন, মহা-সংকীর্ত্তনের মধ্যে এবং মহাপ্রভু মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের নৃত্য দর্শন করিতেছেন। মহাপ্রভু তথায় এক ঐশ্বর্য্য প্রকট করিলেন;—'চারি দিকে যত জন নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন সকলেই দেখিতেছেন মহাপ্রভু আমাকে দর্শন করিতেছেন।'

গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ সহ আপনি গুণ্ডিচা-মার্জ্জন করিলেন। নৃত্য-কীর্ত্তনসহ গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করিয়া শেষে মহা-সংকীর্ত্তন-নৃত্যাদি করিতে লাগিলেন। তথায় শ্রীআচার্য্যের পুত্র গোপালকে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রীগোপাল মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য

করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীআচার্য্য তাহাকে কোলে করিয়া উঠাইয়া দেখিলেন, তাঁহার-শ্বাস-রহিত হইয়াছে। তাহাতে মহাপ্রভুর প্রেমিক-ভক্তের এই অবস্থা-দর্শনে শ্রীআচার্য্য বিকল হইয়া নৃসিংহ-মন্ত্রে জল-ছাঁটি মারিতে লাগিলেন। তাঁহার হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বহুক্ষণ ঐ প্রক্রিয়াতেও যখন তাঁহার শ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তখন মহাপ্রভু তাহার বুকে হস্ত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"গোপাল উঠহ"। শুনিতেই গোপালের চেতন হইল। তখন ভক্তগণ 'হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রভু সকলকে লইয়া স্নান করিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ-সঙ্গ শ্রীজগন্নাথের বিবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে বসিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ-সহ কিছু প্রেম-কলহ আরম্ভ করিলেন। শ্রীআচার্য্য কহিলেন,—অবধূত শ্রীনিত্যা-নন্দের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলাম, আমার কোন্ অবস্থা হয় জানি না। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার অন্ন-দোষ নাই। "নান্নাদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্র-বাক্য। কিন্তু আমি ত' সন্ন্যাসী নহি, আমার অন্নের দোষ-গুণ লাগিবে। যাঁহার জন্ম-কুল-শীল-আচার জানা যায় না, তাঁহার সহিত এক-পংক্তিতে ভোজনে তাঁহার সঙ্গদোষ লাগে। তাঁহার এই সঙ্গ-ফলে আমার কি অবস্থা হয় জানি না। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন, —"তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ; তোমার সিদ্ধান্তসকল যেন অদ্বৈতবাদ, যাহাতে শুদ্ধভক্তি-কার্য্যের বাধা হয় ; তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্ত হয়েন, তিনি একবস্তু (চিদ্বিলাস) ব্রহ্ম

বই আর কিছুই দেখিতে পা'ন না; এবম্বিধ তোমার সঙ্গ দ্বৈতবাদীর ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে;—ইহাতে আমার মন লয় না।" ইহা ব্যাজ-স্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা-বাক্য, ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক। উভয়েই মায়াধীশ-তত্ত্ব, মায়িক জাতীয়ত্ব ও মায়িক মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত উভয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। উক্তবাক্য 'মায়াবাদ-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ও ভক্তিবাধক' এবং অনাচারীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজনে সঙ্গদোষ হয়, তদ্দ্বারা ভজন বাধাপ্রাপ্ত হয়" ইহা সাধকগণকে সাবধানার্থ।

স্তুতিবাক্য ঃ—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অপ্রাকৃত অবধূত তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে মায়িক সকল অবরতা ধৌত হইয়া পরম নির্ম্মল শুদ্ধভক্তির প্রাকট্য-রূপ ফল লাভ হয়, তাহা সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। অদ্বৈত-আচার্য্য যাঁহার সমান বা ততোঽধিক সিদ্ধান্তবিদ্ কেহ নাই—তাঁহার সঙ্গ ফলে তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততা লাভ হয়, তাহাও অত্যন্ত লোভনীয়, এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম অসমোর্দ্ধ অদ্বৈত, অতএব উভয়েই উভয়ের সঙ্গ-লোলুপ।

নেত্রোৎসবের দিন মহাপ্রভু পুরী ভারতীকে অগ্রে এবং স্বরূপ ও অদ্বৈতকে পার্শ্বে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনোৎকণ্ঠায় ভোগমণ্ডপে যাইয়া দর্শন করিলেন।

রথযাত্রার দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণসহ পাণ্ডুবিজয় দশন করিলেন, পরে চারি-সম্প্রদায় রচনা করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন মৃদঙ্গবাদক, একজন

মূলগায়ক, একজন নর্ত্তক এবং পাঁচজন করিয়া পালিগানকারী বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নর্ত্তক, শ্রীবাস পণ্ডিত মূলগায়ক হইলেন। আরও কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনসম্প্রদায়, শান্তিপুরের আচার্য্যের এক কীর্ত্তনসম্প্রদায়, তাহাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত তনয়) নর্ত্তক, ও শ্রীখণ্ডের এক কীর্ত্তনসম্প্রদায় এই সাত সম্প্রদায়। শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রে চারি সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায়, ও পাছে এক সম্প্রদায় নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তথায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া এক কালে সাত ঠাঞি বিলাস করিলেন। ইহা মহাভাগ্যবান প্রতাপরুদ্র রাজা পথমার্জ্জনরূপসেবায় সন্তুষ্ট মহাপ্রভুর কৃপায় দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। একদা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও কাশী-মিশ্রকে রাজা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা রাজার সৌভাগ্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভুর যখন নিজের নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল, তখন সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া তথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। নানা সাত্ত্বিকভাবের বিকার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইল। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দুই বাহু প্রসার করিয়া মহাপ্রভুকে ধরিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পাছে হুঙ্কার করিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বার বার বলিতে লাগিলেন। ক্রমে রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। 'বলগণ্ডি-ভোগে'র সময় মহাপ্রভু এক উপবনে বিশ্রাম করিবার সময় রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিলেন। তথায় বিচিত্র বহু 'বলগণ্ডি-ভোগে'র প্রসাদ বাণীনাথ আনিলে সর্ব্বভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা আস্বাদন

করিয়া বহু কাঙ্গালিদিগকে বিতরণ করিলেন। ক্রমে রথ শ্রীগুণ্ডিচায় পৌঁছিল। মহাপ্রভুও ভক্তগণসহ আঙ্গিনাতে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যাকালে পাণ্ডুবিজয় ও স্নানভোগান্তে আরতি হইল, তাহা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আইটোটায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। তথায় নয় দিবস অবস্থান করিলেন। এই নয় দিবস শ্রীঅদ্বৈতাদি মুখ্য মুখ্য নয়জন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গনে সংকীর্ত্তন করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে নৃত্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়া নাচাইতেন। ভক্তগণসহ মহাপ্রভু প্রত্যহ 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে জলখেলা করিতেন। কোন দিন মহাপ্রভু-সহ আচার্য্যের জলখেলা হইত। কোন দিন শ্রীনিত্যানন্দ-সহ আচার্য্যের জলখেলা হইত। আচার্য্য হারিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে গালাগালি করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আনিয়া জলের উপরে তাঁহার শেষশয্যা করিয়া শয়ন করিয়া "শেষশায়ী-লীলা" প্রকট করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া মহাপ্রভুকে লইয়া জলেতে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বিবিধ প্রকার জলক্রীড়া করিয়া আইটোটায় আসিয়া প্রসাদ পাইতেন। আচার্য্যের নিমন্ত্রণে পুরী, ভারতী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণসহ ভোজন করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ বাণীনাথ আনীত প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে দর্শন-নর্ত্তনাদি করিতে করিতে রাত্রে আইটোটায় আসিয়া শয়ন করিতেন। এই প্রকারে প্রত্যহ নৃত্য, কীর্ত্তন, দর্শন ও প্রসাদ-সেবনে নয় দিবস আইটোটায় অতিবাহিত করিলেন। মধ্যে

'হেরা-পঞ্চমীর' উৎসবাদি দর্শন করিলেন। কোন দিন বা নরেন্দ্র-সরোবরে জলখেলা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা পুনঃ শ্রীমন্দিরে আসিলেন। পুনর্যাত্রাতে পূর্ব্ববৎ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু করিলেন। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন, মহাপ্রভুও কাশীমিশ্র ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু প্রথম বৎসর ভক্তগণসহ এই প্রকার নৃত্য-গীত, দণ্ডবৎ-প্রণাম, স্তবন করিয়া প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। 'উপলভোগ' লাগিলে বাহিরে আসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলিয়া ঘরে বসিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুকে পূজা করিতেন। সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিতেন, পাদ্য, আচমন, মাল্য, তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজা করিয়া যোড়-হস্তে নানা-প্রকার স্তুতি করিয়া পদে নমস্কার করিতেন। মহাপ্রভুও পূজা-পাত্রে অবশিষ্ট তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা "যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে" এই মন্ত্রে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে পূজা করিতেন। এবং মুখবাদ্য করিয়া আচার্য্যকে হাসাইতেন। আচার্য্য বারবার মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন।

এই প্রকার চারিমাস গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নানা যাত্রা-মহোৎসবাদি দর্শন করিতেন। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দোৎসব করিলেন। মহাপ্রভু সেদিন নিজ-স্কন্ধে দধিদুগ্ধ-ভার লইয়া মহোৎসবস্থানে আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন "যদি লগুড় ফিরাইতে পার তাহা

হইলেই প্রকৃত গোপবেশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।” মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অপূর্ব্ব-কৌশলে লগুড় ফিরাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও সেই প্রকার লগুড় ফিরাইয়া গোপগণের কৃত সেই নন্দোৎসব করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় তুলসী-পড়িছা শ্রীজগন্নাথদেবের একখানি প্রসাদী-বস্ত্র লইয়া আসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বস্ত্রের সম্মান নিজ মস্তকে বাঁধিয়া করিলেন এবং আচার্য্যাদি ভক্তগণের মস্তকেও পরাইলেন। এই প্রকার বিজয়া-দশমী, রাসযাত্রা, দীপাবলী, উত্থান-দ্বাদশী প্রভৃতি সকল যাত্রা দেখিলেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ সহ নিভৃতে বসিয়া কি যুক্তি করিয়া গোড়ীয় সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—“তোমরা সকলে গৌড়দেশে বিজয় কর। প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মান করিয়া আজ্ঞা দিলেন,—আ-চণ্ডালাদিকে অনর্গল কৃষ্ণভক্তি দান করিবে। এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে যাইয়া অনর্গল প্রেম-ভক্তি প্রকাশের আজ্ঞা দিলেন ও শ্রীরামদাস, শ্রীগদাধর দাস আদি তাঁহার সাহায্যার্থে দিলেন। এবং বলিলেন আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া অলক্ষিতে তোমার নৃত্য দর্শন করিব।” এই প্রকারে সকল ভক্তগণকে নানাপ্রকার সেবাকার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিচ্ছেদাশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সকল ভক্তের যাঁহার যে গুণে প্রভু মুগ্ধ, তাঁহার সেই গুণ বলিয়া সকলকে

বিদায়ালিঙ্গন প্রদান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহাশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে বিরহক্রন্দন বর্ণন ও শ্রবণ করিলে মহাপাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই প্রকারে গৌড়ীয়-প্রেমিকভক্তগণকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু ভক্তের বিচ্ছেদে বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট থাকিলেন।

তৃতীয় বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট আসিয়া একত্রিত হইলেন। এবার বৈষ্ণবগৃহিণীগণ আচার্য্যানী শ্রীসীতাঠাকুরাণীসহ মন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে প্রভুর প্রিয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলেন।

পথের সকল ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ-সেনই করিতে লাগিলেন। সকলে কিছুদিনের মধ্যে রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিয়া আচার্য্য নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সকলের নিকট ক্ষীরচোরাগোপীনাথের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন এবং সে রাত্রি ভক্তগণ তথায় অবস্থান করিলেন। এই মত কটকে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখে সাক্ষীগোপালের কথা শুনিয়া সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ভক্তগণ সত্বর শ্রীনীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঠারনালায় পৌঁছিলে মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীগোবিন্দকে দিয়া দুইটি মালা পাঠাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

পুনঃ স্বরূপগোসাঞিির নিকট মালা দিয়া পাঠাইলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে মহানন্দে আসিলেন। যখন সিংহদ্বারে আসিলেন তখন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিয়া সকলকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন। তথা হইতে নিজ বাসাস্থানে আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন। পূর্ব্ববৎসরের সেই সকল স্থানে সকলকে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এবং পূর্ব্ববৎ ভক্তগণ চারিমাস প্রভুপাদপদ্মে থাকিয়া যাত্রা-মহোৎ-সবাদি দর্শন করিলেন। এবারও আচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের বর্ণন নিম্নে উদ্ধৃত হইল॥ "একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি। প্রভুরে বলিলা ;—"আজি ভিক্ষা কর ইথি॥ মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে। হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে।" প্রভু বলে—"যে জন তোমার অন্ন খায়। 'কৃষ্ণ-ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সে-ই পায় সর্ব্বথায়॥ আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন। তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥ তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন। মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥ শুনিয়া প্রভুর ভক্তবৎসলতা বাণী। কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥ পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা। প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥ লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা। লাগিলা করিতে কার্য্য হই' হরষিতা॥ প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে। যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে॥ রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। চৈতন্যচন্দ্রেরে করি' হৃদয়ে বিজয়॥

পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে। যতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে ॥ 'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি'। নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি' ॥ আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কার্য্য করে। দুই জনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥ অদ্বৈত বলেন,—"শুন কৃষ্ণদাসের মাতা! তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা ॥ যত কিছু এই মোরা করিলুঁ সম্ভার। কোনরূপে প্রভু সব করেন স্বীকার ॥ যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া। কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥ অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী। সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি ॥ সবেই প্রভুর করেন পরম অপেক্ষা। প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' প্রীতে করেন ভিক্ষা ॥" অদ্বৈত চিন্তেন মনে, "হেন পাক হয়। একেশ্বর প্রভু আসি' করেন বিজয় ॥ তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে। এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে।" এইমত মনে চিন্তে অদ্বৈত-আচার্য্য। রন্ধন করেন মনে ভাবি' সেই কার্য্য ॥ ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ। মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥ যে সব সন্ন্যাসী প্রভু-সঙ্গে ভিক্ষা করে। তাঁ'রা-সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥ হেনকালে মহা ঝড়-বৃষ্টি আচম্বিতে। আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ॥ শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিকে বাজে ঝন্‌ঝনা। অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥ সর্ব্বদিক্ অন্ধকার হইল ধূলায়। বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥ হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে। কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে ॥ সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন। তথা মাত্র হয় অল্প ঝড়

বরিষণ ॥ যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি। নাহিক উদ্দেশ কারো কেবা গেলা কতি ॥ এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন। উপস্করি' থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ॥ ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক। নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥ সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী। ধ্যানে বসিলেন অনিবারে গৌর-হরি ॥ একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে। এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে ॥ সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়। একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয় ॥ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি' প্রেমসুখে। প্রত্যক্ষ হইলা আসি' অদ্বৈত-সম্মুখে ॥ সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্কারি'। আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি। ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল। দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ হরিষে করেন পত্নী-সহিতে সেবন। পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন ॥ বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে। অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥ যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে। প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে ॥ যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন। সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥ অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া। "কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা? যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার। অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার ॥" হাসিয়া বলেন প্রভু,—"শুনহ আচার্য্য! কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য? আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক। সকল বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥" যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার। যত দেন, প্রভু সব করেন

স্বীকার ।। ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্। অদ্বৈতসিংহেরে করি' পূর্ণ মনস্কাম ।। পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন। তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ।। "আজি ইন্দ্র, জানিলুঁ তোমার অনুভব। আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব' ।। আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্পজল ।। আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল ।।" প্রভু বলে,—"আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি। কি হেতু ইহার, কহ দেখি মোর প্রতি ।।" অদ্বৈত বলেন—"তুমি করহ ভোজন। কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ।।" প্রভু বলে,—"আর কেনে লুকাও আচার্য্য! যত ঝড় বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য ।। ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাত! মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশিলাপাত ।। তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত। করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাৎ ।। যে লাগি' ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা। তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ।। 'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন। কিছু না খাইব আমি এই তোমার মন ।। একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল। খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল ।। অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া। নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ।। ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্ শক্তি। ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি ।। কৃষ্ণ না করেন যাঁ'র সঙ্কল্প অন্যথা। যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ।। কৃষ্ণচন্দ্র যাঁ'র বাক্য করেন পালন। কি অদ্ভুত তা'রে এই ঝড় বরিষণ ।। যম, কাল, মৃত্যু যাঁ'র আজ্ঞা শিরে ধরে। যাঁ'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে ।। যে-তোমা'-স্মরণে

সর্ব্ববন্ধবিমোচন। কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ॥ তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে। তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥" অদ্বৈত বলেন,—"তুমি সেবকবৎসল। কায়-মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল॥ সর্ব্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে। এই বর—'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'॥" এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে। ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ-বিশেষে॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা। সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥ শুনিতে এসব কথা যা'র প্রীত নয়। সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥ হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা। অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥ একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত। হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত॥ নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়। জগতের ত্রাণ লাগি' কৃপালু হৃদয়॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যাঁ'র। জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁ'র॥ ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান। কৃষ্ণে ভক্তি হয় তাঁ'র সর্ব্বত্র কল্যাণ॥ অদ্বৈত-সিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম। বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২-৮৮)॥ শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীঅদ্বৈতমিলন বর্ণিত আছে ঃ—চৈঃ ভাঃ অঃ ৮ম অধ্যায়—

অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে॥ শ্লোক পড়ি' অদ্বৈত করেন নমস্কার। হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার॥ যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে। সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে॥ আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার। "অনিলু আনিলু" বলি' ডাকে বারবার॥

হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধ্বনি। লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি ।। বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন। তাহারাও 'হরি' বলি' করয়ে ক্রন্দন ।। সর্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোহন্যে গলা ধরি'। আনন্দে রোদন করে বলে 'হরি হরি' ।। অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার। যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ।। (৭৫-৮২) ।। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি। নাচে দুই মত্তসিংহ হই' কুতূহলী ।। ঐ ৮৬ ॥ জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ। সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ।। আজ্ঞামালা দেখি' হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায় ।। (ঐ ৮৯-৯০) মহাপ্রভুসহ ভক্তগণ যখন নরেন্দ্রসরোবরে আসিলেন তখন :—রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতুহলে ।। উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ।। জগন্নাথ গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে। মিশাইলা তানাও ভুলিলা সংকীর্ত্তনে ॥ দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ। কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥ চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই। সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ।। রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥ রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়। দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥ প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে। ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ।। (১০৬-১১২) ॥ বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল। নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥ অদ্বৈত, চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি। প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী ॥ অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর। নির্ঘাত

নয়নে জল দেন পরস্পর ।। (ঐ ১১৯-১২১)॥ তবে প্রভু জল-ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া। জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লৈয়া ।। (১৪২)। অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে। (১৪৫)। জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি'। বাসায় চলিলা গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরহরি ।। (১৬৩)। যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা। সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ।। পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে। নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ।। যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে। একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে ।। শ্বেতদ্বীপনিবাসীও যতেক বৈষ্ণব। চৈতন্য প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ।। শ্রীমুখে অদ্বৈত-চন্দ্র বার বার কহে। "এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে ।।" রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে। "বৈষ্ণব দেখিল প্রভু,—তোমার কারণে ।। এ সব-বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি'। প্রভু অবতারে ইহা-সবে অগ্রে করি' ।। যেরূপে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ। সেইরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন ।। তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে। বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ।। অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ।। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে। পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে ।। হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ। প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৬৪-১৭৪, ১৭৭) ।।

শ্রীচৈতন্যাবতার প্রচারঃ—একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি। বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি।। "শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়। মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায়।। আজি

আর কোন অবতার গাওয়া নাই। সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্য-গোসাঞি ॥ যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার। আমা' সবা' লাগি' যে গৌরাঙ্গ-অবতার ॥ সর্ব্বত্র আমরা যাঁ'র প্রসাদে পূজিত। সংকীর্ত্তন-হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥ নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও। সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ॥" প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর। 'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সবার এই ডর ॥ তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য-সবার। গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম বিহ্বল। চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল ॥ নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ। সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'। বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥ "শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা সাগর! দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর ॥" অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ। ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥ কেহ বলে,—"জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।" কেহ বলে,—"জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥ জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল। জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥" নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম। গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম্ম-নাম ॥ "পুলকে চরিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি যায়, দেখরে চৈতন্য-অবতারা। বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি', সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহারা ॥ কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি', আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে। ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনা রসে বিহ্বল, না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,

জয় জয় বৃন্দাবনরায়া। জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর, চরণকমল দেহ' ছায়া॥ এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ। নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌর-চরণ॥ নব অবতারের নূতন পদ শুনি'। উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি॥ কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ। সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ॥ পরম-উদ্দাম শুনি' কীর্ত্তনের ধ্বনি। শ্রীবিজয় আসিয়া হইল ন্যাসিমণি॥ প্রভু দেখি' ভক্ত সব অধিক হরিষে। গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে॥ আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়। সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয়॥ নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার। 'মুই কৃষ্ণদাস' বই না বলয়ে আর॥ হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে। 'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস'-বিনে॥ তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি'। গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি'। লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি॥ সবা' শিখাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্। বাসায় চলিলা শুনি' আপন কীর্ত্তন॥ তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়। বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয়॥ আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে। সবে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তন-ভিতরে॥ মত্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়। সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায়॥ শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার। ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার॥ এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ। সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন॥ এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে। এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে॥ নৃত্য গীত

করি সবে মহা-ভক্তগণ। আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া। সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া॥ সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে। "বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে॥" গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে। শয়নে আছেন, না চা'হেন কারো ভিতে॥ ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ। চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ॥ ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল। বলিতে লাগিল,—"অয়ে বৈষ্ণব-সকল! অহে অহে শ্রীনিবাস-পণ্ডিত উদার! আজি তুমি সব কি করিলা অবতার॥ ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন। কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন॥" মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি! জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই॥ যেন করায়েন যেন বলায়েন ঈশ্বরে। সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে॥" প্রভু বলে,—তুমি সব হইয়া পণ্ডিত। লুকায় যে, কেনে তা'রে করহ বিদিত॥" শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে। হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে॥ প্রভু বলে,—"কি সঙ্কেত কৈল হস্ত দিয়া। তোমার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া॥" শ্রীবাস বলেন,—"হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ। তোমারে বিদিত করি' এই কহিলাঙ॥ হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে। সেই মত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে॥ সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত। তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত॥ যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে। লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি' তাঁ'রে॥ হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।

তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত ॥ আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে। কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥" সর্ব্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে। হেনকালে অদ্ভূত হইল আসি' দ্বারে ॥ সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার। জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥ কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী। শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী ॥ সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন। "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী। জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতূহলী ॥ জয় জয় পরমসন্ন্যাসীরূপধারী। জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারি ॥ জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী। জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী ॥ জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন। এইমত গাই' নাচে শত-সংখ্য জন ॥ শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু, এবে কি করিবা। সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥ মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে। এই মত গায় প্রভু, সকল সংসারে ॥ অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ! করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাৎ ॥ লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে। যা'রে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে ॥ প্রভু বলে,—"তুমি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া। বলাও লোকের মুখে জানিলাঙ ইহা ॥ তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত। জানিলাঙ—তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥" সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়। এ তা'ন স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয় ॥ হাস্য মুখে সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে গৌরবায়। বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায় ॥ হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল। ইহানে

সে'কৃষ্ণ' করি' গায়েন সকল ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান। সবে বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥" এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া। অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া ॥ শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন। কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥ এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়। গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময় ॥ শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে'। এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল বৈষ্ণবে ॥ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়। সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয় ॥ হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্ত-গোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥ প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ বসেন সকল। চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥ মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসিচূড়ামণি। নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি' হরি-ধ্বনি ॥ হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্। হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥ শাকর-মল্লিক, আর রূপ—দুই ভাই। দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি ॥ দূরে থাকি' দুই ভাই দণ্ডবৎ করি'। কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি' ॥ "জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য ॥ জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী। জয় জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী ॥ জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-বিনোদ অনন্ত। জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মাধ্য-অন্ত ॥ আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব অবতার। ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥ তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার' কোন্ কাজে। মুঞি কি না হও প্রভু, সংসারের মাঝে ॥ অজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত। না

ভজিলু তোমার চরণ—নিজ-হিত। তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ। তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ, না শুনিলুঁ॥ রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা। তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা॥ যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে। হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে॥ এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া। বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥ যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে। অবশেষপাত্র যেন হও তা'র দ্বারে॥" এইমত রূপ-সনাতন—দুই ভাই। স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি। কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া। বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥ প্রভু বলে,—"ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন। বাহির হইলা ছিণ্ডি' সংসার-বন্ধন॥ বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার। সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার॥ প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে। তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে॥ ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥" শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে। দণ্ডবৎ পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে। "জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত-পাবন। মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন॥ প্রভু বলে,—"শুন শুন আচার্য্য-গোসাঞি। কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই॥ রাজ্যসুখ ছাড়ি', কাঁথা, করঙ্গ লইয়া। মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া॥ অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দোঁহেরে। জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে॥ ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ

কা'রে মিলে?" অদ্বৈত বলেন,—"প্রভু, সর্ব্বদাতা তুমি। তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি।। প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে। এই মত যা'রে কৃপা কর' যা'র দ্বারে।। কায়মনোবচনে মোহার এই কথা। এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা।।" শুনি' প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী। উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি।। দবির-খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা। "এখানে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা।। অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি। জানিহ অদ্বৈত কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১৫৭—২৬৯)।।

প্রভুর অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ :—যা'র যত কীর্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার।। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।। যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব।। চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে। সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে।। যে ভক্ত যে বস্তু—যাঁ'র যেন অবতার। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যাঁ'র অংশে জন্ম যাঁ'র। যাঁ'র যেন মত পূজা, যাঁ'র যে মহত্ত্ব। চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত।। একদিন প্রভু বসিয়াছে সুপ্রকাশে। অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে।। শ্রীবাস পণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে। আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে।। প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস, কহ ত আমারে। কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে।।" মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়। "শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়।।" অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন। শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে

মারিলেন ॥ পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে। এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥ "কি বলিলি, কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস! মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ !! যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে। কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে ॥ এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি। আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ॥ এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্টি লৈয়া। শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥ "বালকেরে বাপ, শিখাইবা কৃপা-মনে। কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥" আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি' দূর। আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥ প্রভু বলে,—"তোহারা বালক শিশু মোর। এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর ॥ মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন। যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥" প্রভু বলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়! মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥ শুক-আদি করি' সব বালক উহার। নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥ অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার। মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার ॥ শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে। জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥" শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত। প্রভু-বাক্য শুনি' হৈল অতি হরষিত ॥ মহাভয়ে কম্প হই' বলেন শ্রীবাস। "অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ মোরে নাথ ॥ তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে। তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য

দাসে॥ আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল। শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥ এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার। আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার॥ এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে। মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥ তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি। কহিলুঁ তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি॥" তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে। পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৭৫—৩০৬॥ আচার্য্য বিষ্ণুতত্ত্ব মায়াধীশ, আর শুক, প্রহ্লাদাদি জীবকোটীর অন্তর্ভুক্ত।

আচার্য্যসহ মহাপ্রভুর পরিক্রমা প্রসঙ্গঃ— একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচার্য্য! কোথা হইতে কি কার্য্য করিয়া আসিলে?" আচার্য্য উত্তর করিলেন,—"শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমুখপদ্ম দর্শন করিয়া পাঁচসাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম।" তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি হারিলা হারিলা।" আচার্য্য বলিলেন,—"কি হারিলাম, তাহা বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি যে প্রদক্ষিণ-ব্যবহার করিলে, তদ্দ্বারা যখন পশ্চাদ্দিকে গিয়াছিলে তখন তোমার শ্রীমুখপদ্ম-দর্শন হয় নাই। আমি যতক্ষণ ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করি ততক্ষণ তাঁহার হাস্যময়ী মুখমাধুর্য্য-ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করি না। অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনকালে ভগবানের শ্রীমুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণ-

কর্ণামৃতে মাধুর্য্য-বর্ণনে "বদন শোভার মাধুরিমা অধিক কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমগ্র বিগ্রহ-মাধুরী অপেক্ষা বদন-মাধুরী অধিকতর এবং বদন-মাধুরী অপেক্ষা তাঁহার মৃদুহাস্য অধিকতম সুমধুর।" শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভগবানের অন্যান্য অঙ্গাদি দর্শন অপেক্ষা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট মুখমণ্ডলের আকর্ষকত্ব বলিয়াছেন এবং ভগবৎ-প্রসন্নতা-জ্ঞাপক তাঁহার মন্দহাস্য প্রবলতম সেবার বিজ্ঞাপক ও উদ্দীপক। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদেবের প্রদক্ষিণের লক্ষ্য—শ্রীভগবৎকলেবর। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুশীলনীয় বস্তু—শ্রীজগন্নাথদেবের মুখমণ্ডল হওয়ায়, অধিকতর মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ লাভ লক্ষিতব্য। সুতরাং জগন্নাথদেবের পশ্চাদ্‌ভাগে পরিক্রমাকালীন পৃষ্ঠদর্শনমাত্রে সম্মুখ-দর্শনের পরস্পর দর্শন বিনিময়ের অভাব হয়।

আচার্য্য করযোড়ে বলিলেন,—"প্রভু এই গূঢ় রহস্য তুমি ব্যতীত জগতে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। তুমিই ইহার সর্ব্বোৎকর্ষতা আস্বাদের ও জ্ঞাপকের একমাত্র পাত্র। ইহা তোমার-ই অনর্পিতচর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ; এই প্রকার গূঢ় রহস্য-প্রকাশ বিষয়ে আমি তোমার নিকট সর্ব্বক্ষণই হারি। ইহা আমার প্রভুরই কৃপার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমার গর্ব্ব।"

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কিছুই জানিতে পারেন নাই ; তিনি বালকের ন্যায় কূপের মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। সেইক্ষণে কূপের জল নবনীতময় হওয়ায় মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোন ব্যাথা লাগে নাই। তখন

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ তাঁহাকে উঠাইলেন। এইভাবে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ভক্তগণসহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতি-বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া চারিমাস নানা-যাত্রামহোৎসব দর্শন ও মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

এই প্রকারে চারিবৎসর গেল এবং দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। পঞ্চম বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। এবার আর চারিমাস থাকিলেন না। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দাদি ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বিজয়া-দশমীর দিনে যাত্রা করিয়া শ্রীনবদ্বীপে গঙ্গা ও শচীমাতাকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবন দর্শন জন্য চলিলেন। কিছুদিনে গৌড়দেশে আসিয়া প্রথমে পানিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান করিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে, শিবানন্দের গৃহে ও বাসুদেবের গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া বিদ্যানগরে ও তথা হইতে কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে থাকিয়া অসংখ্য লোকের দর্শন দান ও কৃপা করিলেন। তথা হইতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে গমন করিলেন। তথা হইতে রামকেলিতে গমন ও কানাইরনাটশালা হইতে ফিরিয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসিয়া আচার্য্যগৃহে দশ দিন অবস্থান করিলেন। সেই সময় শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভু সাতদিন আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থান করেন। যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসেন, তখনও তিনি শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন

করেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বদা আচার্য্যের সেবা করিতেন, অতএব আচার্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ও তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে প্রগাঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্টপাত প্রদান করিয়াছিলেন। এবারও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন সংবাদে সাতদিন অবস্থান করিয়া নিজ মনবাসনা ব্যক্ত করেন। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল। চৈঃ ভাঃ অঃ ৪র্থ অধ্যায়:—একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে এক সন্ন্যাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীকেশবভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের কে হয়েন।" আচার্য্য চিন্তা করিলেন,—'ইহাকে পরমার্থের পরিচয় প্রথমে না দিয়া ব্যবহারিক পরিচয় দেওয়া যাউক'। যদিও তাঁহার কেহ গুরু বা পিতামাতা নাই, তথাপি তিনি দেবকী-নন্দন নামে পরিচিত। যাহা হউক, প্রথমেই পরমার্থের কথা না বলিয়া বলিলেন;—"শ্রীকেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের 'সন্ন্যাস-গুরু'।" শ্রীঅদ্বৈত-তনয়—শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চবর্ষীয় শিশু ধূলা-ধূসরিত অঙ্গে নিকটে ক্রীড়া করিতেছিলেন। আচার্য্যের মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দ ছুটিয়া আসিয়া ক্রোধাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর বার। 'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার॥ কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন। জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ॥ তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল। হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল॥ অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর। যাহাতে পায়েন মোহ

ব্রহ্মাদি **শঙ্কর** ॥ বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে। কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে? 'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে। মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য-ইচ্ছায়। সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায় ॥ জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞি! বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাই ॥ যত দেখ মহামুনি—মহা অভিমান। উদ্দেশ না থাকে কারো, কোথা কার নাম ॥ পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়। নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥ হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি। অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি ॥ তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে। তত্ত্ব-উপদেশ কভু কহেন আপনে ॥ তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি' শিরে। সৃষ্টি করি' সেই জ্ঞান কহেন সবারে ॥ সেই জ্ঞান সনকাদি পাই' ব্রহ্মা হইতে। প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥ যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার। তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥ বাপ তুমি,—তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা। শিক্ষাগুরু হই'কেনে বোলহ অন্যথা" ॥ এত বলি' শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা। শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥ 'বাপ' 'বাপ' বলি' ধরি' করিলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥ "তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়। শিখাইতে পুত্র রূপে হইলে উদয় ॥ অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ বাপ, মোরে। আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে ॥" আত্মস্তুতি শুনি' শ্রীঅচ্যুত মহাশয়। লজ্জায় কহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥ শুনিয়া

সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥ সন্ন্যাসী বলেন,—"যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন॥ যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য-কথন॥ এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়। বালকের মুখে কি এমত কথা হয়? শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে। অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে॥ পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি'। পূর্ণ হই' ন্যাসী চলে বলি' 'হরি হরি'॥ ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন। যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ॥ অদ্বৈতেরে ভজে, গৌর-চন্দ্রে করে হেলা। পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা॥ পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত-আচার্য্য। পুত্র কোলে করি' কান্দে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য॥ পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে। লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে॥ চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে। এত বলি' নাচে প্রভু তালি দিয়া করে॥ পুত্র কোলে করি' নাচে অদ্বৈত গোসাঞি। ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই॥ পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত বিহ্বল। হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল॥ সপার্ষদে শ্রীগৌর-সুন্দর সেইক্ষণে। অসি' অবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে॥ প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া। পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ 'হরি' বলি, শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার। প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার॥ জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে। উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥ প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁ'র প্রেমনন্দ-জলে॥ পাদ-পদ্ম বক্ষ করি' আচার্য্য গোসাঞি। রোদন করেন অতি বাহ্য

কিছু নাই ॥ চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন। কি অদ্ভুত প্রেম, স্নেহ,—না যায় বর্ণন ॥ স্থির হই' ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়। বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥ বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে। চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে ॥ নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি। দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী ॥ আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ। আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে। বেদব্যাস বিনা তাহা বর্ণিতে কে পারে? ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার। প্রভুর চরণে আসি' হৈলা নমস্কার ॥ অচ্যুতেরে কোলে করি' শ্রীগৌরসুন্দর। প্রেমজলে ধুইলেন তাঁ'র কলেবর ॥ অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে। অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা প্রভুর দেহের ॥ অচ্যুতেরে কৃপা দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ। প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ। অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন ॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান। গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান। ইহাঁরে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন। যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন ॥ এইমত অদ্বৈত-গোষ্ঠীর সহিতে। আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥ শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়। রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায় ॥ প্রাণনাথ গৃহে পাই' আচার্য্য গোসাঞি। না জানে অনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি ॥ কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি। আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥ দোলা লই' নবদ্বীপে আইলা সত্বরে। আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥ প্রেম-

রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে তাই। কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই॥ সম্মুখে যাহারে আই, দেখেন, তাহারে। জিজ্ঞাসেন,—"মথুরার কথা কহ মোরে॥ রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়। পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥ চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে। রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি' নিল সে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১৫৬-২১৬)॥ আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তা'র উপমা। আই বই অন্যে আর নাহি তা'র সীমা॥ গৌরচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি। আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি॥ অতএব আইর যে ভক্তির বিকার। তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কা'র্॥ হেনমতে প্রেমানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে। ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে॥ কদাচিৎ আইর যে কিছু বাহ্য হয়। সেই বিষ্ণুপূজা লাগি'—জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া। হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল গিয়া॥ "শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥" বার্ত্তা-শুনি' সন্তোষিত হইলেন আই। তাহার অবধি আর কহিবারে নাই॥ বার্ত্তা শুনি' প্রভুর যতেক ভক্তগণ। সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ মন॥ গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়পাত্র। আই লই' চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ। সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন॥ সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে। বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে॥ শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া। সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া। পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া

হইয়া। দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ঐ ২২৮-২৪১ ॥ কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি। করিবারে ধরয়ে এমত কা'র শক্তি ॥ আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে। শ্লোক পড়ি' নমস্কার হয় বহুমতে ॥ আই দেখি' মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন। পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥ রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলি। স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী ॥ প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার। কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার ॥ কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার। সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥ বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ। তা'র কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন ॥ সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী। তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি' ॥ তুমি যত করিয়াছ আমার পালন। আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ॥ দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে। তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥ এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে। শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ। যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ॥ কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র। "তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র ॥ প্রাণহীন-জন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে। স্রোতে যহিঁ লয়ে, তহিঁ চলয়ে অবশে ॥ (ভাঃ ৬।১৫।৩) এই মত সর্ব্বজীব সংসারসাগরে। তোমার মায়ায় যে করায় তাই করে ॥ সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর। ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥ স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার। মুঞি ত যা বুঝি কিছু

যে ইচ্ছা তোমার।।” শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে। মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে।। আইর ভক্তির সীমা কে বর্ণিতে পারে। গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে।। প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক ‘আই’। ‘আই’-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।। প্রভু দেখি’ সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই। ভক্তগণ আনন্দে’ কাহারও বাহ্য নাই।। এখানে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়। মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয়।। নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে। পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে।। দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য গোসাঞি। আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাঞি।। হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ। জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ।। আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা। পরানন্দে যে হেন সবেই মিশাইলা।। এসব আনন্দ পড়ে, শুনে যেইজন। অবশ্য মিলয়ে তা’রে কৃষ্ণ-প্রেমধন।। ‘প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী’। প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি।। সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন। প্রেমযোগে চিন্তি’ ‘গৌরচন্দ্র নারায়ণ’।। কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন। নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন।। আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে। বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে।। একেক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে। রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে।। অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া। ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া।। শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি’। সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী।। চতুর্দ্দিকে

সারি করি' শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন। মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন॥ আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥ দেখি' প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার। দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার॥ প্রভু বলে—"এ অন্নের থাকুক ভোজন। এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥ কি রন্ধন— ইহা ত' কহিলে কিছু নয়। এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥ বুঝিলাম কৃষ্ণ লই' সব পরিবার। এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥ এত বলি' প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি'। ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি॥ প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ। বসিলেন চতুর্দ্দিকে দেখিতে ভোজন॥ ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি। নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী॥ প্রত্যেক প্রত্যেক প্রভু সকল ব্যঞ্জন। মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥ সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক ব্যঞ্জন। পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ॥ শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর। হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর॥ শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। প্রভু বলে,— "এই যে 'অচ্যুতা'-নামে শাক। ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥ 'পটল'-'বাস্তুক'-'কাল'-শাকের ভোজনে। জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥ 'সালিঞ্চা'-'হেলাঞ্চা'-শাক ভক্ষণ করিলে। আরোগ্য থাকয়ে, তা'রে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥" এই মত শাকের মহিমা কহি' কহি'। ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই'॥ যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে। সবে ইহা জানে প্রভু সহস্র বদনে॥ (ঐ ২৪৮-৩০০)॥ হেন-রঙ্গে

মহাপ্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন॥ আচমন করি' মাত্র ঈশ্বর বসিলা। ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥ কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়। শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়॥" আর কেহ বলে,—"আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।" আড়ে থাকি' লই' কেহ করে পলায়ন॥ কেহ বলে,—"শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে। 'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥" কেহ বলে,—"আমি অবশেষ নাহি চাই। শুধু পাতখানা মাত্র আমি 'লই' যাই॥" কেহ বলে,—"আমি পাত ফেলি সর্ব্ব কাল। তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল॥" এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ। ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥ আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ। কা'র বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥ পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ। প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন॥ বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া। বলিলেন তাঁ'রে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ "পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি। অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি॥" ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া॥ পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥ (ঐ ৩০৫।৩১৮)। শুনি 'তুষ্ট হই' তবে শ্রীগৌরসুন্দর। পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর॥ "শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে। জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে॥ ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়। সেই রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥" মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বরশুনি। সবেই করেন

মহা-জয়জয়ধ্বনি ॥ এই মত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ। চতুর্দ্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ ॥ হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী এক জন। প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন ॥ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে। দুই বাহু তুলি' মহা-আর্ত্তি করি' কান্দে ॥ সংসার-উদ্ধার-লাগি' তুমি কৃপাময়। পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয় ॥ পর-দুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর। এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর ॥ কুষ্ঠ-রোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি। বলহ উপায় মোরে কোন্ মতে তরি ॥ শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন। বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন ॥ "ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিত্তমান হৈতে। তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ॥ পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ। সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥ বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার। ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥ এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্ট-মতি। কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি ॥ যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র। ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥ যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই। সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥ 'শেষ রমা অজ ভব নিজ-দেহ হৈতে। বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥ "হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন। সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥ বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার। বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥ পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ। বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥ যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়। যাঁ'র দৃষ্টিমাত্র

দশদিকে পাপ ক্ষয় ।। যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে। স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ।। "পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ। বহুধোৎসাদ্যতে রাজন্ কৃষ্ণ-ভক্তস্য নৃত্যতঃ ।। (পদ্ম পুঃ ও হঃ ভঃ সুধোদয় ২০।৬৮) ।। হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত। তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত ।। এতেকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ। মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ! এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি। তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি ।।" সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি' প্রভুর উত্তর। দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর ।। 'কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা' খাইয়া। বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া ।। অতএব তা'র শাস্তি পাইলুঁ উচিত। এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত' মোর হিত ।। সাধুর স্বভাবধর্ম্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে। কৃত-অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে ।। এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ। তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন ? যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা। প্রায়শ্চিত্ত বল' মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা ।। বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলুঁ। উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ ।। প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন। কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তা'র শাস্তিয়ে লিখন ।। আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র। আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ।। চৌরাশী-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে। পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে। চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে। সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে ।। তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ

অপরাধ। নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ ॥ কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সে-ই মুখে যায়। পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়? এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়। শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায় ॥ মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে। ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে ॥” শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন। মহা জয় জয় ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ ॥ সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন। দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা তত-ক্ষণ ॥ সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই' শ্রীবাস-প্রসাদ। মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়। আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠরায় ॥ তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই জন। তা'র শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥ বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি। পরমার্থে নহে; ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী। সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালা-গালি যেন। পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ॥ এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই। ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে; সে-ই যায় ক্ষয় ॥ এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল। আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল? এই মত সর্ব্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর। ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহা ধীর ॥ অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া। যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে, সে যায় তরিয়া ॥ যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথা। বৈষ্ণবা-পরাধ তা'র না জন্মে সর্ব্বথা ॥ হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে ॥ আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ মাধব-

পুরীর আরাধনা পুণ্য তিথি। দৈব যোগে উপসন্ন হৈল আসি' তথি॥ ঐ ৩৪১—৩৯৭॥

শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর তিথি আরাধন। বিষ্ণু-ভক্তি-শূন্য দেখি' সকল সংসার। অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥ তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়। দৃঢ় করি' বিষ্ণু-ভক্তি বাখানে' সদায়॥ নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত। ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত॥ হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়। অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা উদয়॥ দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ। প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ॥ মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥ অন্যোঽন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন। আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥ (ঐ ৪৩০—৪৩৬)॥ মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর। সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর (ভাবরূপে)॥ মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি। কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্ব-কাল পূর্ণশক্তি॥ যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার। বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার॥ তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়। প্রেম-সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥ নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প। হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥ নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য। আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য॥ পথে চলি' যাইতেও আপনা' আপনি। নাচের পরমরঙ্গে করি' হরিধ্বনি॥ কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়। দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥

কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন। গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন ॥ কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস। পরমানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগ্-বাস ॥ ৩৯৯-৪০৯ ॥ মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য কথন। মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ ॥ 'কৃষ্ণ'-নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার। ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥ দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণু-ভক্তির উদয়। বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥ তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ। হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥ (৪৩৭-৪৪০) ॥ মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই। তথাপি তাহান শিষ্য—আচর্য্য-গোসাঞি ॥ (৩৯৮) ॥ মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে। সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥ দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা। সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ সনে। বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে ॥ সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য-গোসাঞি। যত সজ্জ করিলেন, তা'র অন্ত নাই ॥ নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে। হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥ মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সবাকার। সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥ আই লইলেন যত রন্ধনের ভার। আই বেড়ি' সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ॥ নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষে অপার। বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥ কেহ বলে,—"আমি-সব ঘষিক চন্দন" কেহ বলে, —"মালা আমি করিব গ্রন্থন ॥" কেহ বলে,—"জল আনিবারে মোর ভার।" কেহ বলে,—"মোর দায় স্থান-উপস্কার ॥" কেহ

বলে,—"মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ। মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন॥" কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে। কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে॥ কত জনে লাগিল করিতে সংকীর্ত্তন। আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন॥ আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্ত্তনে। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে॥ কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য। কেহ বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য॥ এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ। সবেই করেন কার্য্য যা'র যেন মন॥ খাও পিও লেহ দেহ', আর হরি-ধ্বনি। ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥ শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল। সংকীর্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥ পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান। অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে। সম্ভারের সজ্জ দেখি' বুলেন হরিষে॥ তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-তুই-চারি। পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥ ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী॥ ঘর-তুই-চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥ নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত। ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলাপাত॥ ঘর-তুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক। সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥ না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান। কোথা হইতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥ পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান। কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ॥ সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি তুগ্ধ। ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ॥ তৈল-লবণ-ঘৃত-কলস দেখে প্রভু যত। সকল অনন্ত—

লিখিবারে পারি কত ॥ অতি-অমানুষী দেখি' সকল সম্ভার ? চিত্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার ॥ প্রভু বলে,—"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়। আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥ মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে। এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে ॥ বুঝিলাম—আচার্য্য মহেশ-অবতার।" এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার ॥ ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়। যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥ তান বাক্যে অনাদরে অনাস্থা যাহার। তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥ যদ্যপি অদ্বৈত কোটী-চন্দ্র-সুশীতল। তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল ॥ সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম। সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান ॥ সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়। বেদ শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥ হেন 'শিব'-নাম শুনি' যার দুঃখ হয়। সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥ শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে। শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে ? মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যা'র। কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥ "অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি' তবে। প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে ॥ হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে। সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥ ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে। অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥ নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত। সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত ॥ সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা হর্ষ মন। আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥ একে একে দেখি' প্রভু সকল সম্ভার। সংকীর্ত্তন

স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার ॥ প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন-স্থানে। পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্তগণে ॥ না জানি কে কোন্ দিকে নাচে, গায়, বা'য়। না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায় ॥ সবে করে জয় জয় মহাহরিধ্বনি। 'বল বল হরি-বল' আর নাহি শুনি ॥ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত। সবার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত। সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান। সবে নৃত্যগীত করে প্রভু-বিগুমান ॥ মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন। যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন ॥ নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেমসুখময়। বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥ বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোসাঞি। যত নৃত্য করিলেন—তা'র অন্ত নাই ॥ নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস। সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে। নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥ সর্ব্ব-পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া। শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা' লৈয়া ॥ মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্বভক্তগণ। মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ এই মত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া। বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥ তবে শেষে আজ্ঞা মাগি' অদ্বৈত-আচার্য্য। ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য ॥ বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব-ভক্ত-গণ ॥ চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়। মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥ দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন। মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন ॥

মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব-ভক্ত লৈয়া॥ প্রভু বলে,—"মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি। ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি॥" এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন। বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন। তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা। প্রভুর সম্মুখে আনি' অদ্বৈত থুইলা॥ তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে। দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে॥ তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে। শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে॥ শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ। সবার হইল পরমানন্দময় মন॥ উচ্চ করি' সবেই করেন হরি-ধ্বনি। কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি॥ অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তা'র। আপনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ-মধ্যে যাঁ'র॥ চৈঃভাঃঅঃ ৪।৪৪২-৫১৫॥

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—'আমি এ বৎসর বৃন্দাবন যাইব, অতএব তোমরা এবার আর শ্রীক্ষেত্রে যাইবে না।' এই বলিয়া ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহার্থ কোন চেষ্টা করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—তোমার অনেক পোষ্য তুমি উপায়ের কোন ব্যবস্থা কর না কেন? যদি গ্রাসাচ্ছাদনের বস্তু না পাও, কি করিবে? তদুত্তরে শ্রীবাস-পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—শ্রীবাস বলেন,—"এই দঢ়ান আমার। তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার। তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়। প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায়॥"

এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন॥ প্রভু বলে,—"কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস! তোর কি অন্নের হইবে উপাস! যদি কদাচিৎ লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্য নহিব তোর ঘরে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫০-৫৪)॥ যে যে জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া। তা'রে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া॥ যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে। আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে॥ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে। তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥ মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস। মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ॥ যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ। তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥ সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়। অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়॥ কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'। মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥ সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে। আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥ "অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর। জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর"॥ চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫৭-৬৫)।

কতদিন শ্রীবাসের ঘরে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পানিহাটি আসিয়া কতদিন অবস্থান করিয়া তথাকার ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তথা হইতে বরাহনগরে যাইলেন। এই প্রকারে গঙ্গাতীরের ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে করিতে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন।

তথায় একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে

বলিলেন। প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি! সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে। 'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে॥' তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি'। আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি'॥ তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার। বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার? ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে। তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে? এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও। তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও॥ মূর্খ-নীচ-পতিত দুঃখিত যত জন। ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন॥" আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দ-চন্দ্র ততক্ষণে। চলিলেন গৌড়-দেশে লই' নিজগণে॥ ঐ ২২৩-২৩০।

প্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীগ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। তথায় তাঁহার মহাঅভিষেক হইল। তথায় প্রেম-বিতরণ করিয়া সপ্তগ্রাম আসিলেন। তথা হইতে কতদিনে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-মিলনঃ—তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে। আচার্য্যগোসাঞী প্রিয়-বিগ্রহের ঘরে॥ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ। হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ॥ 'হরি' বলি' লাগিলেন করিতে হুঙ্কার। প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি' কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-

জলে ॥ দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হইলা বিবশ। জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥ দোঁহে দোঁহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে। দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥ কোটি সিংহ জিনি' দোঁহে করে সিংহনাদ। সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥ তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হইলা স্থির। বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ॥ করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি। সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি ॥ "তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম। মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥ সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু। মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু ॥ তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি। তুমি সে চৈতন্যবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি ॥ ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁ'র। তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥ বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা' হইতে। তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে ॥ পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূন্য। তোমারে সে জানে যা'র আছে বহু পুণ্য ॥ সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার। অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাঁহার ॥ যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে। তবে কা'র্ শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥ অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর। সহস্র-বদন-আদিদেব মহীধর ॥ রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র। তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥ মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে। তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে। তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে ॥" কহিতে অদ্বৈত

নিত্যানন্দের মহিমা। আনন্দ আবেশে পাসরিলেন আপনা॥ অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব। এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥ তবে যে কলহ হের অন্যেঽন্যে বাজে। সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র? জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁ'র॥ হেন মতে দুই প্রভুবর মহারঙ্গে। বিহরেণ কৃষ্ণকথা মঙ্গল-প্রসঙ্গে॥ অনেক রহস্য করি' অদ্বৈত-সহিত। অশেষ প্রকারে তান জন্মাইল প্রীত॥ তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অনুমতি। নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি॥ ঐ ৪৬৯-৪৯৬॥

কয়েক বৎসর শ্রীল জগদানন্দপণ্ডিত মহাশর নবদ্বীপ হইয়া শ্রীল অদ্বৈতের স্থানে যাইলেন। আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংবাদ পাইয়া পরমানন্দে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর প্রিয়-দ্রব্য লইয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেন। একবার নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের দ্রব্য অনেক দিনের পর গোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভু ভোজন করিলেন। তন্মধ্যে "আচার্য্যের এই পৈড়, নানা রস-পূপী। এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা কর্পূর-কুপী॥" বলিয়া গোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তের দ্রব্য আনন্দে ভোজন করিতেন। মাসেকের বাসি পানকাদিও ভক্তেরপ্রীতে ও শ্রীভগবানের কৃপায় টাট্‌কা দ্রব্যের ন্যায়ই স্বাদ থাকিত।

প্রায় প্রতি বৎসরই শ্রীজগদানন্দ গৌড়দেশে যাইয়া শ্রীশচীমাতাকে প্রসাদ দিয়া ও বন্দনা করিয়া আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রসাদসহ মহাপ্রভুর সংবাদ দিতেন। একবার পণ্ডিতের

দ্বারা মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এক প্রহেলিকা প্রেরণ করিলেন। তাঁহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে। প্রভু মাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে॥ "প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥ বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল। বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥" এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা। নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা॥ তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা। 'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি' মৌন ধরিলা॥ জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে পুছিল। 'এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল'॥ প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল। আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥ উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন। পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন॥ পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন। তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন॥ মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ। আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥ শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ। স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল। কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ চৈঃ চঃ অঃ ১৯।১৮-৩০।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য-গোসাঞি। তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি॥ চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥ সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল। সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল॥ সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার॥ প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ। পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥ কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥ আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥ অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন। ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥ ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্‌না সহিতে। পশ্চাতে পাত্‌না উড়াঞা সংস্কার করিতে॥

১। অচ্যুতানন্দ—বড়শাখা, আচার্য্য-নন্দন। আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ॥ চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী। এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি॥ জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥ চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি। তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥ পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার॥ শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৪-১৭)

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ

ও গৌরভক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করেন নাই। শ্রীযদুনন্দনদাস-কৃত শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর "শাখা-নির্ণয়ামৃত" গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে শ্রীগদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারা যায়। "মহারসামৃতানন্দমচ্যুতা-নন্দনামকম্॥ গদাধরপ্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥" তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামী শেষজীবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে বাস করেন; অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া-ছিলেন। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু সকল বারেই ছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৪৫)। শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীঅচ্যুতানন্দকে 'শ্রীল গদাধরের শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে কার্ত্তিক এবং কেহ তাঁহাকে 'অচ্যুতা'-নাম্নী গোপীকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই সমীচীনতা স্বীকার করেন। মহাপ্রভুর প্রকটকালে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট এবং পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর নিকট বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়॥

২। কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়। চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥ চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৮। 'অদ্বৈতচরিত' (সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) গ্রন্থে—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম॥" আচার্য্যের

ছয়টি পুত্রের মধ্যে 'অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল' শ্রীগৌরাঙ্গ দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ ৮৮ শ্লোকে—"কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্র তৎ সাম্যাদিতি কেচন।" কৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—(১) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (২) দোলগোবিন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরের মদনগোপালের পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর ও কুমার খালিতে আছেন। দোলগবিন্দের তিনপুত্র—(১) চাঁদ, (২) কন্দর্প, (৩) গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ, ঞ্জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিন পুত্র—(১) শ্রীবল্লভ, (২) প্রাণবল্লভ ও (৩) কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মশিয়াডারা, দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মশিয়াডারার বংশ-ধারা ও কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি, প্রভৃতি গ্রামসমূহের বংশ-ধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলীতে বাস করতেন। প্রাণবল্লভের পুত্র—রত্নেশ্বর, তাঁহার তনয়—কৃষ্ণরাম, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র—নবকিশোর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের জ্যেষ্ঠ তনয় 'জগবন্ধু' এবং তৃতীয় তনয় 'বীরচন্দ্র' ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' বলিত। ইহাঁরাই শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। ৩। শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত। তাঁর চরিত্র, গুণ, অত্যন্ত অদ্ভুত॥ ইহার বর্ণন এইগ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুসহ আচার্য্য মিলন প্রসঙ্গে ১৭০-৭১পৃঃ বর্ণিত হইয়াছে।

বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ আচার্য্যের এই পুত্রত্রয় গৌর-বিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়; প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোসাঞি ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত হইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তি-পরা স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাপরাধ প্রদর্শন করেন। শুদ্ধ-ভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ঐগুলি শুদ্ধভক্তের আদরণীয় নহে।

৪। 'কমলাকান্ত বিশ্বাস'-নাম আচার্য্য-কিঙ্কর। আচার্য্য-ব্যবহার, সব—তাঁহার গোচর। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।২৮) কমলা-কান্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়া এক পত্র লিখেন। সেই পত্র কোনো পাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিল মহাপ্রভু সেই পত্র দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া 'বাউলিয়া' (পাগল) বলিয়া দণ্ড প্রদান করিলেন। কারণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর' হইলেও তাঁহার জগৎশিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য

অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়িলোক। বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়। চিত্তদুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ,—আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাহারা নামোপদেশ করে, তাহারা 'নামোপদেষ্টা' পদের যোগ্য ন'ন, বরং অপরাধী। এরূপ পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ ;—আচার্য্যের কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোক-লজ্জা ও ধর্ম্ম-কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়। মহাপ্রভু তাঁহাকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

৫। শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতের শাখা। তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা॥ বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন। সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ। (ঐ৫৩।৫৭) শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাগুরু। বাসুদেব দত্ত অব্রাহ্মণ কুলজাত হইলেও ব্রাহ্মণ কুলজাত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব দত্ত—ব্রজের মধুব্রত গায়ক—(গৌঃ গঃ ১৪০) "ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।

৬। শ্রীভাগবতাচার্য্যঃ—ইনি পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে গদাধরগণে প্রবিষ্ট। যদুনন্দন দাস-কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয় পাত্রকম। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী'।" গৌঃ গঃ ১৯৫ ও

২০২—ইনি ব্রজের শ্বেতমঞ্জরী। চৈতন্যভাগবতে অঃ ৫। "তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥ শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ 'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়। হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥ সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া॥ প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥ এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি॥ প্রভু বলে,—"ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥" ইহার নাম 'রঘুনাথ'। ইহার পাটবাড়ী—বরাহনগর, মালিপাড়ায়॥ ৭। শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য ৮। চক্রপাণি আচার্য্য ৯। অনন্ত আচার্য্য ঃ—ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'সুদেবী'। শ্রীঅদ্বৈতগণে থাকিলেও পরে গদাধর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, শাখা নির্ণয়ামৃতে ১১ শ্লোকে "বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্য-সংজ্ঞকম্। লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্নো হি ভাজনম্॥" পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য। কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য॥ তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ। তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহাঁ—পণ্ডিত হরিদাস। (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৯-৬০)। পুরীতে 'শ্রীগঙ্গামাতা মঠ'—ইহাঁরই শাখা বিশেষ। তাঁহাদের গুরু-পরম্পরায় ইনি 'বিনোদ মঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। ইহাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত

গোস্বামী, নামান্তর 'শ্রীরঘুগোপাল'—শ্রীরাসমঞ্জরী। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ। তাহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের রচয়িতা॥ যথা ভঃ রঃ ১৩ তরঙ্গ—গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্যবর্য্য। "গোবিন্দের" অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য্য॥ তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। "গোবিন্দাধিকারি-গুণ কহি—অন্ত নাই॥ "গোবিন্দ" যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা। যাঁর ঠাঁই দুগ্ধঅন্ন মাগিয়া খাইলা॥" (৩১২-১৪)॥ ১০। নন্দিনী—গৌঃ গঃ ৮৯—"নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।" সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্যা (?)। ১১। কামদেব, ১২। শ্রীচৈতন্যদাস, ১৩। দুর্লভ বিশ্বাস, ১৪। বনমালিদাস, ১৫। জগন্নাথ কর, ১৬। ভবনাথ কর, ১৭। হৃদয়ানন্দ সেন, ১৮। ভোলানাথ দাস, ১৯। যাদব দাস, ২০। বিজয় দাস, ২১। জনার্দ্দন, ২২। অনন্ত দাস, ২৩। কানুপণ্ডিত, ২৪। নারায়ণ দাস, ২৫। শ্রীবৎস পণ্ডিত, ২৬। হরিদাস ব্রহ্মচারী—ইনি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগদাধর, উভয়গণে গণিত, যথা শাখানির্ণয় ৯ম শ্লোক—"শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্। ২৭। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, ২৮। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, ২৯। ৩০। রঘুনাথ, ৩১। বনমালী কবিচন্দ্র, ৩২। বৈদ্যনাথ, ৩৩। লোকনাথ পণ্ডিত, ৩৪। মুরারি পণ্ডিত, ৩৫। শ্রীহরিচরণ, ৩৬। শ্রীমাধব পণ্ডিত, ৩৭। বিজয় পণ্ডিত, ৩৮। শ্রীরাম পণ্ডিত,—শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গৌঃ গঃ ৯১—"পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ সহোদরঃ॥"

অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥ মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায় । সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল-ফল হয় ॥ ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ । না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিল। কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে । জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম । জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি । চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি। যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত । সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত ॥ সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপায় ভাজন । অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার । অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬৫-৭৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান

সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্ঘ্রি কমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং । শুদ্ধ-স্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্ ॥ শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়-করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাভূষিতমদ্বৈতং সততং স্মরামি-পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রণাম

নিস্তারিতাশেষজনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তম্ ।
চৈতন্যদেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি ॥

শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাষ্টকম্ ।

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কারঘোষৈঃ ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ । শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈরাকৃষ্টঃ সন্ গৌরগোলোক-নাথঃ ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদীনাং দুর্লভপ্রেমপুরৈরাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্ ।
আবির্ভাব্য শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তিপ্রপূর্ণো যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দধেঽপি ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ যস্যাংশাংশা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ ।
যেনাভিন্নাস্তং মহাবিষ্ণুরূপং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাচ্ছম্ভোরিত্থং, শাম্ভবং নাম ধাম ।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈকসাধ্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

সীতানাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ নামা ।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূরপ্রপূর্ণঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈতনামা ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য-নামা ।
শশ্বচ্চেতঃ সঞ্চরদ্‌গৌরধামা শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধবুদ্ধিঃ ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধাগ্রন্থ সমাপ্ত।

মুদ্রণ ভ্রম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	২	ভোগ্যবস্তু	ভাগ্যবন্ত
৭৬	১৪	অদ্বৈত্য প্রভু	অদ্বৈত প্রভু
৮০	৬	সকলকেই	সকলেই
১১১	১৫	প্রেমঞ্জনচ্ছুরিত	প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত
১২৮	৪	রমাঃ আদি,	রমা আদি,
		ভবাদিও	ভবাদি ও
২৪৭	৭	স্থায়	দায়
১৫৮	১৯	মদগবড়া	মুদ্গবড়া
১৭১	১২	বসিয়া	বসিলে আচার্য্য
১৭৩	১২	একদা	এ কথা
১৭৪	৬	সুখ্য	মুখ্য

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী শ্রীদামোদর প্রেস ৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।